ثُمَّ بَدَا لَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا رَاَوُا الْاٰيٰتِ لَيَسْجُنُنَّهٗ حَتّٰى حِيْنٍ—অর্থাৎ

এর পর আযীয ও তাঁর পারিষদবর্গ কিছু দিনের জন্য ইউসুফ (আ)-কে জেলে আবদ্ধ রাখাটাই মঙ্গলজনক বলে বিবেচনা করলেন এবং সে মতে ইউসুফ (আ) জেলে প্রেরিত হলেন।

وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيٰنِ ۭ قَالَ اَحَدُهُمَآ اِنِّىْٓ اَرٰىنِيْٓ اَعْصِرُ خَمْرًا ۚ
وَقَالَ الْاٰخَرُ اِنِّىْٓ اَرٰىنِيْٓ اَحْمِلُ فَوْقَ رَاْسِيْ خُبْزًا تَاْكُلُ الطَّيْرُ مِنْهُ ۭ نَبِّئْنَا
بِتَاْوِيْلِهٖ ۚ اِنَّا نَرٰىكَ مِنَ الْمُحْسِنِيْنَ ۝ قَالَ لَا يَاْتِيْكُمَا طَعَامٌ تُرْزَقٰنِهٖٓ
اِلَّا نَبَّاْتُكُمَا بِتَاْوِيْلِهٖ قَبْلَ اَنْ يَّاْتِيَكُمَا ۭ ذٰلِكُمَا مِمَّا عَلَّمَنِيْ رَبِّيْ ۭ اِنِّىْ
تَرَكْتُ مِلَّةَ قَوْمٍ لَّا يُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَهُمْ بِالْاٰخِرَةِ هُمْ كٰفِرُوْنَ ۝ وَ
اتَّبَعْتُ مِلَّةَ اٰبَاۗءِيْٓ اِبْرٰهِيْمَ وَاِسْحٰقَ وَيَعْقُوْبَ ۭ مَا كَانَ لَنَآ اَنْ نُّشْرِكَ
بِاللّٰهِ مِنْ شَيْءٍ ۭ ذٰلِكَ مِنْ فَضْلِ اللّٰهِ عَلَيْنَا وَعَلَي النَّاسِ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَ
النَّاسِ لَا يَشْكُرُوْنَ ۝ يٰصَاحِبَيِ السِّجْنِ ءَاَرْبَابٌ مُّتَفَرِّقُوْنَ خَيْرٌ اَمِ اللّٰهُ
الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ ۝ مَا تَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِهٖٓ اِلَّآ اَسْمَاۗءً سَمَّيْتُمُوْهَآ
اَنْتُمْ وَاٰبَاۗؤُكُمْ مَّآ اَنْزَلَ اللّٰهُ بِهَا مِنْ سُلْطٰنٍ ۭ اِنِ الْحُكْمُ اِلَّا لِلّٰهِ ۭ
اَمَرَ اَلَّا تَعْبُدُوْٓا اِلَّآ اِيَّاهُ ۭ ذٰلِكَ الدِّيْنُ الْقَيِّمُ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَ
النَّاسِ لَا يَعْلَمُوْنَ ۝ يٰصَاحِبَيِ السِّجْنِ اَمَّآ اَحَدُكُمَا فَيَسْقِيْ رَبَّهٗ
خَمْرًا ۚ وَاَمَّا الْاٰخَرُ فَيُصْلَبُ فَتَاْكُلُ الطَّيْرُ مِنْ رَّاْسِهٖ ۭ قُضِيَ الْاَمْرُ
الَّذِيْ فِيْهِ تَسْتَفْتِيٰنِ ۝ وَقَالَ لِلَّذِيْ ظَنَّ اَنَّهٗ نَاجٍ مِّنْهُمَا اذْكُرْنِيْ عِنْدَ
رَبِّكَ فَاَنْسٰىهُ الشَّيْطٰنُ ذِكْرَ رَبِّهٖ فَلَبِثَ فِي السِّجْنِ بِضْعَ سِنِيْنَ ۝

(৩৬) তাঁর সাথে কারাগারে দু'জন যুবক প্রবেশ করল। তাদের একজন বলল ঃ আমি স্বপ্নে দেখলাম যে, আমি মদ নিঙড়াচ্ছি। অপরজন বলল ঃ আমি দেখলাম যে, নিজ মাথায় রুটি বহন করছি। তা থেকে পাখি ঠুকরিয়ে খাচ্ছে। আমাদেরকে এর ব্যাখ্যা বলুন। আমরা আপনাকে সৎকর্মশীল দেখতে পাচ্ছি। (৩৭) তিনি বললেন ঃ তোমাদেরকে প্রত্যহ যে খাদ্য দেওয়া হয়, তা তোমাদের কাছে আসার আগেই আমি তার ব্যাখ্যা বলে দেব। এ জ্ঞান আমার পালনকর্তা আমাকে শিক্ষা দিয়েছেন। আমি ঐসব লোকের ধর্ম পরিত্যাগ করেছি যারা আল্লাহ্‌র প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে না এবং পরকালে অবিশ্বাসী। (৩৮) আমি আপন পিতৃপুরুষ ইবরাহীম, ইসহাক ও ইয়াকুবের ধর্ম অনুসরণ করছি। আমাদের জন্য শোভা পায়না যে, কোন বস্তুকে আল্লাহ্‌র অংশীদার করি। এটা আমাদের প্রতি এবং অন্য সব লোকের প্রতি আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ। কিন্তু অধিকাংশ লোক অনুগ্রহ স্বীকার করে না। (৩৯) হে কারাগারের সঙ্গীরা! পৃথক পৃথক অনেক উপাস্য ভাল, না পরাক্রমশালী এক আল্লাহ্‌? (৪০) তোমরা আল্লাহ্‌কে ছেড়ে নিছক কতগুলো নামের ইবাদত কর, সেগুলো তোমরা এবং তোমাদের বাপদাদারা সাব্যস্ত করে নিয়েছে। আল্লাহ্‌ এদের কোন প্রমাণ অবতীর্ণ করেন নি। আল্লাহ্‌ ছাড়া কারও বিধান দেবার ক্ষমতা নেই। তিনি আদেশ দিয়েছেন যে, তিনি ব্যতীত অন্য কারও ইবাদত করো না। এটাই সরল পথ। কিন্তু অধিকাংশ লোক তা জানে না। (৪১) হে কারাগারের সঙ্গীরা! তোমাদের একজন আপন প্রভুকে মদ্যপান করাবে এবং দ্বিতীয়জন, তাকে শূলে চড়ানো হবে। অতঃপর তার মস্তক থেকে পাখি আহার করবে। তোমরা যে বিষয়ে জানার আগ্রহী তার সিদ্ধান্ত হয়ে গেছে। (৪২) যে ব্যক্তি সম্পর্কে ধারণা ছিল যে, সে মুক্তি পাবে, তাকে ইউসুফ বলে দিল ঃ আপন প্রভুর কাছে আমার আলোচনা করবে। অতঃপর শয়তান তাকে প্রভুর কাছে আলোচনার কথা ভুলিয়ে দিল। ফলে তাঁকে কয়েক বছর কারাগারে থাকতে হল।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

ইউসুফ (আ)-এর সাথে (অর্থাৎ সে সময়েই) আরও দু'জন শাহী ক্রীতদাস কারাগারে প্রবেশ করল। [তাদের একজন বাদশাহ্‌কে সূরা পান করাত এবং অপরজন ছিল রুটি পাকানোর বাবুর্চি। তাদের বন্দীত্বের কারণ ছিল এই যে, তারা বাদশাহ্‌র খাদ্যে ও মদে বিষ মিশ্রিত করেছিল বলে সন্দেহ করা হয়েছিল। এ মোকদ্দমা আদালতে বিচারাধীন থাকাকালে তাদেরকে বন্দী করা হয়। তারা ইউসুফ (আ)-এর মধ্যে সাধুতার চিহ্ন দেখতে পেয়েছিল। তাই] তাদের একজন (ইউসুফকে) বলল ঃ আমি নিজেকে স্বপ্ন দেখেছি (যেন) মদ (তৈরী করার জন্য আঙ্গুরের রস) নিঙড়াচ্ছি (এবং বাদশাহ্‌কে সেই মদ পান করাচ্ছি)। অন্যজন বলল ঃ আমি নিজেকে দেখি, (যেন) মাথায় রুটি নিয়ে যাচ্ছি, এবং তা থেকে পাখি (আঁচড়িয়ে আঁচড়িয়ে) আহার করছে, আমাদেরকে এ স্বপ্নের (যা আমরা উভয়ে দেখেছি) ব্যাখ্যা বলে দিন। আমরা আপনাকে একজন সৎলোক মনে করি। ইউসুফ [যখন দেখলেন যে, তারা সরল বিশ্বাসে তাঁর প্রতি আকৃষ্ট হয়েছে, তখন তিনি তাদেরকে সর্বপ্রথম ঈমানের দাওয়াত দিতে চাইলেন। তাই প্রথমে

তিনি যে নবী, তা একটি মু'জিযা দ্বারা প্রমাণ করার জন্য) বললেন ঃ (দেখ) তোমাদের কাছে যে খাদ্য আসে যা তোমরা খাওয়ার জন্য (কারাগারে) পাও, তা আসার আগেই আমি তার স্বরূপ তোমাদেরকে বলে দেই যে, অমুক বস্তু আসবে এবং এমন এমন হবে এবং.]। এ বলে দেওয়া ঐ জ্ঞানের বদৌলতে, যা আমাকে আমার পালনকর্তা শিক্ষা দিয়েছেন (অর্থাৎ আমি ওহীর মাধ্যমে জেনে ফেলি। অতএব এটা একটি মু'জিযা, যা নবুয়তের প্রমাণ। এ সময়ে এ মু'জিযাটি বিশেষভাবে স্থানোপযোগী ছিল। কারণ, যে ঘটনায় বন্দীরা ব্যাখ্যার জন্য তাঁর শরণাপন্ন হয়েছিল, তাও খাদ্যের সাথেই সম্পৃক্ত ছিল। নবুয়ত সপ্রমাণ করার পর একত্ববাদ সপ্রমাণের বিষয়বস্তু বর্ণনা করে বললেন ঃ) আমি তো তাদের ধর্ম (প্রথমেই) পরিত্যাগ করেছি, যারা আল্লাহ্‌র প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেনি এবং তারা পরকালেও অবিশ্বাসী। আমি আপন (মহাপুরুষ) বাপদাদার ধর্ম অবলম্বন করেছি—ইবরাহীম, ইসহাক, ইয়াকুব (আ)-এর। (এ ধর্মের প্রধান স্তম্ভ এই যে) আল্লাহ্‌র সাথে কোন কিছুকে (ইবাদতে) শরীক সাব্যস্ত করা আমাদের জন্য মোটেই শোভা পায় না। এটা (অর্থাৎ একত্ববাদের বিশ্বাস) আমাদের প্রতি এবং (অন্যান্য) লোকদের প্রতি (ও) আল্লাহ্ তা'আলার একটি অনুগ্রহ। (কারণ, এর মাধ্যমেই ইহকাল ও পরকালের মঙ্গল সাধিত হয়) কিন্তু অধিকাংশ লোক (এ নিয়ামতের) শোকর (আদায়) করে না। (অর্থাৎ একত্ববাদ অবলম্বন করে না।) হে কারাগারের সঙ্গীরা! (একটু চিন্তা করে বল যে, ইবাদতের জন্য) বিভিন্ন উপাস্য ভাল, না এক সত্য উপাস্য ভাল, যিনি পরাক্রমশালী? তোমরা তো আল্লাহ্‌কে ছেড়ে নিছক কতগুলো ভিত্তিহীন নামের ইবাদত কর, যেগুলো তোমরা এবং তোমাদের পিতৃপুরুষেরা (নিজেরোই) সাব্যস্ত করে নিয়েছ। আল্লাহ্ তা-'আলা তাদের (উপাস্য হওয়ার) কোন যুক্তিগত অথবা ইতিহাসগত প্রমাণ অবতীর্ণ করেন-নি এবং বিধান একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলারই। তিনি নির্দেশ দিয়েছেন যে, তাঁকে ব্যতীত অন্য কারও ইবাদত করো না। এটাই অর্থাৎ একত্ববাদ ও ইবাদতকে একমাত্র আল্লাহ্‌র জন্য নির্দিষ্ট করা সরল পথ; কিন্তু অধিকাংশ লোক তা জানে না। (ঈমানের দাও-য়াতের পর এখন তাদের স্বপ্নের ব্যাখ্যা বলছেন যে, হে কারাগারের সঙ্গীরা!) তোমাদের একজন তো নির্দোষ প্রমাণিত হয়ে স্বীয় প্রভুকে যথারীতি মদ্যপান করাবে এবং অন্যজন দোষী সাব্যস্ত হয়ে শূলে চড়বে এবং তার মস্তক পাখিরা ঠুকরে ঠুকরে খাবে। যে সম্পর্কে তোমরা জিজ্ঞেস করছিলে, তা এমনিভাবে অবধারিত হয়ে গেছে। (সেমতে মোকদ্দমার তদন্ত শেষে তাই হল। একজন বেকসুর খালাস এবং অন্যজন অপরাধী সাব্যস্ত হল। উভয়কে কারাগার থেকে ডেকে নেওয়া হল; একজনকে মুক্তিদানের জন্য এবং অপর-জনকে শূলে চড়ানোর জন্য)। এবং (যখন তারা কারাগার ত্যাগ করে যেতে লাগল, তখন) যে ব্যক্তি সম্পর্কে মুক্তি পাওয়ার ধারণা ছিল, তাকে ইউসুফ (আ) বললেন ঃ আপন প্রভুর সামনে আমার কথাও আলোচনা করবে যে, একজন নির্দোষ ব্যক্তি কারাগারে আবদ্ধ রয়েছে। সে ওয়াদা করল। অতঃপর আপন প্রভুর কাছে ইউসুফের প্রসঙ্গে আলোচনা করার কথা শয়তান তাকে ভুলিয়ে দিল। ফলে কারাগারে আরও কয়েক বছর তাঁকে থাকতে হল।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

আলোচ্য আয়াতসমূহে ইউসুফ (আ)-এর কাহিনীর একটি প্রাসঙ্গিক ঘটনা বর্ণিত হয়েছে। এ কথা বার বার বলা হয়েছে যে, কোরআন-পাক কোন ঐতিহাসিক ও কিস্‌সা-কাহিনীর গ্রন্থ নয়। এতে যেসব ঐতিহাসিক ঘটনা অথবা কাহিনী বর্ণনা করা হয়েছে, সেগুলোর একমাত্র উদ্দেশ্য মানুষকে শিক্ষা, উপদেশ ও জীবনের বিভিন্ন দিক সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশ প্রদান করা। সমগ্র কোরআন এবং অসংখ্য পয়গম্বরের ঘটনাবলীর মধ্যে একমাত্র ইউসুফ (আ)-এর কাহিনীটিই কোরআন ধারাবাহিকভাবে বর্ণনা করেছে। নতুবা স্থানোপযোগী ঐতিহাসিক ঘটনার কোন অত্যাবশ্যকীয় অংশই শুধু উল্লেখ করা হয়েছে।

ইউসুফ (আ)-এর কাহিনীটি আদ্যোপান্ত পর্যালোচনা করলে এতে শিক্ষা ও উপদেশের অনেক উপাদান এবং মানব জীবনের বিভিন্ন স্তরের জন্য গুরুত্বপূর্ণ পথনির্দেশ রয়েছে। প্রাসঙ্গিক এ ঘটনাটিতেও অনেক হিদায়ত নিহিত রয়েছে।

ঘটনা এই যে, ইউসুফ (আ)-এর নিষ্পাপ চরিত্র ও পবিত্রতা দিবালোকের মত ফুটে ওঠা সত্ত্বেও আযীযে-মিসর ও তার স্ত্রী লোক নিন্দা বন্ধ করার উদ্দেশ্যে কিছু দিনের জন্য ইউসুফ (আ)-কে কারাগারে প্রেরণ করার সিদ্ধান্ত নেয়। এটা প্রকৃতপক্ষে ইউসুফ (আ)-এর দোয়া ও বাসনার বাস্তব রূপায়ণ ছিল। কেননা, আযীযে-মিসরের গৃহে বাস করে চারিত্রিক পবিত্রতা রক্ষা করা কঠিন ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছিল।

ইউসুফ (আ) কারাগারে পৌঁছলে সাথে আরও দু'জন অভিযুক্ত কয়েদীও কারাগারে প্রবেশ করল। তাদের একজন বাদশাহ্‌কে মদ্যপান করাত এবং অপরজন বাবুর্চি ছিল। ইবনে কাসীর তফসীরবিদগণের বরাত দিয়ে লিখেছেন ঃ তারা উভয়েই বাদশাহ্‌র খাদ্যে বিষ মিশ্রিত করার অভিযোগে গ্রেফতার হয়েছিল। মোকাদ্দমার তদন্ত চলছিল বলে তাদেরকে কারাগারে আটক রাখা হয়েছিল।

ইউসুফ (আ) কারাগারে প্রবেশ করে পয়গম্বরসুলভ চরিত্র, দয়া ও অনুকম্পার কারণে সব কয়েদীর প্রতি সহমর্মিতা প্রদর্শন এবং সাধ্যমত তাদের দেখাশোনা করতেন। কেউ অসুস্থ হয়ে পড়লে তার সেবা-শুশ্রূষা করতেন। কাউকে চিন্তিত ও উৎকণ্ঠিত দেখলে তাকে সান্ত্বনা দিতেন। ধৈর্য শিক্ষা এবং মুক্তির আশা দিয়ে তার হিম্মত বাড়াতেন। নিজে কষ্ট করে অপরের সুখ-শান্তি নিশ্চিত করতেন এবং সারারাত আল্লাহ্‌র ইবাদতে মশগুল থাকতেন। তাঁর এহেন অবস্থা দেখে কারাগারের সব কয়েদী তাঁর ভক্ত হয়ে গেল। কারাধ্যক্ষও তাঁর চরিত্রে মুগ্ধ হল এবং বলল ঃ আমার ক্ষমতা থাকলে আপনাকে ছেড়ে দিতাম। এখানে যাতে আপনার কোন রূপ কষ্ট না হয়, এখন শুধু সেদিকেই লক্ষ্য রাখতে পারি।

একটি আশ্চর্য ঘটনা ঃ কারাধ্যক্ষ কিংবা কয়েদীদের মধ্যে কেউ হযরত ইউসুফ (আ)-এর প্রতি ভক্তি-শ্রদ্ধা ও মহব্বত প্রকাশ করে বলল ঃ আমরা আপনাকে খুব মহব্বত করি। ইউসুফ (আ) বললেন ঃ আল্লাহ্‌র কসম আমাকে মহব্বত করো না। কারণ, যখনই কেউ আমাকে মহব্বত করেছে, তখনই আমি কোন না কোন বিপদে জড়িয়ে পড়েছি।

শৈশবে ফুফু আমাকে মহব্বত করতেন। ফলে আমার উপর চুরির অভিযোগ আনা হয়। এরপর আমার পিতা আমাকে মহব্বত করেন। ফলে ভাইদের হাতে কূপে নিক্ষিপ্ত অতঃপর গোলামি ও নির্বাসনে পতিত হয়েছি। সর্বশেষে বেগম আজীযের মহব্বতের পরিণামে এ কারাগারে পৌঁছেছি। ---(ইবনে কাসীর, মাযহারী।)

ইউসুফ (আ)-এর সাথে কারাগারে প্রবেশকারী দু'জন কয়েদী একদিন বলল ঃ আমাদের দৃষ্টিতে আপনি একজন সৎ ও মহানুভব ব্যক্তি। তাই আপনার কাছে আমরা স্বপ্নের ব্যাখ্যা জিজ্ঞেস করতে চাই। হযরত ইবনে আব্বাস ও অন্যান্য তফসীরবিদ বলেন ঃ তারা বাস্তবিকই এ স্বপ্ন দেখেছিল। আবদুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ বলেন ঃ প্রকৃত স্বপ্ন ছিল না। শুধু ইউসুফ (আ)-এর মহানুভবতা ও সততা পরীক্ষা করার উদ্দেশ্যে স্বপ্ন রচনা করা হয়েছিল।

মোটকথা তাদের একজন অর্থাৎ যে ব্যক্তি বাদশাহকে মদ্যপান করাত, সে বলল ঃ আমি স্বপ্নে দেখি যে, আঙ্গুর থেকে শরাব বের করছি। দ্বিতীয়জন অর্থাৎ বাবুর্চি বলল ঃ আমি দেখি যে, আমার মাথায় রুটিভর্তি একটি ঝুড়ি রয়েছে। তা থেকে পাখিরা ঠুকরে ঠুকরে আহার করছে। তারা উভয়ে স্বপ্নের ব্যাখ্যা বলে দিতে অনুরোধ জানাল।

ইউসুফ (আ)-কে স্বপ্নের ব্যাখ্যা জিজ্ঞেস করা হয়েছে; কিন্তু তিনি পয়গম্বরসুলভ ভঙ্গিতে এ প্রশ্নের উত্তর দানের পূর্বে ঈমানের দাওয়াত ও ধর্ম প্রচারের কাজ আরম্ভ করে দিলেন। প্রচারের মূলনীতি অনুযায়ী প্রজ্ঞা ও বুদ্ধিমত্তাকে কাজে লাগিয়ে সর্বপ্রথম তাদের অন্তরে আস্থা সৃষ্টি করার উদ্দেশ্যে একটি মু'জিযা উল্লেখ করলেন যে, তোমাদের জন্য প্রত্যহ যে খাদ্য তোমাদের বাসা থেকে কিংবা অন্য কোন জায়গা থেকে আসে, তা আসার আগেই আমি তোমাদেরকে খাদ্যের প্রকার, গুণাগুণ, পরিমাণ ও সময় সম্পর্কে বলে দেই। বাস্তবে আমার সরবরাহকৃত তথ্য সব সত্য হয়। ذٰلِكَ مِمَّا عَلَّمَنِي رَبِّي —অর্থাৎ এটা কোন ভবিষ্যৎ কথন, জ্যোতিষ বিদ্যা অথবা অতীন্দ্রিয়বাদের ভেল্‌কি নয় বরং আমার পালনকর্তা ওহীর মাধ্যমে আমাকে যা বলে দেন, আমি তাই তোমাদেরকে জানিয়ে দেই। নিঃসন্দেহে এ প্রকাশ্য মু'জিযাটি নবুয়তের প্রমাণ এবং আস্থার অনেক বড় কারণ। এরপর প্রথমে কুফরের নিন্দা এবং কাফিরদের ধর্মের প্রতি স্বীয় বিমুখতা বর্ণনা করেছেন। অতঃপর আরও বলেছেন যে, আমি নবী পরিবারেরই একজন এবং তাঁদেরই সত্য ধর্মের অনুসারী। আমার পিতৃপুরুষ হচ্ছেন ইবরাহীম, ইসহাক ও ইয়াকুব। এ বংশগত আভিজাত্যও স্বভাবত মানুষের আস্থা অর্জনে সহায়ক হয়। এরপর বলেছেন যে, আল্লাহ্ তা'আলার সাথে কাউকে আল্লাহ্‌র গুণাবলীতে অংশীদার মনে করা আমাদের জন্য মোটেই বৈধ নয়। এ সত্য ধর্মের তওফীক আমাদের প্রতি এবং সব লোকের প্রতি আল্লাহ্ তা'আলারই অনুগ্রহ। তিনি সুস্থ বিবেক-বুদ্ধি দান করে সত্যকে গ্রহণ করা আমাদের জন্য সহজ করে দিয়েছেন কিন্তু অনেক লোক এ নিয়ামতের কদর ও অনুগ্রহ স্বীকার করে না। অতঃপর তিনি কয়েদীদেরকেই প্রশ্ন করলেন ঃ আচ্ছা তোমরাই বল, অনেক

পালনকর্তার উপাসক হওয়া উত্তম, না এক আল্লাহ্‌র দাস হওয়া ভাল, যিনি সবার উপরে পরাক্রমশালী ? অতঃপর অন্য এক পন্থায় মূর্তিপূজার অনিষ্টকারিতা বর্ণনা করে বললেন ঃ তোমরা এবং তোমাদের পিতৃ পুরুষেরা কিছু সংখ্যক প্রতিমাকে পালনকর্তা মনে করে নিয়েছ। এরা শুধু নামসর্বস্বই অথচ এদেরকেই তোমরা মা'বুদ সাব্যস্ত করে নিয়েছ। ওদের মধ্যে এমন কোন সত্তাগত গুণ নেই যে, ওদেরকে সামান্যতম শক্তি ও ক্ষমতার অধিকারী মনে করা যেতে পারে। কারণ, ওরা সবাই চেতনা ও অনুভূতিহীন। এটা চাক্ষুষ বিষয়। ওদের সত্য উপাস্য হওয়ার অপর একটি উপায় ছিল এই যে, আল্লাহ্ তা'আলা ওদের আরাধনার জন্য নির্দেশ নাযিল করতেন। এমতাবস্থায় চাক্ষুষ অভিজ্ঞতা ও বিবেক-বুদ্ধি যদিও ওদের আল্লাহ্‌য় স্বীকার না করত, কিন্তু আল্লাহ্‌র নির্দেশের কারণে আমরা চাক্ষুষ অভিজ্ঞতাকে ছেড়ে আল্লাহ্‌র নির্দেশ পালন করতাম। কিন্তু এখানে এরূপ কোন নির্দেশও নেই। কেননা, আল্লাহ্ তা'আলা এসব কৃত্রিম উপাস্যের ইবাদতের জন্য কোন প্রমাণ কিংবা সনদও নাযিল করেননি। বরং তিনি এ কথাই বলেছেন যে, নির্দেশ ও শাসনক্ষমতার অধিকার আল্লাহ্ ব্যতীত আর কারও নেই। অতঃপর তিনি নির্দেশ দিয়েছেন যে, আল্লাহ্ ব্যতীত কারও ইবাদত করো না। আমার পিতৃপুরুষেরা এ সত্য ধর্মই আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকে প্রাপ্ত হয়েছেন কিন্তু অধিকাংশ লোক এ সত্য জানে না।

প্রচার ও দাওয়াত সমাপ্ত করার পর ইউসুফ (আ) কয়েদীদের স্বপ্নের দিকে মনোযোগ দিলেন এবং বললেন ঃ তোমাদের একজন তো মুক্তি পাবে এবং চাকরিতে পুনর্বহাল হয়ে বাদশাহ্‌কে মদ্যপান করাবে। অপর জনের অপরাধ প্রমাণিত হবে এবং তাকে শূলে চড়ানো হবে। পাখিরা তার মাথার মগজ ঠুকরে খাবে।

পয়গম্বরসুলভ অনুকম্পার অভিনব দৃষ্টান্ত ঃ ইবনে কাসীর বলেন ঃ উভয় কয়েদীর স্বপ্ন পৃথক পৃথক ছিল। প্রত্যেকটির ব্যাখ্যা নির্দিষ্ট ছিল এবং এটাও নির্দিষ্ট ছিল যে, যে ব্যক্তি বাদশাহ্‌কে মদ্যপান করাত, সে মুক্ত হয়ে চাকরিতে পুনর্বহাল হবে এবং বাবুর্চিকে শূলে চড়ানো হবে। কিন্তু ইউসুফ (আ) পয়গম্বরসুলভ অনুকম্পার কারণে নির্দিষ্ট করে বলেন নি যে, তোমাদের অমুককে শূলে চড়ানো হবে---যাতে সে এখন থেকেই চিন্তান্বিত হয়ে না পড়ে। বরং তিনি সংক্ষেপে বলেছেন যে, একজন মুক্তি পাবে এবং অপরজনকে শূলে চড়ানো হবে।

সবশেষে বলেছেন ঃ আমি তোমাদের স্বপ্নের যে ব্যাখ্যা দিয়েছি, তা নিছক অনুমান-ভিত্তিক নয় বরং এটাই আল্লাহ্‌র অটল ফয়সালা। যেসব তফসীরবিদ তাদের স্বপ্নকে মিথ্যা ও বানোয়াট বলেছেন, তাঁরা একথাও বলেছেন যে, ইউসুফ (আ) যখন স্বপ্নের ব্যাখ্যা দিলেন, তখন তারা উভয়েই বলে উঠল ঃ আমরা কোন স্বপ্নই দেখিনি বরং মিছামিছি বানিয়ে বলেছিলাম। তখন ইউসুফ (আ) বললেন ঃ قُضِيَ الْأَمْرُ الَّذِي فِيهِ تَسْتَفْتِيَانِ --তোমরা এ স্বপ্ন দেখে থাক বা না থাক, এখন বাস্তবে তাই হবে, যা

বর্ণনা করা হয়েছে। উদ্দেশ্য এই যে, তোমরা মিথ্যা স্বপ্ন তৈরী করার যে গোনাহ্ করেছ, এখন তার শাস্তি তাই, যা ব্যাখ্যায় বর্ণিত হয়েছে।

অতঃপর যে ব্যক্তি সম্পর্কে ধারণা ছিল যে, সে রেহাই পাবে, তাকে ইউসুফ (আ) বললেন ঃ যখন তুমি মুক্ত হয়ে কারাগারের বাইরে যাবে এবং শাহী দরবারে পৌঁছবে, তখন বাদশাহর কাছে আমার বিষয়েও আলোচনা করবে যে, এ নিরপরাধ লোকটি কারাগারে পড়ে রয়েছে। কিন্তু মুক্ত হয়ে লোকটি ইউসুফ (আ)-এর কথা ভুলে গেল। ফলে ইউসুফ (আ)-এর মুক্তি আরও বিলম্বিত হয়ে গেল এবং এ ঘটনার পর আরও কয়েক বছর তাঁকে কারাগারে কাটাতে হল। আয়াতে بِضْعَ سِنِينَ বলা হয়েছে। শব্দটি তিন থেকে নয় পর্যন্ত সংখ্যা বুঝায়। কোন কোন তফসীরবিদ বলেন, এ ঘটনার পর আরও সাত বছর তাঁকে জেলে থাকতে হয়েছে।

বিধি-বিধান ও মাস'আলা ঃ আলোচ্য আয়াতগুলো থেকে অনেক বিধিবিধান, মাস-'আলা ও নির্দেশ জানা যায়। এগুলো সম্পর্কে চিন্তা করা যেতে পারে।

মাস'আলা ঃ (১) ইউসুফ (আ) কারাগারে প্রেরিত হন। কারাগার গুণ্ডা, বদমায়েশ ও অপরাধীদের আড্ডা। কিন্তু তিনি তাদের সাথেও এমন সৌজন্যমূলক ব্যবহার করেন যে, তারা সবাই তাঁর ভক্ত হয়ে যায়। এতে বোঝা গেল যে, অপরাধী ও পাপাচারীদের সাথে দয়া ও সহানুভূতিমূলক ব্যবহার করে তাদেরকে বশে ও আয়ত্তাধীন রাখা প্রত্যেক সংস্কারকের অবশ্য কর্তব্য। তাদের প্রতি ঘৃণা ও বিতৃষ্ণার ভাব প্রকাশ করা উচিত নয়।

মাস'আলা ঃ (২) আয়াতের إِنَّا نَرَاكَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ বাক্য থেকে জানা গেল যে, যাদেরকে পুণ্যবান, সৎকর্মী ও সহানুভূতিশীল বলে বিশ্বাস করা হয়, স্বপ্নের ব্যাখ্যা তাদের কাছেই জিজ্ঞেস করা উচিত।

মাস'আলা ঃ (৩) যারা সত্যের দাওয়াত দেন এবং সংস্কারকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হন, তাঁদের কর্মপন্থা এরূপ হওয়া উচিত যে, প্রথমে স্বীয় চরিত্রমাধুর্য এবং জ্ঞানগত ও কর্ম-গত পরাকাষ্ঠার মাধ্যমে জনগণের আস্থাভাজন হতে হবে; যদিও এতে নিজের কিছু গুণগত বৈশিষ্ট্য প্রকাশও করতে হয়; যেমন ইউসুফ (আ) এক্ষেত্রে স্বীয় মু'জিযাও উল্লেখ করেছেন এবং তিনি যে নবী পরিবারের একজন তাও প্রকাশ করেছেন। এ গুণগত বৈশিষ্ট্য প্রকাশ যদি জনসংস্কারের উদ্দেশ্যে হয় এবং নিজের শ্রেষ্ঠত্ব জাহির করার জন্য না হয়, তবে তা কোরআনে নিষিদ্ধ নিজের শুচিতা নিজে প্রকাশ করার অন্তর্ভুক্ত নয়। কোরআনে বলা হয়েছে ঃ فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ অর্থাৎ নিজের শুচিতা নিজে প্রকাশ করো না।

মাস'আলা ঃ (৪) প্রচারক ও সংস্কারকের অবশ্য কর্তব্য হচ্ছে স্বীয় প্রচারবৃত্তিকে সব কাজের অগ্রে রাখা। প্রচারকর্মের এ একটি গুরুত্বপূর্ণ মূলনীতি, যা আলোচ্য আয়াতসমূহে ব্যক্ত হয়েছে। কেউ তাঁর কাছে কোন কার্যোপলক্ষে আগমন করলে তাঁর আসল কর্তব্য

বিস্মৃত হওয়া উচিত নয়; যেমন ইউসুফ (আ)-এর কাছে কয়েদীরা স্বপ্নের ব্যাখ্যা জিজ্ঞেস করতে এসেছিল। তিনি উত্তরদানের পূর্বে দাওয়াতএবং প্রচারের মাধ্যমে তাদেরকে হেদায়েত উপহার দিলেন। এরূপ বোঝা উচিত নয় যে, দাওয়াত ও প্রচার জনসভা, মিম্বর অথবা মঞ্চেই হয়। ব্যক্তিগত সাক্ষাত ও একান্ত আলোচনার মাধ্যমেই বরং এ কাজ আরও বেশী কার্যকর হয়ে থাকে।

মাস'আলা ঃ (৫) পথপ্রদর্শন ও সংস্কারের ক্ষেত্রে প্রজ্ঞা ও বুদ্ধিমত্তা সহকারে এমন কথা বলা উচিত, যা সম্বোধিত ব্যক্তির চিত্তাকর্ষণ করতে পারে; যেমন ইউসুফ (আ) কয়েদীদেরকে দেখিয়েছেন যে, তিনি যা কিছু গুণগত বৈশিষ্ট্য অর্জন করেছেন, তা কুফরী ধর্ম পরিত্যাগ করে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করারই ফলশ্রুতি। এরপর তিনি কুফর ও শিরকের অনিষ্টকারিতা চিত্তাকর্ষক ভঙ্গিতে বর্ণনা করেছেন।

মাস'আলা ঃ (৬) এ থেকে প্রমাণিত হল ঃ যে ব্যাপার সম্বোধিত ব্যক্তির জন্যে কষ্টকর ও অপ্রিয় এবং তা প্রকাশ করা জরুরী, তা তার সামনে যতদূর সম্ভব এমন ভঙ্গিতে প্রকাশ করতে হবে যে, তার কষ্ট যথাসম্ভব কম হয়; যেমন স্বপ্নের ব্যাখ্যায় এক ব্যক্তির মৃত্যু নির্দিষ্ট ছিল কিন্তু ইউসুফ (আ) তা অস্পষ্টভাবে ব্যক্ত করেছেন। এরূপ নির্দিষ্ট করে বলেননি যে, তোমাকে শূলীতে চড়ানো হবে।-- (ইবনে-কাসীর, মাযহারী)

মাস'আলা ঃ (৭) ইউসুফ (আ) কারাগার থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য কয়েদীকে বললেন ঃ যখন বাদশাহ্‌র কাছে যাবে তখন আমার কথা আলোচনা করবে যে, সে নিরপরাধ —কারাগারে আবদ্ধ রয়েছে। এতে বোঝা গেল যে, বিপদ থেকে নিষ্কৃতি লাভের জন্য কোন ব্যক্তিকে চেষ্টা-তদ্‌বীরের মাধ্যমে স্থির করা তাওয়াক্কুলের পরিপন্থী নয়।

মাস'আলা ঃ (৮) আল্লাহ্ তা'আলা মনোনীত পয়গম্বরগণের জন্য সকল বৈধ প্রচেষ্টাও পছন্দ করেন না; যেমন, তাঁরা মুক্তির জন্য কোন মানুষকে মধ্যস্থতাকারী স্থির করবেন। তাঁদের ও আল্লাহ্ তা'আলার মাঝখানে কোন মধ্যস্থতা না থাকাই পয়গম্বরগণের আসল স্থান। সম্ভবত এ কারণেই মুক্তিপ্রাপ্ত কয়েদী ইউসুফ (আ)-এর কথা ভুলে যায় এবং তাঁকে আরও কয়েক বছর কারাগারে থাকতে হয়। এক হাদীসেও রসূলুল্লাহ্ (সা) এদিকে ইঙ্গিত করেছেন।

وَقَالَ الْمَلِكُ إِنِّي أَرَىٰ سَبْعَ بَقَرَاتٍ سِمَانٍ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعٌ
عِجَافٌ وَسَبْعَ سُنْبُلَاتٍ خُضْرٍ وَأُخَرَ يَابِسَاتٍ ۖ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ أَفْتُونِي
فِي رُؤْيَايَ إِنْ كُنْتُمْ لِلرُّؤْيَا تَعْبُرُونَ ﴿٤٣﴾ قَالُوا أَضْغَاثُ أَحْلَامٍ ۖ وَمَا
نَحْنُ بِتَأْوِيلِ الْأَحْلَامِ بِعَالِمِينَ ﴿٤٤﴾ وَقَالَ الَّذِي نَجَا مِنْهُمَا
وَادَّكَرَ بَعْدَ أُمَّةٍ أَنَا أُنَبِّئُكُمْ بِتَأْوِيلِهِ فَأَرْسِلُونِ ﴿٤٥﴾ يُوسُفُ

أَيُّهَا الصِّدِّيقُ أَفْتِنَا فِي سَبْعِ بَقَرَاتٍ سِمَانٍ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعٌ
عِجَافٌ وَسَبْعِ سُنْبُلَاتٍ خُضْرٍ وَأُخَرَ يَابِسَاتٍ لَّعَلِّي أَرْجِعُ إِلَى النَّاسِ
لَعَلَّهُمْ يَعْلَمُونَ ﴿٤٦﴾ قَالَ تَزْرَعُونَ سَبْعَ سِنِينَ دَأَبًا فَمَا حَصَدْتُمْ
فَذَرُوهُ فِي سُنْبُلِهِ إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّا تَأْكُلُونَ ﴿٤٧﴾ ثُمَّ يَأْتِي مِن بَعْدِ
ذَٰلِكَ سَبْعٌ شِدَادٌ يَأْكُلْنَ مَا قَدَّمْتُمْ لَهُنَّ إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّا تُحْصِنُونَ
﴿٤٨﴾ ثُمَّ يَأْتِي مِن بَعْدِ ذَٰلِكَ عَامٌ فِيهِ يُغَاثُ النَّاسُ وَفِيهِ يَعْصِرُونَ ﴿٤٩﴾
وَقَالَ الْمَلِكُ ائْتُونِي بِهِ فَلَمَّا جَاءَهُ الرَّسُولُ قَالَ ارْجِعْ إِلَىٰ رَبِّكَ
فَاسْأَلْهُ مَا بَالُ النِّسْوَةِ اللَّاتِي قَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ ۚ إِنَّ رَبِّي بِكَيْدِهِنَّ
عَلِيمٌ ﴿٥٠﴾

(৪৩) বাদশাহ বলল ঃ আমি স্বপ্নে দেখলাম, সাতটি মোটাতাজা গাভী---এদেরকে সাতটি শীর্ণ গাভী খেয়ে যাচ্ছে এবং সাতটি সবুজ শীষ ও অন্যগুলো শুষ্ক। হে পারিষদবর্গ! তোমরা আমাকে আমার স্বপ্নের ব্যাখ্যা বল, যদি তোমরা স্বপ্নের ব্যাখ্যায় পারদর্শী হয়ে থাক। (৪৪) তারা বলল ঃ এটা কল্পনাপ্রসূত স্বপ্ন। এরূপ স্বপ্নের ব্যাখ্যা আমাদের জানা নেই। (৪৫) দু'জন কারারুদ্ধের মধ্য থেকে যে ব্যক্তি মুক্তি পেয়েছিল এবং দীর্ঘকাল পর স্মরণ হলো, সে বলল, আমি তোমাদেরকে এর ব্যাখ্যা বলছি। তোমরা আমাকে প্রেরণ কর। (৪৬) সে তথায় পৌঁছে বলল ঃ হে ইউসুফ! হে সত্যবাদী! সাতটি মোটাতাজা গাভী---তাদেরকে খাচ্ছে সাতটি শীর্ণ গাভী এবং সাতটি সবুজ শীষ ও অন্যগুলো শুষ্ক ; আপনি আমাদেরকে এ স্বপ্ন সম্পর্কে পথনির্দেশ প্রদান করুন ঃ যাতে আমি তাদের কাছে ফিরে গিয়ে তাদের অবগত করাতে পারি। (৪৭) বলল ঃ তোমরা সাত বছর উত্তমরূপে চাষাবাদ করবে। অতঃপর যা কাটবে, তার মধ্যে যে সামান্য পরিমাণ তোমরা খাবে তা ছাড়া অবশিষ্ট শস্য শীষ সমেত রেখে দেবে। (৪৮) এবং এরপরে আসবে দুর্ভিক্ষের সাত বছর ; তোমরা এ দিনের জন্যে যা রেখেছিলে, তা খেয়ে যাবে, কিন্তু অল্প পরিমাণ ব্যতীত, যা তোমরা তুলে রাখবে। (৪৯) এরপরই আসবে একবছর---এতে মানুষের উপর বৃষ্টি বর্ষিত হবে এবং এতে তারা রস নিংড়াবে। (৫০) বাদশাহ বলল ঃ ফিরে যাও তোমাদের প্রভুর কাছে এবং জিজ্ঞেস কর তাঁকে ঃ ঐ মহিলাদের স্বরূপ কি, যারা স্বীয় হস্ত কর্তন করেছিল! আমার পালনকর্তা তো তাদের ছলনা সবই জানেন।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

মিসরের বাদশাহ্ (-ও একটি স্বপ্ন দেখল এবং পারিষদবর্গকে একত্র করে) বলল ঃ আমি (স্বপ্নে) দেখি যে, সাতটি মোটাতাজা গাভীকে সাতটি শীর্ণ গাভী খেয়ে ফেলেছে এবং সাতটি সবুজ শীষ ও আরও সাতটি শুষ্ক শীষ। শুষ্ক শীষগুলো এমনিভাবে সবুজ শীষগুলোকে জড়িয়ে ধরে তাদেরকে শুষ্ক করে দিয়েছে। হে সভাসদবর্গ, যদি তোমরা (স্বপ্নের) ব্যাখ্যা দিতে পার, তবে আমার এ স্বপ্ন সম্বন্ধে আমাকে উত্তর দাও। তারা বলল ঃ (প্রথমত এটা কোন স্বপ্নই নয় যে, আপনি চিন্তিত হবেন।) এমনি বিক্ষিপ্ত কল্পনা এবং (দ্বিতীয়ত) আমরা (রাজকার্যে পারদর্শী) স্বপ্নের ব্যাখ্যা সম্পর্কে জ্ঞান রাখি না। (দু'রকম উত্তর দেয়ার কারণ এই যে, প্রথম উত্তর দ্বারা বাদশাহ্র মন থেকে অস্থিরতা ও উদ্বেগ দূর করা উদ্দেশ্য এবং দ্বিতীয় উত্তর দ্বারা নিজেদের অক্ষমতা প্রকাশ করা লক্ষ্য। মোটামুটি ব্যাপার এই যে, প্রথমত এরূপ স্বপ্ন ব্যাখ্যাযোগ্য নয় এবং দ্বিতীয়ত আমরা এ শাস্ত্রে অনভিজ্ঞ।) এবং (উল্লেখিত) দু'কয়েদীর মধ্যে যে মুক্তি পেয়েছিল, (সে দরবারে উপস্থিত ছিল) সে বলল এবং দীর্ঘকাল পর তার (ইউসুফের উপদেশের কথা) স্মরণ হয়েছিল ঃ আমি এর ব্যাখ্যার খবর আনছি। আপনারা আমাকে একটু যাওয়ার অনুমতি দিন। (দরবার থেকে তাকে অনুমতি দেওয়া হল। সে কয়েদখানায় ইউসুফের কাছে পৌঁছে বলল ঃ) হে ইউসুফ হে সততার মূর্ত প্রতীক, আপনি আমাদেরকে এর (অর্থাৎ স্বপ্নের) জওয়াব (অর্থাৎ ব্যাখ্যা) দিন যে, সাতটি মোটাতাজা গাভীকে সাতটি শীর্ণ গাভী খেয়ে ফেলেছে এবং সাতটি সবুজ শীষ এবং এ ছাড়া (সাতটি) শুষ্কও। (শুষ্কগুলোতো জড়িয়ে ধরার ফলে সবুজগুলোও শুষ্ক হয়ে গেছে। আপনি ব্যাখ্যা দিন,) যাতে আমি (যারা আমাকে পাঠিয়েছে) তাদের কাছে ফিরে যাই, (এবং বর্ণনা করি) যাতে (এর ব্যাখ্যা এবং ফলে আপনার অবস্থা) তাদেরও জানা হয়ে যায় (তারা ব্যাখ্যা অনুযায়ী কর্মপন্থা নিরূপণ করে এবং আপনার মুক্তির উপায় হয়)। তিনি বললেন ঃ (সাতটি মোটাতাজা গাভী এবং সাতটি সবুজ শীষের অর্থ হচ্ছে প্রচুর উৎপাদন ও বৃষ্টির বছর। অতএব) তোমরা সাত বছর উপর্যুপরি (খুব) শস্য বপন করবে, অতঃপর ফসল কেটে তাকে শীষের মধ্যেই থাকতে দেবে, (যাতে ঘুণ লেগে না যায়) তবে অল্প পরিমাণে, যা তোমাদের খাওয়ায় লাগবে, (তাই শীষ থেকে বের করা হবে।) অতঃপর এর (অর্থাৎ সাত বছরের) পর সাত বছর এমন কঠিন (ও দুর্ভিক্ষের) আসবে যে, ঐ (গাটা) ভাণ্ডার খেয়ে ফেলবে, যা তোমরা এ বছরগুলোর জন্য সঞ্চয় করে রেখে থাকবে কিন্তু অল্প পরিমাণে, যা (বীজের জন্য) রেখে দেবে (তা অবশ্য বেঁচে যাবে। শুষ্ক শীষ ও শীর্ণ গাভী এ সাত বছরের প্রতিই ইঙ্গিত বহন করে)। অতঃপর (অর্থাৎ সাত বছর পর) এক বছর এমন আসবে, যাতে মানুষের জন্য খুব বৃষ্টিপাত হবে এবং এতে (আঙ্গুরের পর্যাপ্ত ফলনের কারণে) রসও নিংড়াবে (এবং মদ্যপান করবে। মোটকথা, এ ব্যক্তি ব্যাখ্যা নিয়ে দরবারে পৌঁছল) এবং (পৌঁছে বর্ণনা করল)। বাদশাহ্ (যখন শুনল, তখন ইউসুফের জ্ঞানে ও গুণে মুগ্ধ হয়ে গেল এবং) নির্দেশ দিল ঃ তাকে আমার কাছে নিয়ে এস। (সেমতে দরবার থেকে দূত রওয়ানা হল) অতঃপর যখন দূত তাঁর কাছে পৌঁছল (এবং বার্তা দিল তখন) তিনি বললেন ঃ (যতক্ষণ পর্যন্ত আমার এ অপবাদ থেকে মুক্ত হওয়া ও নির্দোষ হওয়া প্রমাণিত না হয়ে যায়, ততক্ষণ আমি যাব না।) তুমি তোমার প্রভুর কাছে ফিরে যাও,

অতঃপর তাঁকে জিজ্ঞেস কর যে, (আপনি কিছু জানেন কি) ঐ মহিলাদের কি অবস্থা, যারা আপন হস্ত কেটে ফেলেছিল ? (উদ্দেশ্য এই যে, তাদেরকে ডেকে যে ঘটনায় আমাকে বন্দী করা হয়েছে, তার তদন্ত করা হোক। 'মহিলাদের অবস্থা' বলে ইউসুফের অবস্থা তাদের জানা রয়েছে, কি জানা নেই, তা বোঝান হয়েছে। বিশেষ করে মহিলাদের কথা বলার কারণ সম্ভবত এই যে, তাদের সামনে যুলায়খা স্বীকার করেছিল وَلَقَدْ رَاوَدْتُّهٗ عَنْ نَّفْسِهٖ فَاسْتَعْصَمَ) আমার পালনকর্তা এ নারীদলের ছলনা সম্পর্কে খুব জ্ঞাত রয়েছেন। (অর্থাৎ আল্লাহ্‌র তো জানাই আছে যে, যুলায়খা কর্তৃক আমাকে অপবাদ আরোপ একটি ছলনা মাত্র। কিন্তু মানুষের কাছেও বিষয়টি পরিষ্কার হয়ে যাওয়া দরকার। সেমতে বাদশাহ্ মহিলাদেরকে দরবারে উপস্থিত করলেন।)

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

আলোচ্য আয়াতসমূহে বর্ণিত হয়েছে যে, অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা ইউসুফ (আ)-এর মুক্তির জন্য অদৃশ্য যবনিকার অন্তরাল থেকে একটি উপায় সৃষ্টি করলেন। বাদশাহ্ একটি স্বপ্ন দেখে উদ্বেগাকুল হলেন এবং রাজ্যের জ্ঞানী ব্যাখ্যাতা ও অতীন্দ্রিয়বাদীদেরকে একত্র করে স্বপ্নের ব্যাখ্যা জিজ্ঞেস করলেন। স্বপ্নটি কারও বোধগম্য হল না। তাই সবাই উত্তর দিল ঃ اَضْغَاثُ اَحْلَامٍ وَمَا نَحْنُ بِتَاْوِيْلِ الْاَحْلَامِ بِعٰلِمِيْنَ এখানে اَضْغَاثُ শব্দটি ضِغْثٌ এর বহুবচন। এর অর্থ এমন পুঁটলী, যাতে বিভিন্ন প্রকার আবর্জনা ও ঘাসখড় জমা থাকে। অর্থ এই যে, এ স্বপ্নটি মিশ্র ধরনের। এতে কল্পনা ইত্যাদি শামিল রয়েছে। আমরা এরূপ স্বপ্নের ব্যাখ্যা জানি না। সঠিক স্বপ্ন হলে ব্যাখ্যা দিতে পারতাম।

এ ঘটনা দেখে দীর্ঘকাল পর ইউসুফ (আ)-এর কথা মুক্তিপ্রাপ্ত সেই কয়েদীর মনে পড়ল। সে অগ্রসর হয়ে বলল ঃ আমি এ স্বপ্নের ব্যাখ্যা বলতে পারব। তখন সে ইউসুফ (আ)-এর গুণাবলী, স্বপ্ন ব্যাখ্যায় পারদর্শিতা এবং মজলুম হয়ে কারাগারে আবদ্ধ হওয়ার কথা বর্ণনা করে অনুরোধ করল যে, তাকে কারাগারে তাঁর সাথে সাক্ষাতের অনুমতি দেওয়া হোক। বাদশাহ্ এ সাক্ষাতের ব্যবস্থা করলেন এবং সে ইউসুফ (আ)-এর কাছে উপস্থিত হল। কোরআন পাক এসব ঘটনা একটিমাত্র শব্দ فَاَرْسِلُوْنِ দ্বারা বর্ণনা করেছে। এর অর্থ আমাকে পাঠিয়ে দিন। ইউসুফ (আ)-এর নামোল্লেখ, সরকারী মঞ্জুরি অতঃপর কারাগারে পৌঁছা—এসব ঘটনা আপনা আপনি বোঝা যায়। তাই এগুলো পরিষ্কার উল্লেখ করা প্রয়োজন মনে করা হয়নি বরং এ বর্ণনা শুরু করা হয়েছে ঃ يُوْسُفُ اَيُّهَا

الصِّدِّيقُ ---অর্থাৎ লোকটি কারাগারে পৌঁছে ঘটনার বর্ণনা শুরু করে প্রথমে ইউসুফ (আ)-এর صدق অর্থাৎ কথা ও কাজে সাচ্চা হওয়ার কথা স্বীকার করেছে। অতঃপর দরখাস্ত করেছে যে, আমাকে একটি স্বপ্নের ব্যাখ্যা বলে দিন। স্বপ্ন এই যে, বাদশাহ সাতটি মোটাতাজা গাভী দেখেছেন। এগুলোকেই অন্য সাতটি শীর্ণ গাভী খেয়ে যাচ্ছে। তিনি আরও সাতটি গমের সবুজ শীষ ও সাতটি শুষ্ক শীষ দেখেছেন।

لَعَلِّيْ أَرْجِعُ إِلَى النَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَعْلَمُونَ ---অর্থাৎ আপনি ব্যাখ্যা বলে দিলে অচিরাৎ আমি ফিরে যাব এবং তাদের কাছে ব্যাখ্যা বর্ণনা করব। এতে সম্ভবত তারা আপনার জ্ঞানগরিমা সম্পর্কে অবগত হবে।

তফসীরে-মাযহারীতে বলা হয়েছে, 'আলমে-মিসাল' তথা প্রত্যাকৃতি-জগতে ঘটনাবলী যে আকারে থাকে, স্বপ্নে তাই দৃষ্টিগোচর হয়। এ জগতের প্রত্যাকৃতিসমূহের বিশেষ অর্থ আছে। স্বপ্ন ব্যাখ্যা শাস্ত্র পুরাপুরিই এ সব অর্থ জানার ওপর নির্ভরশীল। আল্লাহ্ তা'আলা ইউসুফ (আ)-কে এ শাস্ত্র পুরাপুরি শিক্ষা দান করেছিলেন। তিনি স্বপ্নের বিবরণ শুনে বুঝে নিলেন যে, সাতটি মোটাতাজা গাভী ও সাতটি সবুজ শীষের অর্থ হচ্ছে প্রচুর ফলনসম্পন্ন সাত বছর। কেননা, মৃত্তিকা চষায় ও ফসল ফলানোর কাজে গাভীর বিশেষ ভূমিকা থাকে। এমনিভাবে সাতটি শীর্ণ গাভী ও সাতটি শুষ্ক শীষের অর্থ হচ্ছে, প্রথম সাত বছরের পর ভয়াবহ দুর্ভিক্ষের সাতটি বছর আসবে। শীর্ণ সাতটি গাভী মোটাতাজা সাতটি গাভীকে খেয়ে ফেলার অর্থ এই যে, পূর্ববর্তী সাত বছরে খাদ্যশস্যের যে ভাণ্ডার সঞ্জিত থাকবে, তা সবই দুর্ভিক্ষের সাত বছরে নিঃশেষ হয়ে যাবে। শুধু বীজের জন্য কিছু খাদ্যশস্য বেঁচে যাবে।

বাদশাহ্র স্বপ্নে বাহ্যত এতটুকুই ছিল যে, সাত বছর ভাল ফলন হবে, এরপর সাত বছর দুর্ভিক্ষ হবে। কিন্তু ইউসুফ (আ) আরও কিছু বাড়িয়ে বললেন যে, দুর্ভিক্ষের বছর অতিক্রান্ত হয়ে গেলে এক বছর খুব বৃষ্টিপাত হবে এবং প্রচুর ফসল উৎপন্ন হবে। এ বিষয়টি ইউসুফ (আ) এভাবে জানতে পারেন যে, দুর্ভিক্ষের বছর যখন সর্বমোট সাতটি, তখন আল্লাহ্র চিরাচরিত রীতি অনুযায়ী অষ্টম বছর বৃষ্টিপাত ও উৎপাদন হবে। হযরত কাতাদাহ্ (রা) বলেন ঃ আল্লাহ্ তা'আলা ওহীর মাধ্যমে ইউসুফ (আ)-কে এ বিষয়ে জ্ঞাত করিয়েছিলেন, যাতে স্বপ্নের ব্যাখ্যার অতিরিক্ত কিছু সংবাদ তারা লাভ করে, তাঁর জ্ঞান-গরিমা প্রকাশ পায় এবং তাঁর মুক্তির পথ প্রশস্ত হয়। তদুপরি ইউসুফ (আ) শুধু স্বপ্নের ব্যাখ্যা করেই ক্ষান্ত হননি ; বরং এর সাথে একটি বিজ্ঞজনোচিত ও সহানুভূতিমূলক পরামর্শও দিয়েছিলেন যে, প্রথম সাত বছরে যে অতিরিক্ত শস্য উৎপন্ন হবে, তা গমের শীষের মধ্যেই সংরক্ষিত রাখতে হবে---যাতে পুরানো হওয়ার পর গমে পোকা না লাগে---অভিজ্ঞতার আলোকে দেখা গেছে যে, শস্য যতদিন শীষের মধ্যে থাকে, ততদিন তাতে পোকা লাগে না।

ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذٰلِكَ سَبْعٌ شِدَادٌ يَأْكُلْنَ مَا قَدَّمْتُمْ لَهُنَّ---অর্থাৎ প্রথম সাত বছরের পর ভয়াবহ খরা ও দুর্ভিক্ষের সাত বছর আসবে এবং পূর্ব সঞ্চিত শস্যভাণ্ডার খেয়ে ফেলবে। বাদশাহ্ স্বপ্নে দেখেছিলেন যে, শীর্ণ ও দুর্বল গাভীগুলো মোটাতাজা ও শক্তিশালী গাভীগুলোকে খেয়ে ফেলছে। তাই ব্যাখ্যায় এর সাথে মিল রেখে বলেছেন যে, দুর্ভিক্ষের বছরগুলো পূর্ববর্তী বছরগুলোর সঞ্চিত শস্যভাণ্ডার খেয়ে ফেলবে; যদিও বছর এমন কোন বস্তু নয়, যা কোন কিছুকে ভক্ষণ করতে পারে। উদ্দেশ্য এই যে, মানুষ ও জীব-জন্তুতে দুর্ভিক্ষের বছরগুলোতে পূর্ব-সঞ্চিত শস্যভাণ্ডার খেয়ে ফেলবে।

কাহিনীর গতিধারা দেখে বোঝা যায় যে, এ ব্যক্তি স্বপ্নের ব্যাখ্যা নিয়ে ফিরে এসেছে এবং বাদশাহ্কে তা অবহিত করেছে। বাদশাহ্ বৃত্তান্ত শুনে নিশ্চিন্ত ও ইউসুফ (আ)-এর গুণ-গরিমায় মুগ্ধ হয়েছেন। কিন্তু কোরআন পাক এসব বিষয় উল্লেখ করা দরকার মনে করেনি। কারণ, এগুলো আপনা থেকেই বোঝা যায়। পরবর্তী ঘটনা বর্ণনা করে বলা হয়েছে ঃ

وَقَالَ الْمَلِكُ ائْتُونِي بِهِ---অর্থাৎ বাদশাহ্ আদেশ দিলেন যে, ইউসুফ (আ)-কে কারাগার থেকে বাইরে নিয়ে এস। অতঃপর বাদশাহ্র জনৈক দূত এ বার্তা নিয়ে কারাগারে পৌঁছল।

ইউসুফ (আ) দীর্ঘ বন্দীজীবনের দুঃসহ যাতনায় অতিষ্ঠ হয়ে পড়েছিলেন এবং মনে মনে মুক্তি কামনা করছিলেন। কাজেই বাদশাহ্র প্রেরিত বার্তাকে সুবর্ণ সুযোগ মনে করে তিনি তৎক্ষণাৎ প্রস্তুত হয়ে বের হয়ে আসতে পারতেন। কিন্তু আল্লাহ্ তা'আলা পয়গম্বরগণকে যে উচ্চ মর্যাদা দান করেছেন, তা অন্যের পক্ষে অনুধাবন করাও সম্ভব নয়।

তিনি দূতকে উত্তর দিলেন ঃ

قَالَ ارْجِعْ إِلَىٰ رَبِّكَ فَاسْأَلْهُ مَا بَالُ النِّسْوَةِ اللَّاتِي قَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ ۚ إِنَّ رَبِّي بِكَيْدِهِنَّ عَلِيمٌ ۝

অর্থাৎ ইউসুফ (আ) দূতকে বললেন ঃ তুমি বাদশাহ্র কাছে ফিরে গিয়ে প্রথমে জিজ্ঞেস কর যে, আপনার মতে ঐ মহিলাদের ব্যাপারটি কিরূপ, যারা হাত কেটে ফেলেছিল? বাদশাহ এ ব্যাপারে আমাকে সন্দেহ করেন কি না এবং আমাকে দোষী মনে করেন কি না।

এখানে এ বিষয়টিও প্রণিধানযোগ্য যে, ইউসুফ (আ) এখানে হস্ত কর্তনকারিণী মহিলাদের কথা উল্লেখ করেছেন, আযীয-পত্নীর নাম উল্লেখ করেন নি; অথচ সে-ই ছিল ঘটনার মূল কেন্দ্রবিন্দু। বলা বাহুল্য. এতে ঐ নিমকের কদর করা হয়েছে, যা ইউসুফ (আ) আযীযের

গৃহে লালিত পালিত হয়ে খেয়েছিলেন। প্রকৃত ভদ্র স্বভাবের লোকেরা স্বভাবতই এরূপ নিমকহালালী করার চেষ্টা করে থাকেন।---(কুরতুবী)

আরেক কারণ এই যে, নিজের পবিত্রতা প্রমাণ করাই ছিল আসল উদ্দেশ্য। এ মহিলাদের মাধ্যমেও এ উদ্দেশ্য অর্জিত হতে পারত এবং এতে তাদেরও তেমন কোন অপমান ছিল না। তারা সত্য কথা স্বীকার করলে শুধু পরামর্শ দানের দোষ তাদের ঘাড়ে চাপত। আযীয-পত্নীর অবস্থা এরূপ ছিল না। সরাসরি তার বিরুদ্ধে অভিযোগ করা হলে তাকে ঘিরেই তদন্ত কার্য অনুষ্ঠিত হত। ফলে তার অপমান বেশী হত। ইউসুফ (আ) সাথে সাথে আরও বললেন ঃ إِنَّ رَبِّي بِكَيْدِهِنَّ عَلِيمٌ অর্থাৎ আমার পালনকর্তা তো তাদের মিথ্যা ও ছলচাতুরী অবহিতই রয়েছেন। আমি চাই যে, বাদশাহ্ও বাস্তব সত্য সম্পর্কে অবগত হোন। এ বাক্যে সূক্ষ্ম ভঙ্গিতে নিজের পবিত্রতাও বর্ণিত হয়েছে।

হযরত আবূ হুরায়রার রেওয়ায়েতে বুখারী ও তিরমিযীর এক হাদীসে রসূলুল্লাহ্ (সা)-র উক্তি বর্ণিত রয়েছে যে, যদি আমি এত দীর্ঘকাল কারাগারে থাকতাম, অতঃপর আমাকে মুক্তিদানের জন্য ডাকা হত, তবে আমি তৎক্ষণাৎ সম্মত হয়ে যেতাম।

ইমাম তাবারীর রেওয়ায়েতে বলা হয়েছে ঃ ইউসুফ (আ)-এর ধৈর্য, সহনশীলতা ও সচ্চরিত্রতা বাস্তবিকই বিস্ময়কর। কারাগারে যখন তাঁকে বাদশাহ্র স্বপ্নের ব্যাখ্যা জিজ্ঞেস করা হয়, তখন আমি তাঁর জায়গায় থাকলে বলতাম যে, আগে আমাকে কারাগার থেকে মুক্ত কর, এর পর ব্যাখ্যা দেব। দ্বিতীয় বার যখন মুক্তির বার্তা নিয়ে দূত আগমন করে, তখন তাঁর জায়গায় থাকলে তৎক্ষণাৎ কারাগারের দরজার দিকে পা বাড়াতাম।---(কুরতুবী)

এ হাদীসে লক্ষণীয় বিষয় এই যে, ইউসুফ (আ)-এর ধৈর্য, সহনশীলতা ও সচ্চরিত্রতার প্রশংসা করাই হাদীসের উদ্দেশ্য। কিন্তু এর বিপরীতে রসূলুল্লাহ্ (সা)-র নিজের কর্মপন্থা বর্ণিত হয়েছে, যা আমি থাকলে দেরী করতাম না ---এর অর্থ কি? যদি এর অর্থ এই হয় যে, তিনি ইউসুফ (আ)-এর কর্মপন্থাকে উত্তম এবং নিজের কর্মপন্থাকে অনুত্তম বলেছেন; তবে এটা শ্রেষ্ঠতম পয়গম্বরের অবস্থার সাথে সঙ্গতিসম্পন্ন নয়। এর উত্তরে বলা যায় যে, নিঃসন্দেহে রসূলুল্লাহ্ (সা) শ্রেষ্ঠতম পয়গম্বর। কিন্তু কোন আংশিক কাজে অন্য পয়গম্বরও শ্রেষ্ঠতম হতে পারেন।

এ ছাড়া তফসীরে কুরতুবীতে বলা হয়েছে ঃ এরূপ অর্থও হতে পারে যে, ইউসুফ (আ)-এর কর্মপন্থার মধ্যে ধৈর্য, সহনশীলতা ও মহান চরিত্রের অনন্যসাধারণ প্রমাণ রয়েছে, তা যথাস্থানে প্রশংসনীয় কিন্তু রসূলুল্লাহ্ (সা) নিজের যে কর্মপন্থা বর্ণনা করেছেন, উম্মতের শিক্ষা ও জনগণের হিতাকাঙ্ক্ষার দিক দিয়ে তাই উপযুক্ত ও উত্তম। কেননা, বাদশাহ্দের মেজাজের কোন স্থিরতা নেই। এরূপ ক্ষেত্রে শর্ত যোগ করা অথবা দেরী করা সাধারণ লোকদের পক্ষে উপযুক্ত হয় না। কারণ, বাদশাহ্র মত পাল্টে যেতে পারে। ফলে কারাবাসের বিপদ যথারীতি অব্যাহত থাকতে পারে। ইউসুফ (আ) তো পয়গম্বর হওয়ার কারণে আল্লাহ্র পক্ষ থেকে এ কথা জেনেও থাকতে পারেন যে, এ বিলম্বের

কারণে কোন ক্ষতি হবে না। কিন্তু সাধারণ লোক তো এ স্তরে উন্নীত নয়! রাহমাতুল্লিল আলামীন (সা)-এর মেজাজ ও অভিরুচিতে সর্বসাধারণের কল্যাণ চিন্তার গুরুত্ব ছিল অধিক। তাই তিনি বলেছেন ঃ আমি এরূপ সুযোগ পেলে দেরী করতাম না।

قَالَ مَا خَطْبُكُنَّ إِذْ رَاوَدْتُّنَّ يُوسُفَ عَنْ نَّفْسِهٖ ۚ قُلْنَ حَاشَ لِلّٰهِ مَا عَلِمْنَا عَلَيْهِ مِنْ سُوْٓءٍ ۚ قَالَتِ امْرَاَتُ الْعَزِيْزِ الْـٰٔنَ حَصْحَصَ الْحَقُّ ۫ اَنَا رَاوَدْتُّهٗ عَنْ نَّفْسِهٖ وَاِنَّهٗ لَمِنَ الصّٰدِقِيْنَ ﴿٥١﴾ ذٰلِكَ لِيَعْلَمَ اَنِّيْ لَمْ اَخُنْهُ بِالْغَيْبِ وَاَنَّ اللّٰهَ لَا يَهْدِيْ كَيْدَ الْخَآئِنِيْنَ ﴿٥٢﴾

(৫১) বাদশাহ্ মহিলাদেরকে বললেন ঃ তোমাদের হাল-হকিকত কি, যখন তোমরা ইউসুফকে আত্মসংবরণ থেকে ফুসলিয়েছিলে? তারা বলল ঃ আল্লাহ্ মহান, আমরা তার সম্পর্কে মন্দ কিছু জানি না। আযীয-পত্নী বলল ঃ এখন সত্য কথা প্রকাশ হয়ে গেছে। আমিই তাকে আত্মসংবরণ থেকে ফুসলিয়েছিলাম এবং সে সত্যবাদী। (৫২) ইউসুফ বললেন ঃ এটা এজন্য, যাতে আযীয জেনে নেয় যে, আমি গোপনে তার সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করিনি। আরও এই যে, আল্লাহ্ বিশ্বাসঘাতকদের প্রতারণাকে এগুতে দেন না।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

বলল ঃ তোমাদের ব্যাপার কি, যখন তোমরা ইউসুফ (আ)-এর কাছে কুমতলবের বাসনা করেছিলে? (অর্থাৎ একজনে খায়েশ করেছিলে ও অবশিষ্টরা তাকে সাহায্য করেছিলে। কাজেই সাহায্যও কাজের মতই। তখন তোমরা কি বুঝতে পারলে? বাদশাহ্র এভাবে জিজ্ঞেস করার কারণ সম্ভবত এই ঃ অপরাধী শুনে নিক যে, একজন মহিলা যে তার কাছে কুমতলবের বাসনা করেছিল, বাদশাহ্ তা জানেন এবং সম্ভবত তার নামও জানেন; এমতাবস্থায় অস্বীকার করা চলবে না। সুতরাং এভাবে সম্ভবত নিজেই সে স্বীকারোক্তি করবে।) মহিলারা উত্তর দিল ঃ আল্লাহ্ মহান, আমাদের তো তাঁর সম্পর্কে বিন্দুমাত্রও খারাপ কিছু জানা নেই। (সে সম্পূর্ণ নিষ্কলুষ ও পবিত্র। মহিলারা সম্ভবত যুলায়খার স্বীকারোক্তি এ কারণে প্রকাশ করেনি যে, ইউসুফের পবিত্রতা প্রমাণ করাই ছিল উদ্দেশ্য। তা হয়ে গেছে। অথবা যুলায়খা উপস্থিত থাকার কারণে তার নাম উল্লেখ করতে লজ্জাবোধ করেছে।) আযীয-পত্নী (সে উপস্থিত ছিল) বলল ঃ এখন তো সত্য কথা (সবার সামনে) জাহির হয়েই গেছে (এখন গোপন করা বৃথা। সত্য বলতে কি) আমিই তাঁর কাছে কুমতলবের খায়েশ করেছিলাম (সে নয়; যেমন ইতিপূর্বে আমি অপবাদ আরোপ করেছিলাম مَا جَزَاءُ مَنْ বলে) এবং নিশ্চয়ই সে

সত্যবাদী। (সম্ভবত অপারক অবস্থায় যুলায়খা এ বিষয়টি স্বীকার করেছিল। মোটকথা, মোকদ্দমার পূর্ণ বৃত্তান্ত, এজাহার ও ইউসুফের পবিত্রতার প্রমাণ তাঁর কাছে বলে পাঠানো হলো। তখন) ইউসুফ বলল ঃ এসব বিচার-আচার (যা আমি দায়ের করেছি) শুধু এ কারণে যে, আযীয যেন দৃঢ় বিশ্বাস সহকারে জেনে নেয় যে, আমি তার অনুপস্থিতিতে তার ইযযতের ওপর হস্তক্ষেপ করিনি এবং এ কথা (জানা হয়ে যায়) যে, আল্লাহ্ তা'আলা বিশ্বাসঘাতকদের প্রতারণাকে এগুতে দেন না। (যুলায়খা অপরের প্রতি লোলুপ দৃষ্টি নিক্ষেপ করে আযীযের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করেছিল। আল্লাহ্ তা'আলা এর মুখোশ খুলে দিয়েছেন। আমার উদ্দেশ্য এটাই ছিল।)

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

ইউসুফ (আ)-কে যখন রাজকীয় দূত মুক্তির পয়গাম দিয়ে ডেকে নিতে আসে, তখন তিনি দূতকে উত্তর দেন যে, প্রথমে ঐ মহিলাদের অবস্থা তদন্ত করা হোক যারা হাত কেটে ফেলেছিল। এতে অনেক রহস্য নিহিত ছিল। আল্লাহ্ তা'আলা পয়গম্বরদেরকে যেমন পূর্ণ ধার্মিকতা দান করেছিলেন, তেমনি তাঁদেরকে পূর্ণ বুদ্ধিমত্তা ও বিভিন্ন ব্যাপারাদি সম্পর্কে পূর্ণ দূরদৃষ্টিও দান করেছিলেন। রাজকীয় পয়গাম পেয়ে ইউসুফ (আ) অনুমান করে নেন যে, কারামুক্তির পর মিসরের বাদশাহ্ তাঁকে কোন সম্মানে ভূষিত করবেন। তখন এটাই ছিল বুদ্ধিমত্তা যে, যে অপকর্মের অপবাদ তাঁর প্রতি আরোপ করা হয়েছিল এবং যে কারণে তাঁকে কারাগারে প্রেরণ করা হয়েছিল তার স্বরূপ বাদশাহ্ ও অন্য সবার দৃষ্টিতে ফুটে উঠুক এবং তাঁর পবিত্রতার ব্যাপারে কারও মনে কোনরূপ সন্দেহ না থাকুক। নতুবা এর পরিণাম হবে এই যে, রাজকীয় সম্মানের কারণে জনসাধারণের মুখ বন্ধ হয়ে গেলেও তাদের অন্তরে এ ধারণা ঘুরপাক খাবে যে, এ ব্যক্তিই যে মালিকের স্ত্রীর প্রতি কুমতলবের হাত প্রসারিত করেছিল। কোন সময় এ জাতীয় ধারণা দ্বারা স্বয়ং বাদশাহ্রও প্রভাবান্বিত হয়ে যাওয়ার মত পরিস্থিতি সৃষ্টি হওয়া অসম্ভব কিছু নয়। তাই মুক্তির পূর্বে এ ব্যাপারে সাফাই ও তদন্তকে তিনি জরুরী মনে করলেন। উল্লিখিত দু' আয়াতের দ্বিতীয় আয়াতে স্বয়ং ইউসুফ (আ) এ কর্ম ও মুক্তি বিলম্বিত করার দু'টি কারণ বর্ণনা করেছেন।

প্রথম ذٰلِكَ لِيَعْلَمَ اَنِّىْ لَمْ اَخُنْهُ بِالْغَيْبِ ----এ বিলম্বের কারণ হচ্ছে, যাতে আযীযে-মিসর নিশ্চিত হন যে, আমি তাঁর অবর্তমানে তাঁর সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করিনি।

তাঁকে নিশ্চয়তা দানের জন্যে উদগ্রীব হওয়ার কারণ এই যে, আযীযে-মিসরের মনে আমার প্রতি সন্দেহ থাকলে এবং রাজকীয় সম্মানের কারণে আমাকে কিছু বলতে না পারলে তাতে একটি অস্বস্তিকর পরিস্থিতির উদ্ভব হবে। আমার রাজকীয় সম্মানও তার কাছে অপ্রিয় থাকবে এবং চুপ থাকা তার জন্য আরও কষ্টকর হবে। যে ব্যক্তি কিছুকাল পর্যন্ত প্রভু ছিল, তার মনে কষ্ট দেওয়া ইউসুফ (আ) পছন্দ করেন নি। এ ছাড়া

আযীযে-মিসর তাঁর পবিত্রতার ব্যাপারে নিশ্চিত হয়ে গেলে অন্যদের মুখ আপনা থেকেই বন্ধ হয়ে যেত।

দ্বিতীয় কারণ, وَاَنَّ اللّٰهَ لَا يَهْدِىْ كَيْدَ الْخَآئِنِيْنَ---অর্থাৎ এসব তদন্তের কারণ হচ্ছে, যাতে সবাই জেনে নেয় যে, আল্লাহ্ তা'আলা বিশ্বাসঘাতকদের প্রতারণা এগুতে দেন না।

এর দুটি অর্থ হতে পারে। এক. তদন্তের মাধ্যমে বিশ্বাসঘাতকদের বিশ্বাসঘাতকতা ফুটে উঠবে এবং সবাই জানতে পারবে যে, বিশ্বাসঘাতককে পরিণামে লাঞ্ছনাই ভোগ করতে হয়। ফলে ভবিষ্যতে সবাই এহেন কাজ থেকে বেঁচে থাকার সযত্ন চেষ্টা করবে। দুই. যদি এ ঘোলাটে পরিস্থিতিতে ইউসুফ (আ) রাজকীয় সম্মানে ভূষিত হতেন, তবে অন্যরা ধারণা করতে পারত যে, বিশ্বাসঘাতকরাও বড় বড় পদমর্যাদা লাভ করতে পারে। ফলে তাদের বিশ্বাসে ত্রুটি দেখা দিত এবং বিশ্বাসঘাতকতার কুফল মন থেকে মুছে যেত। মোটকথা, উল্লিখিত কারণসমূহের পরিপ্রেক্ষিতে ইউসুফ (আ) মুক্তির পয়গাম পাওয়া মাত্রই কারাগার থেকে বের হয়ে পড়া পছন্দ করেন নি বরং রাজকীয় পর্যায়ে তদন্ত দাবী করেছেন।

আলোচ্য প্রথম আয়াতে এ তদন্তের সারমর্ম উল্লেখ করা হয়েছে ঃ قَالَ مَا خَطْبُكُنَّ اِذْ رَاوَدْتُّنَّ يُوْسُفَ عَنْ نَّفْسِهٖ---অর্থাৎ বাদশাহ্ হস্ত কর্তনকারিণী মহিলাদেরকে উপস্থিত করে প্রশ্ন করলেন ঃ কি ব্যাপার ঘটেছে যখন তোমরা ইউসুফের কাছে কুমতলবের খায়েশ করেছিলে? বাদশাহ্র এ প্রশ্ন থেকে জানা যায় যে, স্বস্থানে তাঁর মনে এ বিশ্বাস জন্মেছিল যে, দোষ ইউসুফের নয়---মহিলাদেরই। তাই তিনি বলেছেন ঃ তোমরা তার কাছে কুমতলবের খায়েশ করেছিলে। এরপর মহিলাদের উত্তর উল্লেখ করা হয়েছে ঃ

قُلْنَ حَاشَ لِلّٰهِ مَا عَلِمْنَا عَلَيْهِ مِنْ سُوْٓءٍ ط قَالَتِ امْرَاَتُ الْعَزِيْزِ اَلْئٰنَ حَصْحَصَ الْحَقُّ اَنَا رَاوَدْتُّهٗ عَنْ نَّفْسِهٖ وَاِنَّهٗ لَمِنَ الصّٰدِقِيْنَ ○

অর্থাৎ সবাই বলল ঃ আল্লাহ্ মহান, আমরা তাঁর মধ্যে বিন্দুমাত্রও মন্দ কোন কিছু জানি না। আযীয-পত্নী বলল ঃ এখন তো সত্য কথা ফুটেই উঠেছে! আমিই তাঁর কাছে কুমতলবের কামনা করেছিলাম। সে নিশ্চিতই সত্যবাদী।

ইউসুফ (আ) তদন্তের দাবীতে আযীয-পত্নীর নাম চাপা দিয়েছিলেন। কিন্তু আল্লাহ্ যখন কাউকে ইযযত দান করেন, তখন তার সততা ও সাফাই প্রকাশে মানুষের মুখ আপনা

থেকেই খুলে যায়। এ ক্ষেত্রে আযীয-পত্নী সাহসিকতার পরিচয় দিয়ে নিজেই সত্য প্রকাশ করে দিয়েছে।

এ পর্যন্ত বর্ণিত ইউসুফ (আ)-এর অবস্থা ও ঘটনাবলীতে অনেক উপকারিতা, মাস-'আলা ও মানবজীবনের গুরুত্বপূর্ণ পথনির্দেশ রয়েছে। তন্মধ্যে ইতিপূর্বে আটটি বিষয় বর্ণিত হয়েছে। আরও কিছু মাস'আলা ও পথনির্দেশ নিম্নে বর্ণিত হলঃ

মাস'আলা ঃ (৯) আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর প্রিয় বান্দাদের উদ্দেশ্য পূর্ণ করার জন্য নিজেই অদৃশ্য ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। তাঁরা কোন সৃষ্ট জীবের কাছে ঋণী হোন---এটা তিনি পছন্দ করেন না। এ কারণেই ইউসুফ (আ) যখন মুক্তিপ্রাপ্ত কয়েদীকে বললেন ঃ বাদশাহ্র কাছে আমার কথা বলো, তখন আল্লাহ্ তা'আলা তাকে অনেক দিন পর্যন্ত বিস্মৃত করে রাখেন এবং অদৃশ্য যবনিকার অন্তরাল থেকে এমন ব্যবস্থা করেন, যাতে ইউসুফ (আ) কারও কাছে ঋণী না হন এবং পূর্ণ মান-সম্ভ্রমের সাথে কারাগার থেকে মুক্তির উদ্দেশ্যও পূর্ণ হয়।

এ ব্যবস্থা ছিল এই যে, মিসরের বাদশাহ্কে একটি উদ্বেগজনক স্বপ্ন দেখানো হল, যার ব্যাখ্যা দিতে দরবারের সবাই অক্ষমতা প্রকাশ করল। ফলে ইউসুফ (আ)-এর কাছে যেতে হল।

মাস'আলা ঃ (১০) এতে সচ্চরিত্রতার শিক্ষা রয়েছে। মুক্তিপ্রাপ্ত কয়েদী বাদশাহ্র কাছে বলে দেয়ার মত কাজটাও না করার দরুন ইউসুফ (আ)-কে অতিরিক্ত সাত বছর পর্যন্ত বন্দী জীবনের দুঃসহ যাতনা ভোগ করতে হয়। সাত বছর পর যখন সে স্বপ্নের ব্যাখ্যা নেয়ার জন্য আগমন করল, তখন তিনি স্বভাবতই তাকে ভর্ৎসনা করতে পারতেন এবং বলতে পারতেন যে, তোমার দ্বারা আমার এতটুকু কাজও হল না! কিন্তু ইউসুফ (আ) তা করেন নি। তিনি পয়গম্বরসুলভ চরিত্রের পরিচয় দিয়ে এ বিষয়টি উল্লেখ পর্যন্ত করেন নি-- (ইবনে-কাসীর, কুরতুবী)

মাস'আলা ঃ (১১) সাধারণ লোকদের পারলৌকিক মঙ্গল চিন্তা করা এবং তাদেরকে পরকালে ক্ষতিকর কাজকর্ম থেকে বাঁচিয়ে রাখা যেমন পয়গম্বর ও আলিমদের কর্তব্য, তেমনি মুসলমানদের অর্থনৈতিক অবস্থার প্রতি লক্ষ্য রাখাও তাদের দায়িত্ব। ইউসুফ (আ) এক্ষেত্রে শুধু স্বপ্নের ব্যাখ্যা দিয়েই ক্ষান্ত হন নি; বরং বিজ্ঞজনোচিত ও হিতাকাঙ্ক্ষার পরামর্শও দেন যে, উৎপন্ন গম শীষের মধ্যেই থাকতে দেবে এবং খোরাকীর পরিমাণে বের করবে---যাতে সেসব শস্য নষ্ট না হয়ে যায়।

মাস'আলা ঃ (১২) অনুসরণযোগ্য আলিম সমাজের এদিকেও লক্ষ্য রাখা উচিত যে, তাদের সম্পর্কে জনগণের মধ্যে যেন কোন মিথ্যা বা ভ্রান্ত ধারণা সৃষ্টি না হয়। কেননা কুধারণা মূর্খতাপ্রসূত হলেও তা দাওয়াত ও প্রচারকার্যে বিঘ্ন সৃষ্টি করে। জনগণের মধ্যে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির কথার ওজন থাকে না।---(কুরতুবী)

রসূলুল্লাহ্ (সা) বলেনঃ

অপবাদের স্থান থেকে বেঁচে থাক। অর্থাৎ এমন অবস্থা ও ক্ষেত্র থেকেও নিজকে দূরে সরিয়ে রাখ, যেখানে কেউ তোমার প্রতি অপবাদ আরোপ করার সুযোগ পায়। এ নির্দেশ সাধারণ মুসলমানদের জন্য। তবে আলিম শ্রেণীকে এ ব্যাপারে দ্বিগুণ সাবধান হতে হবে। রসূলুল্লাহ্ (সা) যাবতীয় গোনাহ্ থেকে মুক্ত ও পবিত্র ছিলেন ; তা সত্ত্বেও তিনি এ ব্যাপারে বিশেষ রকম যত্নবান ছিলেন। একবার তাঁর একজন স্ত্রী তাঁর সাথে মদীনার এক গলিতে হেঁটে যাচ্ছিলেন। জনৈক সাহাবীকে সম্মুখ থেকে আসতে দেখে তিনি দূর থেকেই বলে দিলেন, আমার সাথে আমার অমুক স্ত্রী রয়েছে। উদ্দেশ্য, যাতে তিনি অনাত্মীয়া কোন মহিলার সাথে পথ অতিক্রম করছেন বলে কেউ সন্দেহ না করে। এ ক্ষেত্রে ইউসুফ (আ) কারাগার থেকে মুক্তি এবং রাজকীয় আহবান পাওয়া সত্ত্বেও মুক্তির পূর্বে জনগণের মন থেকে সন্দেহ দূর করার চেষ্টা করেছেন।

মাস'আলা ঃ (১৩) অধিকারের ভিত্তিতে যার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা জরুরী যদি অনিবার্য পরিস্থিতিতে তার বিরুদ্ধে কোন কার্যক্রম গ্রহণ করতেও হয়, তবে এতেও সাধ্যানুযায়ী অধিকার ও সম্মানের প্রতি লক্ষ্য রাখা ভদ্রতার দাবি। ইউসুফ (আ) স্বীয় পবিত্রতা সপ্রমাণ করার জন্য যখন ঘটনার তদন্ত দাবি করেন, তখন আযীয ও তাঁর পত্নীর নাম উল্লেখ করার পরিবর্তে ঐ মহিলাদের কথা বলেছেন, যারা হাত কেটে ফেলেছিলেন।---(কুরতুবী) কেননা উদ্দেশ্য এতেও সিদ্ধ হতে পারত।

মাস'আলা ঃ (১৪) এতে উত্তম চরিত্রের একটি শিক্ষা রয়েছে যে, যাদের হাতে সাত অথবা বার বছর পর্যন্ত কারাভোগ করতে হয়েছিল, মুক্তির পর ক্ষমতা পেয়েও ইউসুফ (আ) তাদের উপর কোন প্রতিশোধ গ্রহণ করেন নি। অধিকন্তু তিনি তাদেরকে এতটুকু কষ্ট দেয়াও পছন্দ করেন নি, যেমন لِيَعْلَمَ أَنِّي لَمْ أَخُنْهُ بِالْغَيْبِ আয়াতে এ বিষয়ের উপরই গুরুত্বারোপ করা হয়েছে।

وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي ۚ إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي ۚ
إِنَّ رَبِّي غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٥٣﴾ وَقَالَ الْمَلِكُ ائْتُونِي بِهِ أَسْتَخْلِصْهُ
لِنَفْسِي ۖ فَلَمَّا كَلَّمَهُ قَالَ إِنَّكَ الْيَوْمَ لَدَيْنَا مَكِينٌ أَمِينٌ ﴿٥٤﴾
قَالَ اجْعَلْنِي عَلَىٰ خَزَائِنِ الْأَرْضِ ۖ إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٌ ﴿٥٥﴾ وَكَذَٰلِكَ
مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ ۖ يَتَبَوَّأُ مِنْهَا حَيْثُ يَشَاءُ ۚ نُصِيبُ
بِرَحْمَتِنَا مَنْ نَّشَاءُ وَلَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ ﴿٥٦﴾ وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ

خَيْرٌ لِّلَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ ۝

(৫৩) আমি নিজেকে নির্দোষ বলি না। নিশ্চয় মানুষের মন মন্দ কর্মপ্রবণ, কিন্তু সে নয়---আমার পালনকর্তা যার প্রতি অনুগ্রহ করেন। নিশ্চয় আমার পালনকর্তা ক্ষমাশীল, দয়ালু। (৫৪) বাদশাহ্ বলল ঃ তাকে আমার কাছে নিয়ে এস। আমি তাকে নিজের বিশ্বস্ত সহচর করে রাখব। অতঃপর যখন তার সাথে মত বিনিময় করল তখন বলল ঃ নিশ্চয়ই আপনি আমার কাছে আজ থেকে বিশ্বস্ত হিসাবে মর্যাদার স্থান লাভ করেছেন। (৫৫) ইউসুফ বলল ঃ আমাকে দেশের ধন-ভাণ্ডারে নিযুক্ত করুন। আমি বিশ্বস্ত রক্ষক ও অধিক জ্ঞানবান। (৫৬) এমনিভাবে আমি ইউসুফকে সে দেশের বুকে প্রতিষ্ঠা দান করেছি। সে তথায় যেখানে ইচ্ছা স্থান করে নিতে পারত। আমি স্বীয় রহমত যাকে ইচ্ছা পৌঁছে দেই এবং আমি পুণ্যবানদের প্রতিদান বিনষ্ট করি না। (৫৭) এবং ঐ লোকদের জন্য পরকালে প্রতিদান উত্তম যারা ঈমান এনেছে ও সতর্কতা অবলম্বন করে।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

আমি নিজের মনকে (- ও সত্তাগত দিক দিয়ে) মুক্ত (ও পবিত্র) বলি না। (কেননা প্রত্যেকের) মন মন্দেরই আদেশ দেয়, ঐ মন ছাড়া--যার প্রতি আমার পালনকর্তা অনুগ্রহ করেন [এবং যার মধ্যে মন্দের বীজ না রাখেন; যেমন পয়গম্বরদের মন। এগুলোকে 'মুতমায়িন্না' (প্রশান্ত) বলা হয়। ইউসুফ (আ)-এর মনও ছিল এগুলোর অন্তর্ভুক্ত। উদ্দেশ্য এই যে, আমার পবিত্রতা ও সাধুতা আমার মনের সত্তাগত গুণ নয়, বরং আল্লাহ্র অনুগ্রহ ও সুদৃষ্টির ফল। তাই আমার মন মন্দ কাজের আদেশ দেয় না। নতুবা অন্য লোকদের মন যেমন, আমার মনও তেমনি হত]। নিশ্চয় আমার পালনকর্তা অত্যন্ত ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। অর্থাৎ উপরে মনের দু'প্রকার শ্রেণীভেদ জানা গেছে ঃ 'আম্মারা' ও 'মুতমায়িন্না'। আম্মারা তওবা করলে ক্ষমাপ্রাপ্ত হয় এবং এ পর্যায়ে তাকে 'লাওয়ামা' বলা হয়। মুতমায়িন্নার গুণ তার সত্তার জরুরী অঙ্গ নয়, বরং আল্লাহ্র অনুকম্পা ও রহমতের ফল। অতএব আম্মারা যখন লাওয়ামা হয়, তখন 'ক্ষমা' গুণ প্রকাশ পায় এবং 'মুতমায়িন্না' 'দয়ালু' গুণ প্রকাশ পায়।

এসব হচ্ছে ইউসুফ (আ)-এর বক্তব্যের বিষয়বস্তু। এখন প্রশ্ন এই যে, অপবিত্রতা প্রমাণের এ কাজটি মুক্তির পরও তো সম্ভবপর ছিল। মুক্তির আগে তা কেন করা হল? সম্ভবত এর কারণ এই যে, মুক্তির পূর্বে এ পবিত্রতা প্রমাণ করলে যতটুকু বিশ্বাসযোগ্য হতে পারে, মুক্তির পর ততটুকু হতে পারে না। কেননা, যুক্তি-প্রমাণ মুক্তির আগে ও পরে উভয় অবস্থাতে পবিত্রতা সপ্রমাণ করত ঠিক; কিন্তু মুক্তির আগে পেশকৃত যুক্তি-প্রমাণের সাথে একটি অতিরিক্ত বিষয়ও রয়েছে। তা এই যে, বাদশাহ্ ও আযীয যেন বুঝতে পারেন যে, যখন পবিত্রতা প্রমাণ ব্যতিরেকে ইউসুফ মুক্ত হতে চায় না, অথচ এমতাবস্থায় মুক্তিই

কয়েদীর পরম বাসনা হয়ে থাকে ; তখন বোঝা যায় যে, স্বীয় পবিত্রতার ব্যাপারে তিনি পূর্ণ আস্থাবান। তাই তা প্রমাণিত হয়ে যাবে বলে নিশ্চিত। বলা বাহুল্য, এরূপ পূর্ণ আস্থা নির্দোষ ব্যক্তিরই হতে পারে---দোষী ব্যক্তির নয়। বাদশাহ্ এসব কথাবার্তা শুনলেন] এবং (শুনে) বাদশাহ্ বললেন ঃ তাকে আমার কাছে নিয়ে এস। আমি তাকে একান্তভাবে নিজের (কাজের) জন্য রাখব (এবং আযীযের কাছ থেকে নিয়ে নেব। সে আর তার অধীনে থাকবে না। লোকেরা তাকে বাদশাহ্র কাছে নিয়ে এল)। যখন বাদশাহ্ তাঁর সাথে কথা বললেন (এবং কথাবার্তার মধ্যে তাঁর আরও গুণ-গরিমা প্রকাশ পেল) তখন বাদশাহ্ (তাঁকে) বললেন ঃ আপনি আমার কাছে আজ (থেকে) খুবই সম্মানার্হ ও বিশ্বস্ত। (এরপর স্বপ্নের ব্যাখ্যা সম্পর্কে আলোচনা হল। বাদশাহ্ বললেন ঃ এতবড় দুর্ভিক্ষের মুকাবেলা করা খুবই কঠিন কাজ। এর ব্যবস্থাপনা কার দায়িত্বে দেয়া যায়?) ইউসুফ (আ) বললেন ঃ আমাকে জাতীয় সম্পদের রক্ষণাবেক্ষণে নিযুক্ত করুন। আমি (এগুলোর) রক্ষণাবেক্ষণ (-ও) করব এবং (আমি আমদানী-রফতানীর ব্যবস্থা ও হিসাব-কিতাবের পদ্ধতি সম্পর্কেও) পুরাপুরি অভিজ্ঞতা রাখি (সেমতে তাঁকে বিশেষ কোন পদ দানের পরিবর্তে নিজের প্রতিভূ হিসাবে সর্বপ্রকার ক্ষমতাই দান করলেন। বাস্তবে যেন ইউসুফই বাদশাহ্ হয়ে গেলেন এবং তিনি নামেমাত্র বাদশাহ্ রইলেন। ইউসুফ (আ) আযীযের পদাধিকারী বলে খ্যাত হয়ে গেলেন। তাই আল্লাহ্ বলেন ঃ) আমি এমনি (আশ্চর্যজনক) ভাবে ইউসুফকে (মিসর) দেশে ক্ষমতাশালী করে দিলাম। সে যথা ইচ্ছা, তথায় বসবাস করতে পারে। (যেমন বাদশাহ্গণ এ ব্যাপারে স্বাধীন হয়। অর্থাৎ এমন এক সময় ছিল, যখন তিনি কূপে বন্দী ছিলেন। এরপর আযীযের অধীনে গোলাম ছিলেন। আজ এমন সময় এসেছে যে, তিনি পূর্ণ স্বাধীনতা লাভ করেছেন। ব্যাপার এই যে) আমি যাকে ইচ্ছা, স্বীয় অনুগ্রহ পৌঁছে দেই এবং আমি সৎকর্মশীলদের প্রতিদান বিনষ্ট করি না। (অর্থাৎ ইহ-কালেও সৎকাজের প্রতিদান পায় অর্থাৎ পবিত্র জীবন লাভ করে। হয় ধনাঢ্য হয়ে--- যেমন ইউসুফ লাভ করেছেন, না হয় ধনাঢ্যতা ব্যতিরেকে-- অল্পে তুষ্টি ও সন্তুষ্টির মাধ্যমে মধুর জীবন প্রাপ্ত হয়ে। এ হচ্ছে ইহকালের কথা) এবং পরকালের প্রতিদান আরও উত্তম ঈমান ও আল্লাহ্-ভীতি অবলম্বনকারীদের জন্য।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

নিজের পবিত্রতা বর্ণনা করা দূরস্ত নয় ; কিন্তু বিশেষ অবস্থায় ঃ পূর্ববর্তী আয়াতে ইউসুফ (আ)-এর এ উক্তি বর্ণিত হয়েছিল ঃ আমার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগের পুরাপুরি তদন্তের পূর্বে আমি কারাগার থেকে মুক্তি পছন্দ করি না---যাতে আযীয ও বাদশাহ্র মনে পুরাপুরি বিশ্বাস জন্মে যে, আমি কোন বিশ্বাসঘাতকতা করিনি এবং অভিযোগটি নিছক মিথ্যা ছিল। এ উক্তিতে একটি অনিবার্য প্রয়োজনে নিজের মুখেই নিজের পবিত্রতা বর্ণিত হয়েছিল, যা বাহ্যত নিজের শুচিতা নিজে বর্ণনা করার শামিল। এটা আল্লাহ্ তা'আলার পছন্দনীয় নয় ; যেমন কোরআনে বলা হয়েছে ঃ

اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِيْنَ يُزَكُّوْنَ اَنْفُسَهُمْ بَلِ اللّٰهُ يُزَكِّىْ مَنْ يَّشَآءُ

অর্থাৎ আপনি কি তাদেরকে দেখেন না যারা নিজেরাই নিজেদেরকে শুচিশুদ্ধ বলে? বরং আল্লাহ্ তা'আলারই অধিকার আছে, তিনি যাকে ইচ্ছা, শুচিশুদ্ধ সাব্যস্ত করবেন। সূরা নজমেও এ বিষয়বস্তু সম্বলিত একটি আয়াত রয়েছে ঃ

فَلَا تُزَكُّوْٓا اَنْفُسَكُمْ هُوَ اَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقٰى ---অর্থাৎ তোমরা নিজের শুচিতা নিজে দাবি করো না। আল্লাহ্ তা'আলাই সম্যক জ্ঞাত আছেন, কে বাস্তবিক পরহিজগার ও আল্লাহ্ভীরু।

তাই আলোচ্য আয়াতে ইউসুফ (আ) আপন পবিত্রতা প্রকাশ করার সাথে সাথেই এ সত্যও ফুটিয়ে তুলেছেন যে, আমার এ কথা বলা নিজের আল্লাহ্ভীরুতা ও পবিত্রতা প্রকাশ করার জন্য নয় ; বরং সত্য এই যে, প্রত্যেক মানুষের মন, যার মৌল উপাদান চার বস্তু যথা-- অগ্নি, পানি, মৃত্তিকা ও বায়ু দ্বারা গঠিত হয়েছে, এ মন আপন স্বভাবে প্রত্যেককে মন্দ কাজের দিকেই আকৃষ্ট করে। তবে ঐ মন এর ব্যতিক্রম, যার প্রতি আমার পালনকর্তা অনুগ্রহ করেন এবং মন্দ স্পৃহা থেকে পবিত্র রাখেন। পয়গম্বরগণের মন এরূপই হয়ে থাকে। কোর-আন পাকে এরূপ মনকে 'নফসে মুতমায়িন্না' আখ্যা দেয়া হয়েছে। মোটকথা, এমন কঠোর পরীক্ষার সময় গোনাহ্ থেকে বেঁচে যাওয়াটা আমার কোন সত্তাগত পরাকাষ্ঠা ছিল না ; বরং আল্লাহ্ তা'আলারই রহমত ও পথ প্রদর্শনের ফল ছিল। তিনি যদি আমার মন থেকে হীন প্রবৃত্তিকে বহিষ্কার করে না দিতেন, তবে আমিও সাধারণ মানুষের মত কুপ্রবৃত্তির হাতে পরাভূত হয়ে যেতাম।

কোন কোন হাদীসে আছে, ইউসুফ (আ)-এর এ কথা বলার কারণ এই যে, তাঁর মনেও এক প্রকার কল্পনা সৃষ্টি হয়েই গিয়েছিল, যদিও তা অনিচ্ছাকৃত ধারণার পর্যায়ে ছিল। কিন্তু নবুয়তের মাপকাঠিতে এটাও পদস্খলনই ছিল। তাই এ কথা ব্যক্ত করেছেন যে, আমি নিজের মনকে সম্পূর্ণ মুক্ত ও পবিত্র মনে করি না।

মানব-মন তিন প্রকার ঃ আয়াতে এ বিষয়টি চিন্তাসাপেক্ষ যে, এতে প্রত্যেক মানব-মনকেই اَمَّارَةٌ بِالسُّوْٓءِ (মন্দ কাজের আদেশদাতা) বলা হয়েছে ; যেমন এক হাদীসে আছে, রসূলুল্লাহ্ (সা) সাহাবায়ে কিরামকে প্রশ্ন করলেন ঃ এরূপ সাথী সম্পর্কে তোমাদের কি ধারণা যাকে সম্মান-সমাদর করলে অর্থাৎ অন্ন দিলে, বস্ত্র দিলে সে তোমাদেরকে বিপদে ফেলে দেয়। পক্ষান্তরে তার অবমাননা করা হলে অর্থাৎ তাকে ক্ষুধার্ত ও উলঙ্গ রাখা হলে সে তোমাদের সাথে সদ্ব্যবহার করে? সাহাবায়ে কিরাম আরয করলেন ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্! এর চাইতে অধিক মন্দ দুনিয়াতে আর কোন কিছু হতে পারে না। তিনি বললেন ঃ ঐ সত্তার কসম, যার কব্জায় আমার প্রাণ, তোমাদের বুকের মধ্যে যে মনটি আছে সে এই ধরনের সাথী ঃ--(কুরতুবী) অন্য এক হাদীসে আছে,

তোমাদের প্রধান শত্রু স্বয়ং তোমাদের মন। সে তোমাদেরকে মন্দ কাজে লিপ্ত করে লাঞ্ছিত ও অপমানিত করে এবং নানাবিধ বিপদাপদেও জড়িত করে দেয়।

মোটকথা, উল্লিখিত আয়াত এবং হাদীস দ্বারা জানা যায় যে, মানব-মন মন্দ কাজেই উদ্বুদ্ধ করে। কিন্তু সূরা কিয়ামায় এ মানব-মনকেই 'লাওয়ামা' উপাধি দিয়ে এভাবে সম্মানিত করা হয়েছে যে, আল্লাহ্ তা'আলা এর কসম খেয়েছেন ঃ

لَآ أُقْسِمُ بِيَوْمِ الْقِيَامَةِ وَلَآ أُقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ----এবং সূরা আল ফজরে এ মনকেই 'মুতমায়িন্না' আখ্যায়িত করে জান্নাতের সুসংবাদ দান করা হয়েছে---

يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَىٰ رَبِّكِ এভাবে মানব-মনকে এক জায়গায়

أَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ---দ্বিতীয় জায়গায় لوامة এবং তৃতীয় জায়গায় مطمئنة বলা হয়েছে।

এর ব্যাখ্যা এই যে, প্রত্যেক মানব-মন আপন সত্তার দিক দিয়ে أَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ অর্থাৎ মন্দ কাজের আদেশদাতা। কিন্তু মানুষ যখন আল্লাহ্ ও পরকালের ভয়ে মনের আদেশ পালনে বিরত থাকে, তখন তা لوامة হয়ে যায়। অর্থাৎ মন্দ কাজের জন্য তিরস্কারকারী ও মন্দ কাজ থেকে তওবাকারী ; যেমন সাধারণ সাধু-সজ্জনদের মন এবং যখন কোন মানুষ নিজের মনের বিরুদ্ধে সাধনা করতে করতে মনকে এ স্তরে পৌঁছিয়ে দেয় যে, তার মধ্যে মন্দ কাজের কোন স্পৃহাই অবশিষ্ট থাকে না, তখন তা 'মুতমায়িন্না' হয়ে যায় অর্থাৎ প্রশান্ত ও নিরুদ্বেগ মন। পুণ্যবানরা চেষ্টা ও সাধনার মাধ্যমে এ স্তর অর্জন করতে পারে ; কিন্তু তা সদাসর্বদা অব্যাহত থাকা নিশ্চিত নয়। পয়গম্বরগণকে আল্লাহ্ তা আলা আপনা-আপনি পূর্বসাধনা ব্যতিরেকেই এ মন দান করেন এবং তাঁরা সদাসর্বদা এ স্তরেই অবস্থান করেন। এভাবে মনের তিনটি অবস্থার দিক দিয়ে তিন প্রকার ক্রিয়াকর্মকে তার সাথে সম্পৃক্ত করা হয়েছে।

আয়াতের শেষে إِنَّ رَبِّي غَفُورٌ رَّحِيمٌ---বলা হয়েছে। অর্থাৎ আমার পালন-কর্তা অত্যন্ত ক্ষমাশীল, দয়ালু। غفور শব্দে ইঙ্গিত আছে যে, নফসে-আম্মারা যখন স্বীয় গোনাহ্র জন্যে অনুতপ্ত হয়ে তওবা করে এবং 'লাওয়ামা' হয়ে যায়, তখন আল্লাহ্ তা'আলা অত্যন্ত ক্ষমাশীল, তিনি ক্ষমা করে দেবেন। رحيم শব্দে ইঙ্গিত রয়েছে যে, নফসে-মুতমায়িন্না প্রাপ্ত হওয়াও আল্লাহ্ তা'আলার রহমত তথা দয়ারই ফল।

وَقَالَ الْمَلِكُ ائْتُونِي الخ বাদশাহ্ যখন ইউসুফ (আ)-এর দাবি অনুযায়ী মহিলাদের কাছে ঘটনার তদন্ত করলেন এবং যুলায়খা ও অন্যান্য সব মহিলা বাস্তব ঘটনা স্বীকার করল, তখন বাদশাহ্ নির্দেশ দিলেন ঃ ইউসুফ (আ)-কে আমার কাছে নিয়ে এস--যাতে আমি তাকে একান্ত উপদেষ্টা করে নেই। নির্দেশ অনুযায়ী তাঁকে সসম্মানে কারাগার থেকে দরবারে আনা হল। অতঃপর পারস্পরিক আলাপ-আলোচনার ফলে তাঁর যোগ্যতা ও প্রতিভা সম্পর্কে নিশ্চিত হয়ে বাদশাহ্ বললেন ঃ আপনি আজ থেকে আমার কাছে অত্যন্ত সম্মানার্হ এবং বিশ্বস্ত।

ইমাম বগভী বর্ণনা করেন, যখন বাদশাহ্র দূত দ্বিতীয় বার কারাগারে ইউসুফ (আ)-এর কাছে পৌঁছল এবং বাদশাহ্র পয়গাম পৌঁছাল, তখন ইউসুফ (আ) সব কারাবাসীদের জন্য দোয়া করলেন এবং গোসল করে নতুন কাপড় পরিধান করলেন। তিনি বাদশাহ্র দরবারে পৌঁছে এ দোয়া করলেন ঃ

حَسْبِيَ رَبِّيَ مِنْ دُنْيَايَ وَحَسْبِيَ رَبِّيَ مِنْ خَلْقِهِ عَزَّ جَارُهُ وَجَلَّ ثَنَاؤُهُ وَلَا إِلٰهَ غَيْرُهُ

অর্থাৎ---আমার দুনিয়ার জন্য আমার পালনকর্তাই যথেষ্ট এবং সকল সৃষ্ট জীবের মুকাবিলায় আমার পালনকর্তা আমার জন্য যথেষ্ট। যে তাঁর আশ্রয়ে আসে, সে সম্পূর্ণ নিরাপদ। তিনি ব্যতীত অন্য কোন উপাস্য নেই।

দরবারে পৌঁছে আল্লাহ্র দিকে রুজু হয়ে দোয়া করেন এবং আরবী ভাষায় সালাম করেন ঃ আসসালামু আলায়কুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ্ এবং বাদশাহ্র জন্য হিব্রু ভাষায় দোয়া করলেন। বাদশাহ্ অনেক ভাষা জানতেন, কিন্তু আরবী ও হিব্রু ভাষা তাঁর জানা ছিল না। ইউসুফ (আ) বলে দেন যে, সালাম আরবী ভাষায় এবং দোয়া হিব্রু ভাষায় করা হয়েছে।

এ রিওয়ায়েতে আরও বলা হয়েছে যে, বাদশাহ্ ইউসুফ (আ)-এর সাথে বিভিন্ন ভাষায় কথাবার্তা বলেন। তিনি তাঁকে প্রত্যেক ভাষায়ই উত্তর দেন এবং আরবী ও হিব্রু এ দু'টি অতিরিক্ত ভাষা শুনিয়ে দেন। এতে বাদশাহ্র মনে ইউসুফ (আ)-এর যোগ্যতা গভীরভাবে রেখাপাত করে।

অতঃপর বাদশাহ্ বললেন ঃ আমি আমার স্বপ্নের ব্যাখ্যা আপনার মখ থেকে সরাসরি শুনতে চাই। ইউসুফ (আ) প্রথমে স্বপ্নের এমন বিবরণ দিলেন, যা আজ পর্যন্ত বাদশাহ্ নিজেও কারও কাছে বর্ণনা করেন নি। এরপর ব্যাখ্যা বললেন।

বাদশাহ্ বললেন ঃ আমি আশ্চর্য বোধ করছি যে, আপনি এসব বিষয় কি করে জানলেন! অতঃপর তিনি পরামর্শ চাইলেন যে, এখন কি করা দরকার? ইউসুফ (আ) বললেন ঃ

প্রথম সাত বছর খুব বৃষ্টিপাত হবে। এ সময় অধিকতর পরিমাণে চাষাবাদ করে অতিরিক্ত ফসল উৎপাদনের ব্যবস্থা করতে হবে। জনগণকে অধিক ফসল ফলানোর জন্য নির্দেশ দিতে হবে। উৎপন্ন ফসলের একটা উল্লেখযোগ্য অংশ নিজের কাছে সঞ্চিতও রাখতে হবে।

এভাবে দুর্ভিক্ষের সাত বছরের জন্য মিসরবাসীদের কাছে প্রচুর শস্যভাণ্ডার মজুদ থাকবে এবং আপনি তাদের পক্ষ থেকে নিশ্চিন্ত থাকবেন। রাজস্ব আয় ও খাস জমি থেকে যে পরিমাণ ফসল সরকারের হাতে আসবে, তা ভিন্দেশী লোকদের জন্য রাখতে হবে। কারণ, এ দুর্ভিক্ষ হবে সুদূর দেশ অবধি বিস্তৃত। ভিন্দেশীরা তখন আপনার মুখাপেক্ষী হবে। আপনি খাদ্যশস্য দিয়ে সেসব আর্তমানুষকে সাহায্য করবেন। বিনিময়ে যৎকিঞ্চিৎ মূল্য গ্রহণ করলেও সরকারী ধনভাণ্ডারে অভূতপূর্ব অর্থ সমাগম হবে। এ পরামর্শ শুনে বাদশাহ্ মুগ্ধ ও আনন্দিত হয়ে বললেন ঃ এ বিরাট পরিকল্পনার ব্যবস্থাপনা কিভাবে হবে এবং কে করবে? ইউসুফ (আ) বললেন ঃ

اجْعَلْنِي عَلَىٰ خَزَائِنِ الْأَرْضِ إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٌ ---অর্থাৎ জমির উৎপন্ন ফসলসহ দেশীয় সম্পদ রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব আপনি আমাকে সোপর্দ করুন। আমি এগুলোর পূর্ণ রক্ষণাবেক্ষণ করতে সক্ষম এবং ব্যয়ের খাত ও পরিমাণ সম্পর্কেও আমার পুরাপুরি জ্ঞান আছে।---(কুরতুবী)

একজন অর্থমন্ত্রীর মধ্যে যেসব গুণ থাকার দরকার, উপরোক্ত দু'টি শব্দের মধ্যে ইউসুফ (আ) তার সবগুলোই বর্ণনা করে দিয়েছেন। কেননা, অর্থমন্ত্রীর জন্য সর্বপ্রথম প্রয়োজন হচ্ছে সরকারী ধনসম্পদ বিনষ্ট হতে না দেওয়া, বরং পূর্ণ হিফাযত সহকারে একত্রিত করা এবং অনাবশ্যক ও ভ্রান্ত খাতে ব্যয় না করা। দ্বিতীয় প্রয়োজন হচ্ছে, যেখানে যে পরিমাণ ব্যয় করা জরুরী, সেখানে সেই পরিমাণে ব্যয় করা এবং এক্ষেত্রে কোন কমবেশী না করা। حفيظ শব্দটি প্রথম প্রয়োজনের এবং عليم শব্দটি দ্বিতীয় প্রয়োজনের গ্যারান্টি।

বাদশাহ্ যদিও ইউসুফ (আ)-এর গুণাবলীতে মুগ্ধ ও তাঁর ধর্মপরায়ণতা ও বুদ্ধিমত্তায় পুরাপুরি বিশ্বাসী হয়ে গিয়েছিলেন, তথাপি কার্যত তাকে অর্থমন্ত্রীর পদ সোপর্দ করলেন না; বরং এক বছর পর্যন্ত একজন সম্মানিত অতিথি হিসাবে দরবারে রেখে দিলেন।

এক বছর অতিবাহিত হওয়ার পর শুধু অর্থ মন্ত্রণালয়ই নয়; বরং যাবতীয় সরকারী দায়িত্বও তাঁকে সোপর্দ করে দেওয়া হলো। সম্ভবত এ বিলম্বের কারণ ছিল এই যে, নিকট-সান্নিধ্যে রেখে চরিত্র ও অভ্যাস সম্পর্কে পুরাপুরি অভিজ্ঞতা অর্জিত না হওয়া পর্যন্ত তাকে এত বড় পদ দান করা উপযুক্ত ছিল না; যেমন শেখ সাদী বলেন ঃ

چو یوسف کسے در صلاح و تمیز
بیک سال باید که گردد عزیز

অর্থাৎ ঃ কোন ব্যক্তির মধ্যে যদি ইউসুফ সমতুল্য যোগ্যতা ও সদাচার থাকে, তার পক্ষে এক বছর কালের মধ্যেই মন্ত্রী পর্যায়ের মর্যাদা লাভ সম্ভব।

কোন কোন তফসীরবিদ লিখেছেন ঃ এ সময়েই যুলায়খার স্বামী কিতফীর মৃত্যু-বরণ করে এবং বাদশাহ্‌র উদ্যোগে ইউসুফ (আ)-এর সাথে যুলায়খার বিবাহ হয়ে যায়। তখন ইউসুফ (আ) যুলায়খাকে বললেন ঃ তুমি যা চেয়েছিলে, এটা কি তার চাইতে উত্তম নয়? যুলায়খা স্বীয় দোষ স্বীকার করে ক্ষমা প্রার্থনা করেন।

আল্লাহ্ তা'আলা সসম্মানে তাঁদের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করলেন এবং খুব আমোদ-আহলাদে তাঁদের দাম্পত্য জীবন অতিবাহিত হতে লাগল। ঐতিহাসিক বর্ণনা অনুযায়ী তাঁদের দু'জন পুত্র সন্তানও জন্মগ্রহণ করেছিল। তাদের নাম ছিল ইফরায়ীম ও মানশা।

কোন কোন রেওয়ায়েতে আছে, বিবাহের পর আল্লাহ্ তা'আলা ইউসুফ (আ)-এর অন্তরে যুলায়খার প্রতি এত গভীর ভালবাসা সৃষ্টি করে দেন, যা যুলায়খার অন্তরে ইউসুফ (আ)-এর প্রতি ছিল না। এমন কি, একবার ইউসুফ (আ) যুলায়খাকে অভিযোগের স্বরে বললেন ঃ এর কারণ কি যে, তুমি পূর্বের ন্যায় আমাকে ভালবাস না? যুলায়খা আরয করল ঃ আপনার ওসিলায় আমি আল্লাহ্ তা আলার ভালবাসা অর্জন করেছি। এ ভালবাসার সামনে সব সম্পর্ক ও চিন্তা-ভাবনা ম্লান হয়ে গেছে। এ ঘটনাটি আরও কিছু বর্ণনাসহ তফসীরে কুরতুবী ও মাযহারীতে বর্ণিত হয়েছে।

ইউসুফ (আ)-এর কাহিনীতে সাধারণ মানুষের জন্যে কল্যাণকর অনেক পথনির্দেশ ও শিক্ষা নিহিত রয়েছে। পূর্বে এগুলোর আংশিক বর্ণনা প্রদত্ত হয়েছে। আলোচ্য আয়াত-সমূহে বর্ণিত আরও কিছু পথনির্দেশ নিম্নে বর্ণিত হচ্ছে ঃ

মাস'আলা ঃ (১) وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي ইউসুফ (আ)-এর উক্তিতে সৎ আল্লাহ্‌ভীরু ও পরহিযগারদের জন্য পথনির্দেশ এই যে, কোন গোনাহ্ থেকে আত্মরক্ষার তওফীক হলে তজ্জন্যে গর্ব করা উচিত নয় এবং এর বিপরীতে যারা গোনাহ্ করে, তাদেরকে হেয় মনে করা উচিত নয় বরং ইউসুফ (আ)-এর ন্যায় অন্তরে এ কথা বদ্ধমূল করতে হবে যে, এটা আমার কোন সত্তাগত গুণ নয় বরং আল্লাহ্ তা'আলার অনুগ্রহ ও কৃপা। তিনি 'নফসে-আম্মারা'কে আমার উপর প্রভুত্ব বিস্তার করতে দেন নি। নতুবা প্রত্যেকের মন স্বভাবগতভাবে তাকে মন্দ কাজের দিকে আকৃষ্ট করে।

স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে সরকারী কোন পদ প্রার্থনা করা বৈধ নয় কিন্তু কতিপয় শর্তাধীনে এর অনুমতি আছে ঃ

মাস'আলা ঃ اجْعَلْنِي عَلَىٰ خَزَائِنِ الْأَرْضِ বাক্য থেকে জানা যায় যে কোন বিশেষ সরকারী পদ নিজে তলব করা বিশেষ বিশেষ অবস্থায় জায়েয, যেমন ইউসুফ (আ) দেশীয় সম্পদের ব্যবস্থাপনা ও দায়িত্ব তলব করেছেন।

কিন্তু এ সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য এই যে, কোন বিশেষ পদ সম্পর্কে যদি জানা যায় যে, অন্য কোন ব্যক্তি এর সুষ্ঠু ব্যবস্থা করতে সক্ষম হবে না এবং নিজে ভালরূপে তা সম্পাদন করতে পারবে বলে দৃঢ় আত্মবিশ্বাস থাকে এবং তা ছাড়া কোন গোনাহে লিপ্ত হওয়ারও

আশংকা না থাকে, তবে পদটি নিজে চেয়ে নেয়াও জায়েয। তবে শর্ত এই যে, প্রভাব-প্রতিপত্তি ও অর্থকড়ির মোহে নয় বরং জনগণের বিশুদ্ধ সেবা ও ইনসাফের সাথে তাদের অধিকার সংরক্ষণ করাই উদ্দেশ্য থাকতে হবে; যেমন ইউসুফ (আ)-এর সামনে এ লক্ষ্যই ছিল। আর যেখানে এরূপ অবস্থা না হয়, সেখানে রসূলুল্লাহ্ (সা) কোন সরকারী পদ প্রার্থনা করতে নিষেধ করেছেন। যে ব্যক্তি নিজে কোন পদের জন্য আবেদন করেছে, তিনি তাকে পদ দেন নি।

মুসলিমের এক হাদীসে আছে, রসূলুল্লাহ্ (সা) আবদুর রহমান ইবনে সামরা (রা)-কে বললেন ঃ কখনও প্রশাসকের পদ প্রার্থনা করো না। নিজে প্রার্থনা করে যদি প্রশাসকের পদ পেয়েও ফেল, তবে আল্লাহ্র সাহায্য ও সমর্থন পাবে না। ফলে, তুমি ভুল-ভ্রান্তি ও পদস্খলন থেকে বাঁচতে পারবে না। পক্ষান্তরে দরখাস্ত ব্যতিরেকে যদি তোমাকে কোন পদ দান করা হয়, তবে আল্লাহ্র পক্ষ থেকে সাহায্য ও সমর্থন পাবে। ফলে তুমি পদের পূর্ণ মর্যাদা রক্ষা করতে সক্ষম হবে।

মুসলিমের অপর এক হাদীসে আছে, এক ব্যক্তি রসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কাছে একটি পদ প্রার্থনা করলে তিনি বললেন ঃ انا لن نستعمل على عملنا من اراد যে ব্যক্তি নিজে পদ প্রার্থনা করে, আমি তাকে সরকারী পদ দান করি না।

ইউসুফ (আ)-এর পদ প্রার্থনা বিশেষ রহস্যের উপর ভিত্তিশীল ছিল ঃ ইউসুফ (আ)-এর ব্যাপারটি এই প্রেক্ষাপট থেকে ভিন্ন। কারণ তিনি জানতেন যে, বাদশাহ্ কাফির। তার কর্মচারীরাও তেমনি। এদিকে দুর্ভিক্ষের পদধ্বনি শোনা যাচ্ছে। এমতাবস্থায় স্বার্থ-বাদী মহল জনগণের প্রতি দয়ার্দ্র হবে না। ফলে লাখো মানুষ না খেয়ে মারা যাবে। এমন কোন দ্বিতীয় ব্যক্তি ছিল না, যে গরীবের প্রতি সুবিচার করতে পারে। তাই তিনি নিজেই এ পদের জন্য আবেদন করলেন। তবে এর সাথে নিজের কিছু গুণগত বৈশিষ্ট্যও তাঁকে প্রকাশ করতে হয়েছে, যাতে বাদশাহ্ সন্তুষ্ট হয়ে তাঁকে এ পদ দান করেন।

আজও যদি কেউ সরকারী এমন কোন পদ দেখে যে, এ কর্তব্য যথাযথ পালন করার মত অন্য কেউ নেই এবং তিনি নিজে তা বিশুদ্ধভাবে সম্পন্ন করতে পারবেন বলে বিশ্বাস করেন, তবে সে পদের জন্য দরখাস্ত করা তাঁর জন্য জায়েয তো বটেই বরং ওয়াজিব; কিন্তু প্রভাব-প্রতিপত্তি ও অর্থকড়ি লাভ নয় বরং জনসেবা এখানে প্রধান উদ্দেশ্য থাকতে হবে। এর সম্পর্ক আন্তরিক ইচ্ছার সাথে, যে সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'আলা খুব উত্তমভাবে পরিজ্ঞাত।—(কুরতুবী)

খোলাফায়ে-রাশেদীন স্বেচ্ছায় খিলাফতের দায়িত্ব পালন করেছেন। এর কারণও তাই ছিল যে, তাঁরা জানতেন, অন্য কেউ এ দায়িত্ব সঠিকভাবে সম্পন্ন করতে পারবে না। সাহাবায়ে-কিরামের মধ্যে হযরত আলী, হযরত মু'আবিয়া, হযরত হুসায়ন, হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে যুবায়ের প্রমুখের মতানৈক্যও এ বিষয়ের ওপর ভিত্তিশীল ছিল যে, তাঁদের প্রত্যেকের ধারণা ছিল যে, তৎকালীন প্রেক্ষিতে খিলাফতের দায়িত্ব প্রতিপক্ষের তুলনায় তিনি অধিক সুষ্ঠুভাবে পালন করতে পারবেন। প্রভাব-প্রতিপত্তি কিংবা অর্থকড়ি অর্জন কারও মূল লক্ষ্য ছিল না।

অমুসলিম রাষ্ট্রে সরকারী পদ গ্রহণ করা জায়েয কি না ঃ মাস'আলা ঃ (৩) হযরত ইউসুফ (আ) মিসর-সম্রাটের চাকুরী গ্রহণ করেছিলেন। অথচ সম্রাট ছিল কাফির ; এ থেকে বোঝা যায় যে, কাফির অথবা ফাসিক শাসনকর্তার অধীনে সরকারী পদ গ্রহণ করা বিশেষ অবস্থায় জায়েয।

কিন্তু ইমাম জাসসাস فَلَنْ أَكُونَ ظَهِيرًا لِّلْمُجْرِمِينَ---(আমি কখনও অপরাধীদের সাহায্যকারী হব না) আয়াতের অধীনে লিখেছেন ঃ এ আয়াতদৃষ্টে জালিম ও কাফিরদের সাহায্য করা অবৈধ প্রমাণিত হয়েছে। বলা বাহুল্য, কাফিরদের অধীনে সরকারী পদ গ্রহণ করা তাদের কার্যে অংশীদার হওয়া এবং সাহায্য করার নামান্তর। এ ধরনের সাহায্যকে কোরআন পাকের অনেক আয়াতে হারাম বলা হয়েছে।

হযরত ইউসুফ (আ) এ চাকুরী শুধু গ্রহণই করেন নি বরং দরখাস্ত করে লাভ করেছেন। তফসীরবিদ মুজাহিদের মতে এর বিশেষ কারণ এই যে, বাদশাহ্ তখন মুসলমান হয়ে গিয়েছিলেন। কিন্তু কোরআন-হাদীসে এর কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। তাই অধিকাংশ তফসীরবিদের মতে এর কারণ এই যে, ইউসুফ (আ) বাদশাহ্র আচরণদৃষ্টে অনুভব করেছিলেন যে, তিনি তাঁর কাজে হস্তক্ষেপ করবেন না এবং শরীয়ত বিরোধী কোন আইন জারি করতে তাঁকে বাধ্য করবেন না। তাঁকে পূর্ণ ক্ষমতা অর্পণ করা হবে। ফলে তিনি স্বীয় অভিমত ও ন্যায়ানুগ আইন অনুযায়ী কাজ করতে পারবেন। শরীয়তবিরোধী কোন আইন মানতে বাধ্য করা হবে না---এরূপ পূর্ণ ক্ষমতা নিয়ে কোন কাফির অথবা জালিমের চাকুরী করার মধ্যে যদিও কাফিরের সাথে সহযোগিতা করার দোষ বিদ্যমান থাকে, তথাপি যে পরিস্থিতিতে তাকে ক্ষমতাচ্যুত করার শক্তি না থাকে এবং পদ গ্রহণ না করলে জনগণের অধিকার খর্ব হওয়ার অথবা অত্যাচার ও উৎপীড়নের প্রবল আশংকা থাকে, সেই পরিস্থিতিতে এতটুকু সহযোগিতা করার অবকাশ ইউসুফ (আ)-এর কর্ম দ্বারা প্রমাণিত হয়ে যায়, যতটুকুতে স্বয়ং কোন শরীয়ত-বিরোধী কাজ সম্পাদন করতে না হয়। কেননা, এটা প্রকৃতপক্ষে তার গোমরাহীর কাজে সাহায্য করা হবে না ; যদিও দূরবর্তী কারণ হিসেবে এতেও তার সাহায্য হয়ে যায়। উল্লিখিত পরিস্থিতিতে সাহায্যের দূরবর্তী কারণ সম্পর্কে শরীয়তসম্মত অবকাশ আছে। ফিকাহ্বিদগণ এর পূর্ণ বিবরণ দান করেছেন। পূর্ববর্তী সাহাবী ও তাবেয়ীগণের অনেকেই এহেন পরিস্থিতিতে অত্যাচারী শাসনকর্তাদের চাকুরী গ্রহণ করেছেন বলে প্রমাণিত আছে।—(কুরতুবী, মাযহারী)

আল্লামা মাওয়ারদি 'শরীয়তসম্মত রাজনীতি' সম্পর্কে স্বীয় গ্রন্থে লিখেছেন যে, কেউ কেউ ইউসুফ (আ)-এর এ কর্মের ভিত্তিতে কাফির ও জালিম শাসকদের অধীনে চাকুরী কিংবা রাষ্ট্রীয় দায়িত্ব গ্রহণ করা এই শর্তে জায়েয বলেছেন যে, স্বয়ং তাকে শরীয়তবিরোধী কোন কাজ করতে না হয়। পক্ষান্তরে কেউ কেউ এ শর্ত সহকারেও এরূপ চাকুরী নাজায়েয বলেছেন। কারণ, এতেও জুলুমকারীদেরকে শক্তিশালী ও পরোক্ষভাবে সমর্থন করা হয়। তাঁরা ইউসুফ (আ)-এর এ কাজের বিভিন্ন কারণ বর্ণনা করে থাকেন। এগুলোর সারমর্ম এই যে, এ কাজটি গ্রহণ করা ইউসুফ (আ)-এর সত্তা অথবা তাঁর শরীয়তের বৈশিষ্ট্য ছিল। অন্যান্যের জন্য

এখন তা জায়েয নয়। কিন্তু অধিক সংখ্যক আলিম ও ফিকাহ্‌বিদ প্রথমোক্ত মতামত গ্রহণ করে একে জায়েয বলেছেন। --(কুরতুবী)

তফসীর বাহ্‌রে-মুহীতে আছে ঃ যে ক্ষেত্রে জানা যায় যে, আলিম ও পুণ্যবান ব্যক্তিরা এ পদ গ্রহণ না করলে সর্বসাধারণের অধিকার ক্ষুণ্ণ হবে এবং সুবিচার পদে পদে ব্যাহত হবে, সেখানে পদ গ্রহণ করা জায়েয বরং সওয়াবের কাজ ; শর্ত এই যে, এ পদ গ্রহণ করে যদি স্বয়ং তাকে কোন শরীয়তবিরোধী কাজ করতে না হয়।

মাস'আলা ঃ (৪) ইউসুফ (আ)-এর اِنِّیْ حَفِیْظٌ عَلِیْمٌ উক্তি থেকে প্রমাণিত হয় যে, প্রয়োজনের ক্ষেত্রে নিজের কোন গুণগত বৈশিষ্ট্য ও শ্রেষ্ঠত্ব বর্ণনা করা অবৈধ নয়। এটা কোর-আনে নিষিদ্ধ 'নিজের মুখে নিজের পবিত্রতা জাহির করা' অন্তর্ভুক্ত নয় ; অবশ্য যদি তা অহ-ঙ্কার, গর্ব ও আস্ফালনবশত না হয়।

وَكَذٰلِكَ مَكَّنَّا لِيُوْسُفَ فِى الْاَرْضِ يَتَبَوَّاُ مِنْهَا حَيْثُ يَشَاۤءُ نُصِيْبُ بِرَحْمَتِنَا مَنْ نَّشَاۤءُ وَلَا نُضِيْعُ اَجْرَ الْمُحْسِنِيْنَ ○

অর্থাৎ আমি ইউসুফকে বাদশাহ্‌র দরবারে যেভাবে মান-সম্মান ও উচ্চ পদমর্যাদা দান করেছি, এমনিভাবে আমি তাকে সমগ্র মিসরের শাসনক্ষমতা দান করেছি। এখানে সে যেভাবে ইচ্ছা আদেশ জারি করতে পারে। আমি যাকে ইচ্ছা স্বীয় রহমত ও নিয়ামত দ্বারা সৌভাগ্যমণ্ডিত করি এবং আমি সৎকর্মশীলদের প্রতিদান বিনষ্ট করি না।

ঘটনা এ ভাবে বর্ণনা করা হয় যে, এক বছর অভিজ্ঞতা অর্জনের পর বাদশাহ্ দরবারে একটি উৎসবের আয়োজন করেন। রাজ্যের সমস্ত সম্ভ্রান্ত পদাধিকারী ব্যক্তি ও কর্মকর্তা এতে আমন্ত্রিত হন। ইউসুফ (আ)-কে রাজমুকুট পরিহিত অবস্থায় দরবারে হাজির করা হয় এবং শুধু অর্থ দফতরের দায়িত্ব নয়---যাবতীয় রাজকার্যই কার্যত ইউসুফ (আ)-কে সোপর্দ করে বাদশাহ্ নির্জনবাসী হয়ে যান।---(কুরতুবী, মাযহারী)

ইউসুফ (আ) এমন সুশৃঙখল ও সুষ্ঠুভাবে রাজকার্য পরিচালনা করলেন যে, কারও কোন অভিযোগ রইল না। গোটা দেশ তাঁর প্রশংসায় মুখর হয়ে উঠল এবং সর্বত্র শান্তি-শৃঙখলা ও স্বাচ্ছন্দ্য বিরাজ করতে লাগল। রাষ্ট্রের দায়িত্ব পালনে স্বয়ং ইউসুফ (আ)-ও কোনরূপ বাধাবিপত্তি কিংবা কষ্টের সম্মুখীন হননি।

তফসীরবিদ মুজাহিদ বলেন ঃ এসব প্রভাব-প্রতিপত্তি ও রাজক্ষমতা দ্বারা ইউসুফ (আ)-এর একমাত্র লক্ষ্য ছিল আল্লাহ্‌র বিধি-বিধান জারি করা এবং তাঁর দীন প্রতিষ্ঠিত করা। তিনি কোন সময় এ কর্তব্য বিস্মৃত হননি এবং অব্যাহতভাবে বাদশাহ্‌কে ইসলামের দাওয়াত দিতে থাকেন। তাঁর অবিরাম দাওয়াত ও প্রচেষ্টার ফলে শেষ পর্যন্ত বাদশাহ্‌ও মুসলমান হয়ে যান।

وَلَاَجْرُ الْاٰخِرَةِ خَيْرٌ لِّلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَكَانُوْا يَتَّقُوْنَ - অর্থাৎ পরকালের প্রতি-দান ও সওয়াব দুনিয়ার নিয়ামতের চাইতে বহুগুণে শ্রেষ্ঠ তাদের জন্য, যারা ঈমানদার এবং যারা তাকওয়া ও পরহেযগারী অবলম্বন করে।

জনগণের সুখশান্তি নিশ্চিত করার জন্য ইউসুফ (আ) এমন কাজ করেন, যার নজির খুঁজে পাওয়া দুষ্কর। স্বপ্নের ব্যাখ্যা অনুযায়ী সুখ-শান্তির সাত বছর অতিবাহিত হওয়ার পর দুর্ভিক্ষ দেখা দিল। ইউসুফ (আ) পেট ভরে খাওয়া ছেড়ে দিলেন। সবাই বলল ঃ মিসর সাম্রাজ্যের যাবতীয় ধনভাণ্ডার আপনার কব্জায়, অথচ আপনি ক্ষুধার্ত থাকেন, এ কেমন কথা। তিনি বললেন ঃ সাধারণ মানুষের ক্ষুধার অনুভূতি যাতে আমার অন্তর থেকে উধাও হয়ে না যায়, সেজন্য এটা করি। তিনি শাহী বাবুর্চিদেরকে নির্দেশ দিলেন ঃ দিনে মাত্র একবার দ্বিপ্রহরের খাদ্য রান্না করবে, যাতে রাজপরিবারের সদস্যবর্গও জনসাধারণের ক্ষুধায় কিছু অংশগ্রহণ করতে পারে।

وَجَآءَ اِخْوَةُ يُوْسُفَ فَدَخَلُوْا عَلَيْهِ فَعَرَفَهُمْ وَهُمْ لَهٗ مُنْكِرُوْنَ ۝٥٨ وَلَمَّا جَهَّزَهُمْ بِجَهَازِهِمْ قَالَ ائْتُوْنِيْ بِاَخٍ لَّكُمْ مِّنْ اَبِيْكُمْ ۚ اَلَا تَرَوْنَ اَنِّيْٓ اُوْفِي الْكَيْلَ وَاَنَا خَيْرُ الْمُنْزِلِيْنَ ۝٥٩ فَاِنْ لَّمْ تَاْتُوْنِيْ بِهٖ فَلَا كَيْلَ لَكُمْ عِنْدِيْ وَلَا تَقْرَبُوْنِ ۝٦٠ قَالُوْا سَنُرَاوِدُ عَنْهُ اَبَاهُ وَاِنَّا لَفٰعِلُوْنَ ۝٦١ وَقَالَ لِفِتْيٰنِهِ اجْعَلُوْا بِضَاعَتَهُمْ فِيْ رِحَالِهِمْ لَعَلَّهُمْ يَعْرِفُوْنَهَآ اِذَا انْقَلَبُوْٓا اِلٰٓى اَهْلِهِمْ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُوْنَ ۝٦٢

(৫৮) ইউসুফের ভ্রাতারা আগমন করল, অতঃপর তার কাছে উপস্থিত হল। সে তাদেরকে চিনল এবং তারা তাকে চিনল না। (৫৯) এবং সে যখন তাদেরকে তাদের রসদ প্রস্তুত করে দিল, তখন সে বলল ঃ তোমাদের বৈমাত্রেয় ভাইকে আমার কাছে নিয়ে এসো। তোমরা কি দেখ না যে, আমি পুরা মাপ দেই এবং মেহমানদেরকে উত্তম সমাদর করি? (৬০) অতঃপর যদি তাকে আমার কাছে না আন, তবে আমার কাছে তোমাদের কোন বরাদ্দ নেই এবং তোমরা আমার কাছে আসতে পারবে না। (৬১) তারা বলল ঃ আমরা তার সম্পর্কে তার পিতাকে সম্মত করার চেষ্টা করব এবং আমাদেরকে এ কাজ করতেই হবে। (৬২)

এবং সে ভৃত্যদেরকে বলল ঃ তাদের পণ্যমূল্য তাদের রসদ-পত্রের মধ্যে রেখে দাও---সম্ভবত তারা গৃহে পৌঁছে তা বুঝতে পারবে, সম্ভবত তারা পুনর্বার আসবে।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

(মোটকথা, ইউসুফ [আ] ক্ষমতাসীন হয়ে খাদ্যশস্যের চাষাবাদ করাতে ও তার ব্যাপক সঞ্চয় করাতে শুরু করলেন সাত বছর পর দুর্ভিক্ষ শুরু হল। মিসরে সরকারের তরফ থেকে খাদ্যশস্য বিক্রি করা হচ্ছে--এ সংবাদ শুনে দূর-দূরান্ত থেকে দলে দলে লোক আসতে শুরু করল) এবং (কেনানেও দুর্ভিক্ষ দেখা দিল।) ইউসুফ (আ)-এর ভ্রাতারা (-ও বেনিয়ামিন ছাড়া খাদ্যশস্য নিতে মিসরে) আগমন করল। অতঃপর ইউসুফ (আ)-এর কাছে উপস্থিত হলে ইউসুফ (তো) তাদেরকে চিনলেন, কিন্তু তারা তাঁকে চিনল না। (কেননা, তাদের চেহারা -ছবিতে পরিবর্তন কম হয়েছিল। এছাড়া তারা যে আসবেই সে সম্পর্কে ইউসুফ (আ)-এর প্রবল ধারণা ছিল। আপনি কে, কোথা থেকে এসেছেন---নবাগতকে এরূপ জিজ্ঞাসাবাদও করা যায় এবং পূর্বপরিচিত হলে সামান্য অনুসন্ধান দ্বারা চিনেও নেওয়া যায়। কিন্তু ইউসুফ [আ]-এর অবস্থা এরূপ ছিল না। তিনি ভাইদের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার সময় কচি বালক ছিলেন। ফলে তাঁর চেহারা-ছবিতে বিরাট পরিবর্তন এসে গিয়েছিল। তিনি যে ইউসুফ হবেন, ভ্রাতাদের মনে এরূপ ধারণাও ছিল না। এ 'ছাড়া আপনি থেকে কে', শাসকবর্গকে এরূপ জিজ্ঞাসা করারও রীতি নেই। ইউসুফ [আ]-এর রীতি ছিল, তিনি প্রত্যেকের কাছে তার প্রয়োজনের পরিমাণ খাদ্যশস্য বিক্রি করতেন। ভ্রাতারা যখন দেখল যে, তাদেরও মূল্যের বিনিময়ে মাথাপিছু এক উট বোঝাই খাদ্যশস্য দেয়া হচ্ছে, তখন তারা বলল ঃ আমাদের আরও একটি বৈমাত্রেয় ভাই আছে। আমাদের পিতার একটি ছেলে ছোট বেলায় নিখোঁজ হয়ে গেছে। তাই সান্ত্বনার জন্য পিতা তাকে নিজের কাছে রেখে দিয়েছেন! অতএব, তার অংশেরও এক উট বোঝাই খাদ্যসম্ভার আমাদেরকে দেয়া হোক। ইউসুফ [আ] বললেন ঃ এটা আইনের বিপরীত। তার অংশ নিতে হলে তাকে স্বয়ং আসতে হবে। শেষ পর্যন্ত তাদের অংশের খাদ্যশস্য তাদেরকে প্রদত্ত হল।) যখন ইউসুফ [আ] তাদের (খাদ্যশস্যের) বোঝা প্রস্তুত করে দিলেন, তখন (প্রস্থানের সময়) বলে দিলেন ঃ (এ খাদ্যশস্য শেষ হওয়ার পর যদি আবার আসতে চাও তবে) তোমাদের বৈমাত্রেয় ভাইকেও (সাথে) আনবে (যাতে তার অংশও দেয়া যায়)। তোমরা কি দেখ না যে, আমি পুরাপুরি মেপে দেই এবং আমি সর্বাধিক অতিথিপরায়ণ? (অতএব তোমাদের ঐ ভাই আসলে তাকে আমি পুরাপুরি অংশ দেব এবং তাকে আদর-আপ্যায়ন করব; যেমন তোমরা নিজেদের ব্যাপারে তা দেখেছ। মোটকথা, তার আগমনে তোমাদেরই উপকার নিহিত রয়েছে) এবং যদি তোমরা (দ্বিতীয় বার আস এবং) তাকে আমার কাছে না আন, তবে (আমি বুঝব যে, তোমরা আমাকে প্রতারিত করে অধিক খাদ্যশস্য নিতে চেয়েছিলে। এর শাস্তি এই যে,) আমার কাছে তোমাদের নামের কোন খাদ্যশস্য বরাদ্দ নেই এবং তোমরা আমার কাছে আসতেও পারবে না। (অতএব তাকে না আনলে তোমাদের ক্ষতি এই যে, তোমাদের অংশের খাদ্যশস্যও বাতিল হয়ে যাবে)। তারা বলল ঃ (দেখুন) আমরা (যথাসাধ্য) তার পিতার কাছ থেকে তাকে চাইব এবং আমরা

এ কাজ (অর্থাৎ চেষ্টা ও অনুরোধ) অবশ্যই করব। (এরপর পিতার ইচ্ছা) এবং (যখন সেখান থেকে রওয়ানা হয়ে তারা চলতে লাগল, তখন) ইউসুফ (আ) চাকরদেরকে বললেন ঃ তাদের দেয়া পণ্যমূল্য (যার বিনিময়ে তারা খাদ্যশস্য ক্রয় করেছে) তাদেরই আসবাবপত্রের মধ্যে (গোপনে) রেখে দাও---যাতে গৃহে পৌঁছে একে (যখন আসবাব-পত্রের ভেতর থেকে বের হয়ে আসে তখন) চিনে। সম্ভবত (এ দয়া ও অনুগ্রহ দেখে) তারা পুনর্বার ফিরে আসবে। (তাদের পুনর্বার আসা এবং ভাইকে নিয়ে আসা ইউসুফ [আ]-এর কাম্য ছিল। তাই তিনি এর উপায় অবলম্বন করেছেন। প্রথমত তিনি ওয়াদা করেছেন যে, তাকে নিয়ে আসলে তার অংশ পাওয়া যাবে। দ্বিতীয়ত সাবধান করে দিয়েছেন যে, তাকে না আনলে নিজেদের অংশও পাবে না। তৃতীয়ত মূল্য ফিরিয়ে দেওয়া হয়েছে, যা প্রচলিত মুদ্রার পরিবর্তে অন্য কোন বস্তু ছিল। এর পেছনে দু'টি ধারণা কার্যরত ছিল। এক. একে দয়া ও অনুগ্রহ বুঝে তারা আবার আসবে। দুই. সম্ভবত তাদের কাছে এ-ছাড়া কোন মূল্য নেই ; ফলে পুনর্বার আসতে সক্ষম হবে না। এ মূল্য পেয়ে এগুলো নিয়েই তারা পুনর্বার আসতে পারবে।)

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে বর্ণিত হয়েছে যে, ইউসুফ (আ) আল্লাহ্‌র কৃপায় মিসরের পূর্ণ শাসন ক্ষমতা লাভ করলেন। আলোচ্য আয়াতসমূহে ইউসুফ-ভ্রাতাদের খাদ্যশস্যের জন্য মিসরে আগমন উল্লেখ করা হয়েছে। প্রসঙ্গক্রমে একথাও বলা হয়েছে যে, দশ ভাই মিসরে আগমন করেছিল। ইউসুফ (আ)-এর সহোদর ছোট ভাই তাদের সাথে ছিল না।

কাহিনীর মধ্যবর্তী অংশ কোরআন বর্ণনা করেন নি। কারণ, তা আপনা-আপনি বোঝা যায়।

ইবনে-কাসীর সুদ্দী, মুহাম্মাদ ইবনে ইসহাক প্রমুখ তফসীরবিদের বরাতে যে বিবরণ দিয়েছেন, তা ঐতিহাসিক ও ইসরাইলী রেওয়ায়েত থেকে গৃহীত হলেও কিছুটা গ্রহণযোগ্য। কারণ, কোরআনের বর্ণনারীতিতে এর প্রতি ইঙ্গিত পাওয়া যায়।

তাঁরা বলেছেন ঃ ইউসুফ (আ)-এর হাতে মিসরের শাসনভার অর্পিত হওয়ার পর স্বপ্নের ব্যাখ্যা অনুযায়ী প্রথম সাত বছর সমগ্র দেশের জন্য প্রভূত সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য ও কল্যাণ নিয়ে আসে। অঢেল ফসল উৎপন্ন হয় এবং তা অধিকতর পরিমাণে অর্জন ও সঞ্চয়ের চেষ্টা করা হয়। এরপর স্বপ্নের দ্বিতীয় অংশ প্রকাশ পেতে থাকে। ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ দেখা দেয় এবং তা দীর্ঘ সাত বছর অব্যাহত থাকে। ইউসুফ (আ) পূর্ব থেকেই জ্ঞাত ছিলেন যে, দুর্ভিক্ষ সাত বছর পর্যন্ত অবিরাম অব্যাহত থাকবে। তাই দুর্ভিক্ষের প্রথম বছরে তিনি দেশের মওজুদ শস্যভাণ্ডার খুব সাবধানে সঞ্চিত ও সংরক্ষিত রাখলেন।

মিসরের অধিবাসীদের কাছে তাদের প্রয়োজন পরিমাণে খাদ্যশস্য পূর্ব থেকে সঞ্চিত করানো হলো। এখন দুর্ভিক্ষ ব্যাপক আকারে ছড়িয়ে পড়ল এবং চতুর্দিক থেকে বুভুক্ষু জনসাধারণ মিসরে আগমন করতে লাগল। ইউসুফ (আ) একটি বিশেষ পদ্ধতিতে খাদ্যশস্য বিক্রয় করতে শুরু করলেন। অর্থাৎ এক ব্যক্তিকে এক উট-বোঝাই খাদ্যশস্য দিতেন--

এর বেশি দিতেন না। কুরতুবী এর পরিমাণ এক ওসক্ অর্থাৎ ষাট সা' লিখেছেন, যা আমাদের ওজন অনুযায়ী দু'শ দশ সের অর্থাৎ পাঁচ মণের কিছু বেশি হয়।

তিনি এ কাজকে এতটুকু গুরুত্ব দেন যে, বিক্রয় কার্যের তদারকি নিজেই করতেন। শুধু মিসরেই দুর্ভিক্ষ সীমাবদ্ধ ছিল না বরং দূর-দূরান্ত অঞ্চল এর করালগ্রাসে পতিত হয়েছিল। হযরত ইয়াকুব (আ)-এর জন্মভূমি কেনান ছিল ফিলিস্তীনের একটি অংশ। অদ্যাবধি তা 'খলিল' নামে একটি সমৃদ্ধ শহরের আকারে বিদ্যমান রয়েছে। এখানে হযরত ইবরাহীম, ইসহাক, ইয়াকুব ও ইউসুফ (আ)-এর সমাধি অবস্থিত। এ বাসভূমিও দুর্ভিক্ষের করাল গ্রাস থেকে মুক্ত ছিল না। ফলে ইয়াকুব (আ)-এর পরিবারেও অনটন দেখা দেয়। সাথে সাথেই মিসরের এ সুখ্যাতি সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে যে, সেখানে মূল্যের বিনিময়ে খাদ্যশস্য পাওয়া যায়। হযরত ইয়াকুব (আ)-এর কানে এ সংবাদ পৌঁছে যে, মিসরের বাদশাহ্ অত্যন্ত সৎ ও দয়ালু ব্যক্তি। তিনি জনসাধারণের মধ্যে খাদ্যশস্য বিতরণ করেন। অতঃপর তিনি পুত্রদেরকে বললেনঃ তোমরাও যাও এবং মিসর থেকে খাদ্যশস্য নিয়ে এস।

এ কথাও জানাজানি হয়ে গিয়েছিল যে, একজনকে এক উটের বোঝার চাইতে বেশি খাদ্যশস্য দেওয়া হয় না! তাই তিনি সব পুত্রকেই পাঠাতে মনস্থ করলেন। সর্ব কনিষ্ঠ পুত্র বেনিয়ামিন ছিল ইউসুফ (আ)-এর সহোদর। ইউসুফ নিখোঁজ হওয়ার পর ইয়াকুব (আ)-এর স্নেহ ও ভালবাসা তার প্রতি কেন্দ্রীভূত হয়েছিল। তাই সান্ত্বনা ও দেখাশোনার জন্য তাঁকে নিজের কাছে রেখে দিলেন।

দশ ভাই কেনান থেকে মিসর পৌঁছল। ইউসুফ (আ) শাহী পোশাকে রাজ্যাধিপতির বেশে তাদের সামনে এলেন। শৈশবে সাত বছর বয়সে ভ্রাতারা তাঁকে কাফেলার লোকজনের কাছে বিক্রয় করে দিয়েছিল কিন্তু এখন আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাসের রেওয়ায়েত অনুযায়ী তাঁর বয়স ছিল চল্লিশ বছর। ---(কুরতুবী, মাযহারী)

বলা বাহুল্য, এত দীর্ঘ সময়ে মানুষের অঙ্গাবয়ব পরিবর্তিত হয়ে কোথা থেকে কোথায় পৌঁছে যায়! তাদের ধারণাও এ কথা ছিল না যে, যে বালককে তারা গোলামরূপে বিক্রয় করেছিল, সে কোন দেশের মন্ত্রী বা বাদশাহ্ হয়ে যেতে পারে। তাই তারা ইউসুফ (আ)-কে চিনল না; কিন্তু ইউসুফ (আ) তাদেরকে চিনে ফেললেন। وَهُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ فَعَرَفَهُمْ

বাক্যের অর্থ তাই। আরবী ভাষায় انكار শব্দের আসল অর্থ অপরিচিত মনে করা, তাই منكرون -এর অর্থ অজ্ঞ ও অপরিচিত।

ইউসুফ (আ)-এর চিনে নেওয়া সম্পর্কে সুদ্দীর বরাত দিয়ে ইবনে কাসীর আরও বর্ণনা করেন যে, দশ ভাই দরবারে পৌঁছলে ইউসুফ (আ) তাদেরকে এমনভাবে জিজ্ঞাসাবাদ করলেন, যেমন সন্দেহযুক্ত লোকদেরকে করা হয়--যাতে তারা সম্পূর্ণ সত্য উদঘাটন করে দেয়। প্রথমত জিজ্ঞেস করলেন, তোমরা মিসরের অধিবাসী নও। তোমাদের ভাষাও হিব্রু। এমতাবস্থায় এখানে কিরূপে এলে? তারা বলল ঃ আমাদের দেশে ভীষণ দুর্ভিক্ষ। আমরা আপনার প্রশংসা শুনে খাদ্যশস্যের জন্য এখানে এসেছি। দ্বিতীয়ত প্রশ্ন করলেন ঃ তোমরা যে সত্য বলছ এবং

তোমরা কোন শত্রুর চর নও—একথা কিরূপে বিশ্বাস করব? তারা বলল ঃ আল্লাহ্‌র পানাহ্। আমাদের দ্বারা এরূপ কখনও হতে পারে না। আমরা আল্লাহ্‌র নবী ইয়াকুব (আ)-এর সন্তান। তিনি কেনানে বসবাস করেন।

হযরত ইয়াকুব (আ)-এর ও তাঁর পরিবারের বর্তমান হাল অবস্থা জানা এবং ওদের মুখ থেকেই অতীতের কিছু ঘটনা বর্ণিত হোক—তাদেরকে প্রশ্ন করার পেছনে এটাই ছিল ইউসুফ (আ)-এর লক্ষ্য। এরপর তিনি জিজ্ঞেস করলেন ঃ তোমাদের পিতার আরও কোন সন্তান আছে কি? তারা বলল ঃ আমরা বারো ভাই ছিলাম। তন্মধ্যে ছোট এক ভাই জঙ্গলে নিখোঁজ হয়ে গেছে। আমাদের পিতা তাকেই সর্বাধিক আদর করতেন। এরপর তার ছোট সহোদর ভাইকে আদর করতে শুরু করেন। এ সান্ত্বনার জন্য তাকে আমাদের সাথে এ সফরে পাঠান নি।

এ সব কথা শুনে ইউসুফ (আ) তাদেরকে রাজকীয় মেহমানের মর্যাদায় রাখা এবং যথারীতি খাদ্যশস্য প্রদান করার আদেশ দিলেন।

বন্টনের ব্যাপারে ইউসুফ (আ)-এর রীতি ছিল এই যে, একবারে কোন এক ব্যক্তিকে এক উটের বোঝার চাইতে বেশি পরিমাণ খাদ্যশস্য দিতেন না। হিসাব অনুযায়ী যখন তা শেষ হয়ে যেত, তখন পুনর্বার দিতেন।

ভাইদের কাছে সব বিবরণ জানার পর তাঁর মনে এরূপ আকাঙ্ক্ষা উদয় হওয়া স্বাভাবিক ছিল যে, তারা পুনর্বার আসুক। এর জন্য একটি প্রকাশ্য ব্যবস্থা গ্রহণ করে তিনি স্বয়ং ভাইদেরকে বললেন ঃ

اِئْتُوْنِىْ بِاَخٍ لَّكُمْ مِّنْ اَبِيْكُمْ اَلَا تَرَوْنَ اَنِّىْٓ اُوْفِى الْكَيْلَ وَاَنَا خَيْرُ الْمُنْزِلِيْنَ ○

অর্থাৎ, তোমরা যখন পুনর্বার আসবে, তখন তোমাদের সেই ভাইকেও নিয়ে আসবে। তোমরা দেখতেই পাচ্ছ যে, আমি কিভাবে পুরাপুরি খাদ্যশস্য প্রদান করি এবং কিভাবে অতিথি আপ্যায়ন করি।

এরপর একটি সাবধানবাণীও শুনিয়ে দিলেন ঃ فَاِنْ لَّمْ تَاْتُوْنِىْ بِهٖ فَلَا كَيْلَ لَكُمْ عِنْدِىْ وَلَا تَقْرَبُوْنِ অর্থাৎ তোমরা যদি ভাইকে সাথে না আন, তবে আমি তোমাদের কাউকেই খাদ্যশস্য দেব না (কেননা, আমি মনে করব যে, তোমরা আমার সাথে মিথ্যা বলেছ)। এভাবে তোমরা আমার কাছে আসবে না।

অপর একটি গোপন ব্যবস্থা এই করলেন যে, তারা খাদ্যশস্যের মূল্য বাবদ যেসব নগদ অর্থকড়ি কিংবা অলংকার জমা দিয়েছিল, সেগুলো গোপনে তাদের আসবাবপত্রের মধ্যে

রেখে দেওয়ার জন্য কর্মচারীদেরকে আদেশ দিলেন, যাতে বাড়ীতে পৌঁছে যখন তারা আসবাব খুলবে এবং নগদ অর্থ ও অলংকার পাবে, তখন যেন পুনর্বার খাদ্যশস্য নেওয়ার জন্য আসতে পারে।

ইবনে কাসীর ইউসুফ (আ)-এর এ কাজের কয়েকটি সম্ভাব্য কারণ বর্ণনা করেছেন। এক. ইউসুফ (আ) মনে করলেন যে, তাদের কাছে এ নগদ অর্থ ও অলংকার ছাড়া সম্ভবত আর কিছুই নেই। ফলে পুনর্বার খাদ্যশস্য নেওয়ার জন্য তারা আসতে পারবে না। দুই. তিনি পিতা ও ভাইদের কাছ থেকে খাদ্যশস্যের মূল্য গ্রহণ করা পছন্দ করেন নি। তাই শাহী ভাণ্ডারে নিজের কাছ থেকে পণ্যমূল্য জমা করে দিয়েছেন এবং তাদের অর্থ তাদেরকে ফেরত দিয়েছেন। তিন. তিনি জানতেন যে তাদের অর্থ যখন তাদের কাছে ফিরে যাবে এবং পিতা তা জানতে পারবেন, তখন তিনি আল্লাহ্‌র নবী বিধায় এ অর্থকে মিসরীয় রাজভাণ্ডারের আমানত মনে করে অবশ্যই ফেরত পাঠাবেন। ফলে ভাইদের পুনর্বার আসা আরও নিশ্চিত হয়ে যাবে।

মোটকথা, ইউসুফ (আ) কর্তৃক এসব ব্যবস্থা সম্পন্ন করার কারণ ছিল এই যে, ভবিষ্যতেও ভাইদের আগমন যেন অব্যাহত থাকে এবং ছোট সহোদর ভাইয়ের সাথেও তাঁর সাক্ষাত ঘটার সুযোগ উপস্থিত হয়।

অনুধাবনযোগ্য মাস'আলা ঃ ইউসুফ (আ)-এর এ ঘটনা থেকে বোঝা যায় যে, যদি দেশের অর্থনৈতিক দুরবস্থা এমন চরমে পৌঁছে যে, সরকার ব্যবস্থা গ্রহণ না করলে অনেক লোক জীবন ধারণের অত্যাবশ্যকীয় দ্রব্যসামগ্রী থেকে বঞ্চিত হয়ে পড়বে, তবে সরকার এমন দ্রব্য-সামগ্রীকে স্বীয় নিয়ন্ত্রণে নিয়ে নিতে পারে এবং খাদ্যশস্যের উপযুক্ত মূল্য নির্ধারণ করে দিতে পারে। ফিকাহ্‌বিদগণ এ বিষয়টি পরিষ্কারভাবে বর্ণনা করেছেন।

ইউসুফ (আ)-এর অবস্থা সম্পর্কে পিতাকে অবহিত না করা আল্লাহ্‌র আদেশের কারণে ছিল ঃ ইউসুফ (আ)-এর ঘটনায় একটি চরম বিস্ময়কর ব্যাপার এই যে, একদিকে তাঁর পিতা আল্লাহ্‌র নবী ইয়াকুব (আ) তাঁর বিরহ-ব্যথায় অশ্রু বিসর্জন করতে করতে অন্ধ হয়ে গেলেন এবং অন্যদিকে ইউসুফ (আ) স্বয়ং নবী ও রসূল, পিতার প্রতি স্বভাবগত ভালবাসা ব্যতীত তাঁর অধিকার সম্পর্কেও সচেতন ছিলেন। কিন্তু সুদীর্ঘ চল্লিশ বছর সময়ের মধ্যে তিনি একবারও বিরহ-যাতনায় অস্থির ও মুহ্যমান পিতাকে কোন উপায়ে স্বীয় কুশল সংবাদ পৌঁছানোর কথা চিন্তাও করলেন না। সংবাদ পৌঁছানো তখনও অসম্ভব ছিল না, যখন তিনি গোলাম হয়ে মিসরে পৌঁছেছিলেন। আজীজে-মিসরের গৃহে তাঁর সব রকম স্বাধীনতা ও সুযোগ-সুবিধার সামগ্রী বিদ্যমান ছিল। তখন কারও মাধ্যমে পত্র অথবা খবর পৌঁছিয়ে দেওয়া তাঁর পক্ষে তেমন কঠিন ছিল না। এমনিভাবে কারাগারের জীবনেও যে সংবাদ এদিক সেদিক পৌঁছাতে পারে, তা কে না জানে। বিশেষত আল্লাহ্ তা'আলা যখন তাঁকে সসম্মানে কারাগার থেকে মুক্তি দেন এবং মিসরের শাসনক্ষমতা তাঁর হাতে আসে, তখন নিজে গিয়ে পিতার কাছে উপস্থিত হওয়া তাঁর সর্বপ্রথম কাজ হওয়া উচিত ছিল। এটা কোন কারণে অসমীচীন হলে কমপক্ষে দূত প্রেরণ করে পিতাকে নিরুদ্বেগ করে দেওয়া তো ছিল তাঁর জন্য নেহাত মামুলি ব্যাপার।

কিন্তু আল্লাহ্‌র পয়গম্বর ইউসুফ (আ) এরূপ ইচ্ছা করেছেন বলেও কোথাও বর্ণিত

নেই। নিজে ইচ্ছা করা দূরের কথা, যখন খাদ্যশস্য নেওয়ার জন্য ভ্রাতারা আগমন করল, তখনও আসল ঘটনা প্রকাশ না করে তাদেরকে বিদায় করে দিলেন।

এ অবস্থা কোন সামান্যতম মানুষের কাছ থেকেও কল্পনা করা যায় না। আল্লাহ্‌র মনোনীত পয়গম্বর হয়ে তিনি তা কিরূপে বরদাশত করলেন!

এ বিস্ময়কর নীরবতার জওয়াবে সব সময় মনে একথা জাগ্রত হয় যে, সম্ভবত আল্লাহ্ তা'আলা বিশেষ রহস্যের অধীনে ইউসুফ (আ)-কে আত্মপ্রকাশে বিরত রেখেছিলেন। তফসীর কুরতুবীতে পরে সুস্পষ্ট বর্ণনা পাওয়া গেল যে, আল্লাহ্ তা'আলা ওহীর মাধ্যমে ইউসুফ (আ)-কে নিজের সম্পর্কে কোন সংবাদ গৃহে প্রেরণ করতে নিষেধ করে দিয়েছিলেন।

আল্লাহ্ তা'আলার রহস্য একমাত্র তিনিই জানেন। মানুষের পক্ষে তা বোঝা কিরূপে সম্ভব! তবে মাঝে মাঝে কোন বিষয় কারও বোধগম্য হয়েও যায়। এখানে বাহ্যত ইয়াকুব (আ)-এর পরীক্ষাকে পূর্ণতা দান করাই ছিল আসল রহস্য। এ কারণেই ঘটনার শুরুতে যখন ইয়াকুব (আ) বুঝতে পেরেছিলেন যে, ইউসুফকে বাঘে খায়নি, বরং এটা তাঁর ভাইদের দুষ্কৃতি, তখন স্বাভাবিকভাবেই সেখানে পৌঁছে সরেজমিনে তদন্ত করা তাঁর কর্তব্য ছিল। কিন্তু আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর মনকে এ দিকে যেতে দেন নি। অতঃপর দীর্ঘদিন পর তিনি ছেলেদেরকে বললেন ঃ তোমরা যাও, ইউসুফ ও তার ভাইকে তালাশ কর। আল্লাহ্ তা'আলা যখন কোন কাজ করতে চান, তখন তার কারণাদি এমনিভাবে সন্নিবেশিত করে দেন।

فَلَمَّا رَجَعُوْٓا اِلٰٓى اَبِيْهِمْ قَالُوْا يٰٓاَبَانَا مُنِعَ مِنَّا الْكَيْلُ فَاَرْسِلْ
مَعَنَآ اَخَانَا نَكْتَلْ وَاِنَّا لَهٗ لَحٰفِظُوْنَ ۝ قَالَ هَلْ اٰمَنُكُمْ عَلَيْهِ
اِلَّا كَمَآ اَمِنْتُكُمْ عَلٰٓى اَخِيْهِ مِنْ قَبْلُ ۭ فَاللّٰهُ خَيْرٌ حٰفِظًا ۠ وَّهُوَ اَرْحَمُ
الرّٰحِمِيْنَ ۝ وَلَمَّا فَتَحُوْا مَتَاعَهُمْ وَجَدُوْا بِضَاعَتَهُمْ رُدَّتْ
اِلَيْهِمْ ۭ قَالُوْا يٰٓاَبَانَا مَا نَبْغِيْ ۭ هٰذِهٖ بِضَاعَتُنَا رُدَّتْ اِلَيْنَا ۭ وَنَمِيْرُ
اَهْلَنَا وَنَحْفَظُ اَخَانَا وَنَزْدَادُ كَيْلَ بَعِيْرٍ ۭ ذٰلِكَ كَيْلٌ يَّسِيْرٌ ۝ قَالَ
لَنْ اُرْسِلَهٗ مَعَكُمْ حَتّٰى تُؤْتُوْنِ مَوْثِقًا مِّنَ اللّٰهِ لَتَاْتُنَّنِيْ بِهٖٓ
اِلَّآ اَنْ يُّحَاطَ بِكُمْ ۚ فَلَمَّآ اٰتَوْهُ مَوْثِقَهُمْ قَالَ اللّٰهُ عَلٰي مَا
نَقُوْلُ وَكِيْلٌ ۝

(৬৩) তারা যখন তাদের পিতার কাছে ফিরে এল, তখন বলল ঃ হে আমাদের পিতা, আমাদের জন্য খাদ্যশস্যের বরাদ্দ নিষিদ্ধ করা হয়েছে। অতএব আপনি আমাদের ভাইকে আমাদের সাথে প্রেরণ করুন, যাতে আমরা খাদ্যশস্যের বরাদ্দ আনতে পারি এবং আমরা অবশ্যই তার পুরাপুরি হিফাযত করব। (৬৪) বললেন, আমি তার সম্পর্কে তোমাদেরকে কি সেরূপ বিশ্বাস করব, যেমন ইতিপূর্বে তার ভাই সম্পর্কে বিশ্বাস করেছিলাম? অতএব আল্লাহ্ উত্তম হিফাযতকারী এবং তিনিই সর্বাধিক দয়ালু। (৬৫) এবং যখন তারা আসবাবপত্র খুলল, তখন দেখতে পেল যে, তাদেরকে তাদের পণ্যমূল্য ফেরত দেয়া হয়েছে। তারা বলল ঃ হে-আমাদের পিতা, আমরা আর কি চাইতে পারি! এই আমাদের প্রদত্ত পণ্যমূল্য, আমাদেরকে ফেরত দেওয়া হয়েছে। এখন আমরা আবার আমাদের পরিবারবর্গের জন্যে রসদ আনব; এবং আমাদের ভাইয়ের দেখাশোনা করব এবং এক উটের বরাদ্দ খাদ্যশস্য আমরা অতি-রিক্ত আনব। ঐ বরাদ্দ সহজ। (৬৬) বললেন ঃ তাকে ততক্ষণ তোমাদের সাথে পাঠাব না, যতক্ষণ তোমরা আমাকে আল্লাহ্র নামে অঙ্গীকার না দাও যে, তাকে অবশ্যই আমার কাছে পৌঁছিয়ে দেবে, কিন্তু যদি তোমরা সবাই একান্তই অসহায় না হয়ে যাও। অতঃপর যখন সবাই তাঁকে অঙ্গীকার দিল, তখন তিনি বললেন ঃ আমাদের মধ্যে যা কথাবার্তা হলো সে ব্যাপারে আল্লাহ্ই মধ্যস্থ রইলেন।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

মোটকথা, তারা যখন পিতা (ইয়াকুব আ)-র কাছে ফিরে এল, তখন বলল ঃ হে আমাদের পিতা, (আমাদের খুব সমাদর হয়েছে, খাদ্যশস্যও পেয়েছি, কিন্তু বেনিয়ামিনের অংশ পাইনি। ভবিষ্যতেও বেনিয়ামিনকে সঙ্গে নিয়ে যাওয়া ব্যতীত) আমাদের জন্য খাদ্যশস্যের বরাদ্দ (একেবারেই) নিষিদ্ধ করা হয়েছে। অতএব এমতাবস্থায় জরুরী যে, আপনি ভাই (বেনিয়ামিন)-কে আমাদের সাথে প্রেরণ করুন, যাতে (পুনর্বার খাদ্যশস্য আনার পথে যে বাধা, তা অপসারিত হয়ে যায় এবং) আমরা (আবার) খাদ্যশস্যের বরাদ্দ আনতে পারি এবং (যদি তাকে প্রেরণ করতে আপনি কোন আশংকা বোধ করেন, তবে সে সম্পর্কে আরয এই যে) আমরা তার পুরাপুরি হিফাযত করব। ইয়াকুব (আ) বললেন ঃ ব্যস, (রাখ রাখ) আমি কি তার সম্পর্কেও তোমাদেরকে তেমনি বিশ্বাস করবো, যেমন ইতিপূর্বে তার ভাই (ইউসুফ)-এর ব্যাপারে তোমাদেরকে বিশ্বাস করেছিলাম? (অর্থাৎ আমার মন তো সাক্ষ্য দেয় না; কিন্তু তোমরা বলছ যে, তার যাওয়া ব্যতীত ভবিষ্যতে খাদ্যশস্য বরাদ্দ পাওয়া যাবে না; অথচ খাদ্যশস্যের উপর জীবন নির্ভরশীল এবং জান বাঁচানো ফরয)। অতএব (যদি নিয়েই যাও, তবে) আল্লাহ্ তা'আলার (কাছে তাকে সোপর্দ করলাম। তিনি) সর্বোত্তম রক্ষণাবেক্ষণকারী। (আমার রক্ষণাবেক্ষণে কি হয়!) এবং তিনি সব দয়ালুর চাইতে দয়ালু। (আমার দয়া ও স্নেহে কি হয়!) এবং (এ কথাবার্তার পর) যখন তারা আসবাবপত্র খুলল, তখন (তাতে) তাদের জমা দেওয়া পণ্যমূল্য (-ও) পাওয়া গেল, যা তাদেরকে ফেরত দেওয়া হয়েছে। তারা বলল ঃ পিতঃ (নিন) আমরা আর কি চাই! এই আমাদের জমা দেওয়া পণ্যমূল্য,

যা আমাদেরকেই ফেরত দেওয়া হয়েছে! (এমন দয়ালু বাদশাহ্! আমরা এর চাইতে বেশি কোন দয়ার জন্য অপেক্ষা করব? এটাই যথেষ্ট। এ কারণে আমাদের পুনর্বার বাদশাহ্র কাছে যাওয়া উচিত। এটা ভাইকে নিয়ে যাওয়ার উপর নির্ভরশীল। কাজেই অনুমতি দিন, আমরা তাকে নিয়ে যাব) এবং পরিবারের জন্য (আরও) রসদ আনব এবং ভাইয়ের খুব হিফাযত করব এবং এক উটের বরাদ্দ পরিমাণ খাদ্যশস্য বেশি আনব। (কেননা, এখন যে পরিমাণ এনেছি) এ তো অপ্রতুল। (শীঘ্র শেষ হয়ে যাবে। অতঃপর আরও প্রয়োজন হবে এবং তা পাওয়া ভাইকে নিয়ে যাওয়ার উপর নির্ভরশীল)। ইয়াকুব (আ) বললেনঃ তাকে আমি ততক্ষণ তোমাদের সাথে পাঠাব না, যতক্ষণ না তোমরা আল্লাহ্র নামে অঙ্গীকার কর যে, তোমরা তাকে অবশ্যই আমার নিকট পৌঁছে দেবে! অবশ্য যদি তোমরা একান্তভাবেই অসহায় হয়ে পড় তাহলে ভিন্ন কথা। (এমতাবস্থায় পাঠাতে অস্বীকার করি না; কিন্তু) যতক্ষণ তোমরা হিফাযতের কসম না খাও (ততক্ষণ আমি পাঠাতে অক্ষম। সেমতে তারা সবাই কসম খেল)। যখন তারা কসম খেয়ে পিতাকে অঙ্গীকার দিল, তখন তিনি বললেনঃ আমরা যা কিছু বলছি; তা আল্লাহ্ তা'আলায় সমর্পিত (অর্থাৎ তিনিই আমাদের কথা ও অঙ্গীকারের সাক্ষী। কারণ, তিনি শুনছেন। তিনি একথা পূর্ণ করতে পারেন। অতএব এ কথা বলার দু'উদ্দেশ্য--এক. তাদেরকে আপন অঙ্গীকারের প্রতি লক্ষ্য রাখতে উৎসাহিত ও সতর্ক করা। আল্লাহ্কে 'হাজির' ও 'নাযির' মনে করলে তা অর্জিত হয়। দুই. তকদীরকে এই তদবীরের শেষ সীমা স্থির করা, যা তাওয়াক্কুলের সারমর্ম। অতঃপর বেনিয়ামিনকে সাথে যাওয়ার অনুমতি দিয়ে দিলেন। পুনর্বার মিসর সফরের জন্য বেনিয়ামিনসহ তারা সবাই প্রস্তুত হয়ে গেল)।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

আলোচ্য আয়াতসমূহে ঘটনার অবশিষ্টাংশ বর্ণিত হয়েছে যে, ইউসুফ (আ)-এর ভ্রাতারা যখন মিসর থেকে খাদ্যশস্য নিয়ে গৃহে প্রত্যাবর্তন করল, তখন পিতার কাছে মিসরের অবস্থা বর্ণনা করতে গিয়ে এ কথাও বলল ঃ আজীজে-মিসর ভবিষ্যতের জন্য আমাদেরকে খাদ্যশস্য দেওয়ার ব্যাপারে একটি শর্ত আরোপ করেছেন। তিনি বলেছেন যে, ছোট ভাইকে সাথে আনলে খাদ্যশস্য পাবে, অন্যথায় নয়। তাই আপনি ভবিষ্যতে বেনিয়ামিনকেও আমাদের সাথে প্রেরণ করুন---যাতে ভবিষ্যতেও আমরা খাদ্যশস্য পাই। আমরা তার পুরাপুরি হিফাযত করব। তার কোনরূপ কষ্ট হবে না।

পিতা বললেনঃ আমি কি তার সম্পর্কে তোমাদেরকে তেমনি বিশ্বাস করব, যেমন ইতিপূর্বে তার ভাই ইউসুফের ব্যাপারে করেছিলাম? উদ্দেশ্য, এখন তোমাদের কথায় কি বিশ্বাস! একবার বিশ্বাস করে বিপদ ভোগ করেছি। তখনও হিফাযতের ব্যাপারে তোমরা এ ভাষাই প্রয়োগ করেছিলে।

এটা ছিল তাদের কথার উত্তর। কিন্তু পরে পরিবারের প্রয়োজনের পরিপ্রেক্ষিতে পয়গম্বরসুলভ তাওয়াক্কুল এবং এ বাস্তবতায় ফিরে গেলেন যে, লাভ-ক্ষতি কোনটাই বান্দার ক্ষমতাধীন নয়--যতক্ষণ আল্লাহ্ তা'আলা ইচ্ছা না করেন। আল্লাহ্র ইচ্ছা হয়ে গেলে তা

কেউ টলাতে পারে না। তাই সৃষ্ট জীবের উপর ভরসা করাও ঠিক নয় এবং তাদের কথার উপর নির্ভর করাও অসমীচীন।

তাই বললেন ঃ فَاللّٰهُ خَيْرٌ حَافِظًا অর্থাৎ তোমাদের হিফাযতের ফল তো ইতিপূর্বে দেখে নিয়েছি। এখন আমি আল্লাহ্‌র হিফাযতের উপরই ভরসা করি।

وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ এবং তিনি সর্বাধিক দয়ালু। তাঁর কাছেই আশা করি, তিনি আমার বার্ধক্য, বর্তমান দুঃখ ও দুশ্চিন্তার প্রতি লক্ষ্য রেখে আমাকে অধিক কষ্টে নিপতিত করবেন না।

মোটকথা, ইয়াকুব (আ) বাহ্যিক অবস্থা ও সন্তানদের ওয়াদা-অঙ্গীকারের উপর ভরসা করলেন না। তবে আল্লাহ্‌র ভরসায় কনিষ্ঠ ছেলেকেও সাথে প্রেরণ করতে সম্মত হলেন।

وَلَمَّا فَتَحُوا مَتَاعَهُمْ وَجَدُوا بِضَاعَتَهُمْ رُدَّتْ إِلَيْهِمْ قَالُوا يَا أَبَانَا مَا نَبْغِي هَٰذِهِ بِضَاعَتُنَا رُدَّتْ إِلَيْنَا وَنَمِيرُ أَهْلَنَا وَنَحْفَظُ أَخَانَا وَنَزْدَادُ كَيْلَ بَعِيرٍ ذَٰلِكَ كَيْلٌ يَسِيرٌ ○

অর্থাৎ এতক্ষণ পর্যন্ত সফরের অবস্থা বর্ণনা প্রসঙ্গেই তাদের কথাবার্তা হচ্ছিল। আসবাবপত্র তখনও খোলা হয়নি। অতঃপর যখন আসবাবপত্র খোলা হল এবং দেখা গেল যে, খাদ্যশস্যের মূল্য বাবদ পরিশোধিত পণ্যমূল্য আসবাবপত্রের মধ্যে বিদ্যমান রয়েছে, তখন তারা অনুভব করতে পারল যে, এ কাজ ভুলবশত হয়নি, বরং ইচ্ছাপূর্বক আমাদের পুঁজি আমাদেরকে ফেরত দেয়া হয়েছে। তাই رُدَّتْ إِلَيْنَا বলা হয়েছে। অর্থাৎ এ পণ্যমূল্য আমাদেরকে ফেরত দেয়া হয়েছে। অতঃপর তারা পিতাকে বলল ঃ مَا نَبْغِي অর্থাৎ আমরা আর কি চাই? খাদ্যশস্যও এসে গেছে এবং এর মূল্যও ফেরত পাওয়া গেছে। এখন তো অবশ্যই ভাইকে নিয়ে পুনর্বার নির্বিঘ্নে যাওয়া দরকার। কারণ, এ আচরণ থেকে বোঝা যাচ্ছে যে, আজীজে-মিসর আমাদের প্রতি খুবই সদয়। কাজেই কোন আশংকার কারণ নেই; আমরা পরিবারের জন্য খাদ্যশস্য আনব, ভাইকেও হিফাযতে রাখব এবং ভাইয়ের অংশের

বরাদ্দ অতিরিক্ত পাব। কারণ, আমরা যা এনেছি, তা প্রয়োজনের তুলনায় অপ্রতুল। অল্প-দিনের মধ্যেই নিঃশেষ হয়ে যাবে।

مَا نَبْغِي বাক্যের এক অর্থ বর্ণিত হল। এ বাক্যের مَا শব্দটি 'না' বোধক অর্থে নিলে বাক্যের আরেকটি অর্থ এরূপও হতে পারে যে, তারা পিতাকে বলল ঃ এখন তো আমাদের কাছে খাদ্যশস্য আনার জন্য মূল্যও রয়েছে। আমরা আপনার কাছে কিছুই চাই না--শুধু ভাইকে আমাদের সাথে পাঠিয়ে দিন।

এসব কথা শুনে পিতা উত্তর দিলেন ঃ

لَنْ أُرْسِلَهُ مَعَكُمْ حَتّٰى تُؤْتُونِ مَوْثِقًا مِّنَ اللّٰهِ لَتَأْتُنَّنِي بِهٖٓ

অর্থাৎ আমি বেনিয়ামিনকে তোমাদের সাথে ততক্ষণ পর্যন্ত পাঠাব না, যতক্ষণ না তোমরা আল্লাহ্‌র কসম এবং সাথে এরূপ ওয়াদা-অঙ্গীকার আমাকে দাও যে, তোমরা অবশ্যই তাকে সাথে নিয়ে আসবে। কিন্তু সত্যদর্শীদের দৃষ্টি থেকে এ বিষয় কোন সময় উধাও হয় না যে, মানুষ বাহ্যত যত শক্তি-সামর্থ্যই রাখুক, আল্লাহ্‌র শক্তির সামনে সে নিতান্তই অপারক ও অক্ষম। সে কাউকে নিরাপদে ফিরিয়ে আনার কতটুকু ওয়াদা-অঙ্গীকারই বা করতে পারে। কারণ, তা পালন করার পূর্ণ শক্তি তার নেই। তাই ইয়াকুব (আ) এ ওয়াদা-অঙ্গীকারের সাথে একটি ব্যতিক্রমও জুড়ে দিলেন ঃ إِلَّآ أَنْ يُّحَاطَ بِكُمْ অর্থাৎ ঐ অবস্থা ব্যতীত, যখন তোমরা সবাই কোন বেষ্টনীতে পড়ে যাও। তফসীরবিদ মুজাহিদ বলেন ঃ এর অর্থ এই যে, তোমরা সবাই মৃত্যুমুখে পতিত হও। কাতাদাহ্‌র মতে অর্থ এই যে, তোমরা সম্পূর্ণ অক্ষম ও পরাভূত হয়ে পড়।

فَلَمَّآ اٰتَوْهُ مَوْثِقَهُمْ قَالَ اللّٰهُ عَلٰى مَا نَقُوْلُ وَكِيْلٌ----অর্থাৎ ছেলেরা যখন প্রার্থিত পন্থায় ওয়াদা-অঙ্গীকার করল অর্থাৎ সবাই কসম খেল এবং পিতাকে আশ্বস্ত করার জন্য কঠোর ভাষায় প্রতিজ্ঞা করল, তখন ইয়াকুব (আ) বললেন ঃ বেনিয়ামিনের হিফাযতের জন্য হলফ নেয়া ও হলফ করার যে কাজ আমরা করেছি, আল্লাহ্ তা'আলার উপরই তার নির্ভর। তিনি শক্তি দিলেই কেউ কারও হিফাযত করতে পারে এবং দেয় অঙ্গীকার পূর্ণ করতে পারে। নতুবা মানুষ অসহায়; তার ব্যক্তিগত সামর্থ্যাধীন কোন কিছু নয়।

নির্দেশ ও মাস'আলা ঃ আলোচ্য আয়াতসমূহে মানুষের জন্য অনেক নির্দেশ ও মাস-আলা বিদ্যমান রয়েছে। এগুলো স্মরণ রাখা দরকার ঃ

সন্তান ভুলত্রুটি করলে সম্পর্কচ্ছেদের পরিবর্তে সংশোধনের চিন্তা করাই একান্ত বিধেয় ঃ

মাস'আলা (১) ঃ ইউসুফ-ভ্রাতারা ইতিপূর্বে যে ভুল করেছিল, তাতে অনেক কবীরা

ও জঘন্য গোনাহ্ সংঘটিত হয়েছিল। উদাহরণত এক. মিথ্যা কথা বলে ইউসুফকে তাদের সাথে খেলাধুলার জন্য প্রেরণ করতে পিতাকে সম্মত করা। দুই. পিতার সাথে অঙ্গীকার করে তা ভঙ্গ করা। তিন. কচি ও নিষ্পাপ ভাইয়ের সাথে নির্দয় ও নিষ্ঠুর ব্যবহার করা। চার. বৃদ্ধ পিতাকে নিদারুণ মনোকষ্ট দানে ভ্রূক্ষেপ না করা। পাঁচ. একটি নিরপরাধ লোককে হত্যা করার পরিকল্পনা করা। ছয়. একজন মুক্ত ও স্বাধীন লোককে জোর-জবরদস্তি ক্রীতদাসরূপে বিক্রি করে দেয়া।

এগুলো ছিল চরম অপরাধ। ইয়াকুব (আ) যখন জানতে পারলেন যে, তারা মিথ্যা ভাষণ দিয়েছে এবং স্বেচ্ছায় ও সজ্ঞানে ইউসুফকে কোথাও রেখে এসেছে, তখন বাহ্যত এটা ছেলেদের সাথে সম্পর্কছেদ করার কিংবা ওদেরকে বাড়ি থেকে বের করে দেয়ার মত বিষয় ছিল। কিন্তু তিনি তা করেন নি। বরং তারা যথারীতি পিতার কাছেই থাকে। এমনকি, মিসর থেকে খাদ্যশস্য আনার জন্য পিতা তাদেরকেই প্রেরণ করেন। তদুপরি দ্বিতীয়বার তার ছোট ভাই সম্পর্কে পিতার কাছে আবেদন-নিবেদন করার সুযোগ পায় এবং অবশেষে তাদের কথা মেনে নিয়ে ছোট ছেলেকেও তাদের হাতেই সমর্পণ করেন।

এ থেকে জানা গেল যে, সন্তান কোন গোনাহ্ ও ত্রুটি করে ফেললে পিতার কর্তব্য হচ্ছে শিক্ষা ও উপদেশ দানের মাধ্যমে তার সংশোধন করা এবং যতক্ষণ পর্যন্ত সংশোধনের আশা থাকে. ততক্ষণ সম্পর্কছেদ না করা। হযরত ইয়াকুব (আ) তাই করেছিলেন। অবশেষে ছেলেরা সবাই কৃত অপরাধের জন্য অনুতপ্ত হয়েছে এবং গোনাহ্র জন্য তওবা করেছে। হ্যাঁ, যদি সংশোধনের আশা না থাকে এবং তাদের সাথে সম্পর্ক বজায় রাখার মধ্যে অন্যদের ধর্মীয় ক্ষতির আশংকা থাকে, তবে সম্পর্কছেদ করাই অধিকতর সমীচীন।

মাস'আলা (২) ঃ এখানে ইয়াকুব (আ) সদাচরণ ও সচ্চরিত্রতার অনুপম দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। ছেলেদের এহেন কঠিন অপরাধ সত্ত্বেও তিনি এমন আচরণ দেখিয়েছেন যে. তারা পুনর্বার ছোট ভাইকে সাথে নিয়ে যাওয়ার অনুরোধ জানাতে সাহসী হয়েছে।

মাস'আলা (৩) ঃ এমতাবস্থায় সংশোধনের উদ্দেশ্যে অন্যায়কারীকে একথা বলে দেওয়াও সমীচীন যে, বিগত আচরণের কারণে তোমার কথা প্রত্যাখ্যান করাই উচিত ছিল, কিন্তু আমি তা ক্ষমা করে দিচ্ছি। এতে সে লজ্জিত হয়ে ভবিষ্যতে পুরাপুরি তওবা করার সুযোগ পাবে। যেমন ইয়াকুব (আ) প্রথমে বলে নিয়েছিলেন যে, বেনিয়ামিনের ব্যাপারেও কি আমি তোমাদেরকে তেমনি বিশ্বাস করব, যেমন ইউসুফের ব্যাপারে করেছিলাম? কিন্তু বলার পর অবস্থার প্রেক্ষিতে তাদের তওবার কথা জেনে তিনি আল্লাহ্র উপর ভরসা করেছেন এবং ছোট ছেলেকে তাদের হাতে সঁপে দিয়েছেন।

মাস'আলা (৪) ঃ কোন মানুষের ওয়াদা ও হিফাযতের আশ্বাসের উপর সত্যিকারভাবে ভরসা করা ভুল। প্রকৃত ভরসা শুধু আল্লাহ্র উপর হওয়া উচিত। তিনিই সত্যিকার কার্যনির্বাহী এবং কারণ উদ্ভাবক। কারণ সরবরাহ করা অতঃপর তাতে ক্রিয়াশক্তি দান করার ক্ষমতা তাঁরই। এ কারণেই ইয়াকুব (আ) বলেছেন ঃ

فَاللّٰهُ خَيْرٌ حٰفِظًا

কা'বে আহবার বলেনঃ এবার ইয়াকুব (আ) শুধু ছেলেদের উপর ভরসা করেন নি, বরং ব্যাপারটি আল্লাহ্‌র হাতে সোপর্দ করেছেন। তাই আল্লাহ্ বললেনঃ আমার ইয্যত ও প্রতাপের কসম, এখন আমি আপনার উভয় সন্তানকেই আপনার কাছে ফেরত পাঠাব।

মাস'আলা (৫)ঃ যদি অন্য ব্যক্তির মাল অথবা কোন বস্তু আসবাব-পত্রের মধ্যে পাওয়া যায় এবং বলিষ্ঠ আলামত দ্বারা বোঝা যায় যে, সে তাকে দেওয়ার জন্য ইচ্ছা পূর্বক আসবাবপত্রের মধ্যে রেখে দিয়েছে তবে তা গ্রহণ করা এবং তাকে নিজ কাজে ব্যয় করা জায়েয। ইউসুফ ভ্রাতাদের আসবাবপত্রের মধ্যে যে পণ্যমূল্য পাওয়া গিয়েছিল সে সম্পর্কে বলিষ্ঠ আলামতের সাক্ষ্য ছিল এই যে. ভুল অথবা অনিচ্ছা বশত তা হয়নি, বরং ইচ্ছাপূর্বকই তা ফেরত দেওয়া হয়েছে। তাই ইয়াকুব (আ) তা ফেরত পাঠানোর নির্দেশ দেন নি। কিন্তু যে ক্ষেত্রে ভুলবশত এসে যাওয়ার সন্দেহ থাকে, সেখানে মালিকের কাছে জিজ্ঞাসাবাদ করা ব্যতীত তা ব্যবহার করা বৈধ নয়।

মাস'আলা (৬)ঃ কোন ব্যক্তিকে এরূপ কসম দেওয়া উচিত নয়, যা পূর্ণ করা তার সাধ্যাতীত। যেমন, ইয়াকুব (আ) বেনিয়ামিনকে সুস্থ ও নিরাপদে ফিরিয়ে আনার কসম দেওয়ার সাথে সাথে একটি অবস্থার ব্যতিক্রম প্রকাশ করেছেন যে, যদি তারা সম্পূর্ণ অপারক ও অক্ষম হয়ে পড়ে কিংবা সবাই ধ্বংসের মুখে পতিত হয়, তবে ভিন্ন কথা।

এ কারণেই রসূলুল্লাহ্ (সা) যখন সাহাবায়ে-কিরামের কাছ থেকে স্বীয় আনুগত্যের অঙ্গীকার নেন, তখন নিজেই তাতে 'সাধ্যের শর্ত' যুক্ত করে দেন। অর্থাৎ আমরা সাধ্যানুযায়ী আপনার পুরাপুরি আনুগত্য করব।

মাস'আলা (৭)ঃ ইউসুফ-ভ্রাতাদের কাছ থেকে এরূপ ওয়াদা-অঙ্গীকার নেওয়া যে, তারা বেনিয়ামিনকে ফিরিয়ে আনবে---এ থেকে বোঝা যায় যে, (ব্যক্তির জামানত) বৈধ। অর্থাৎ কোন মোকদ্দমার আসামীকে মোকদ্দমার তারিখে আদালতে হাযির করার জামানত নেওয়া জায়েয।

এ মাস'আলায় ইমাম মালেক (র) দ্বিমত প্রকাশ করেছেন। তিনি শুধু আর্থিক জামানতকে বৈধ মনে করেন এবং ব্যক্তির জামানতকে অবৈধ আখ্যায়িত করেন।

وَقَالَ يٰبَنِيَّ لَا تَدْخُلُوْا مِنْۢ بَابٍ وَّاحِدٍ وَّادْخُلُوْا مِنْ اَبْوَابٍ
مُّتَفَرِّقَةٍ ۭ وَمَآ اُغْنِيْ عَنْكُمْ مِّنَ اللّٰهِ مِنْ شَيْءٍ ۭ اِنِ الْحُكْمُ اِلَّا لِلّٰهِ ۭ
عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ ۚ وَعَلَيْهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُوْنَ ۝ وَلَمَّا دَخَلُوْا مِنْ حَيْثُ
اَمَرَهُمْ اَبُوْهُمْ ۭ مَا كَانَ يُغْنِيْ عَنْهُمْ مِّنَ اللّٰهِ مِنْ شَيْءٍ اِلَّا

حَاجَةً فِىْ نَفْسِ يَعْقُوْبَ قَضٰىهَا ۚ وَاِنَّهٗ لَذُوْ عِلْمٍ لِّمَا عَلَّمْنٰهُ

وَلٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُوْنَ ﴿٦٨﴾ وَلَمَّا دَخَلُوْا عَلٰى يُوْسُفَ

اٰوٰۤى اِلَيْهِ اَخَاهُ قَالَ اِنِّىْۤ اَنَا اَخُوْكَ فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا

كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ﴿٦٩﴾

(৬৭) ইয়াকুব বললেন ঃ হে আমার বৎসগণ! সবাই একই প্রবেশদ্বার দিয়ে যেয়ো না, বরং পৃথক পৃথক দরজা দিয়ে প্রবেশ করো। আল্লাহ্‌র কোন বিধান থেকে আমি তোমাদেরকে রক্ষা করতে পারি না। নির্দেশ আল্লাহ্‌রই চলে। তাঁরই উপর আমি ভরসা করি এবং তাঁরই উপর ভরসা করা উচিত ভরসাকারীদের। (৬৮) তারা যখন পিতার কথামত প্রবেশ করল, তখন আল্লাহ্‌র বিধানের বিরুদ্ধে তা তাদের বাঁচাতে পারল না। কিন্তু ইয়াকুবের সিদ্ধান্তে তাঁর মনের একটি বাসনা ছিল, যা তিনি পূর্ণ করেছেন। এবং তিনি তো আমার শেখানো বিষয় অবগত ছিলেন। কিন্তু অনেক মানুষ অবগত নয়। (৬৯) যখন তারা ইউসুফের কাছে উপস্থিত হল, তখন সে আপন ভ্রাতাকে নিজের কাছে রাখল। বলল ঃ নিশ্চয়ই আমি তোমার সহোদর। অতএব তাদের কৃতকর্মের জন্য দুঃখ করো না।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

এবং (রওয়ানা হওয়ার সময়) ইয়াকুব (আ) (তাদেরকে) বললেন ঃ বৎসগণ, (যখন মিসরে পেঁছবে, তখন) সবাই একই প্রবেশদ্বার দিয়ে যেয়ো না; বরং পৃথক পৃথক দরজা দিয়ে যেয়ো এবং (এটা কুদৃষ্টি ইত্যাদি অপছন্দনীয় বিষয় থেকে আত্মরক্ষার একটি বাহ্যিক তদবীর মাত্র। নতুবা) আল্লাহ্‌র নির্দেশকে আমি তোমাদের উপর থেকে হটাতে পারি না। নির্দেশ তো একমাত্র আল্লাহ্‌রই (চলে; এ বাহ্যিক তদবীর সত্ত্বেও মনেপ্রাণে) তাঁর উপরই ভরসা রাখি। এবং ভরসাকারীদের উচিত, তাঁরই উপর ভরসা রাখা। (অর্থাৎ তোমরাও তাঁর উপরই ভরসা রেখো ---তদবীরের দিকে দৃষ্টি দিও না। মোটকথা, সবাই বিদায় নিয়ে চলল।) যখন (মিসরে পেঁছে) পিতার কথামত (শহরে) প্রবেশ করল, তখন পিতার মনোবাসনা পূর্ণ হয়ে গেল। (নতুবা) তাদের উপর থেকে, (এ তদবীর বলে) আল্লাহ্‌র নির্দেশ এড়ানো পিতার উদ্দেশ্য ছিল না (যে, তার কাজে কোনরূপ আপত্তি উত্থাপন করা যাবে কিংবা তদবীর উপকারী না হওয়ার দরুন তার প্রতি সন্দেহ করা হবে। তিনি নিজেই তো বলেছিলেন ঃ مَا اُغْنِىْ عَنْكُمْ الخ ---

কিন্তু ইয়াকুব (আ)-এর মনে (তদবীর পর্যায়ে) একটি বাসনা (এ যে) ছিল, যা তিনি প্রকাশ করেছেন এবং তিনি নিশ্চিতই বড় আলিম ছিলেন এ কারণে যে, আমি তাকে শিক্ষা

দিয়েছিলাম। (তিনি ইলমের বিপরীত তদবীরকে বিশ্বাসের পর্যায়ে সত্যিকার প্রভাবশালী কিরূপে মনে করতে পারতেন? তার এ উক্তির কারণ সেই তদবীরই ছিল, যা শরীয়তসিদ্ধ ও প্রশংসনীয়।) কিন্তু অধিকাংশ লোক জানে না (বরং মূর্খতাবশত তদবীরকে সত্যিকার প্রভাবশালী বলে বিশ্বাস করে নেয়) এবং যখন তারা (অর্থাৎ ইউসুফ-ভ্রাতারা) ইউসুফ (আ)-এর কাছে পৌঁছল (এবং বেনিয়ামিনকে উপস্থিত করে বলল ঃ আপনার নির্দেশে আমরা তাকে এনেছি) তখন সে ভাইকে নিজের কাছে ডেকে নিল এবং (একান্তে তাকে) বলল ঃ আমি তোমার ভাই (ইউসুফ)। অতএব তারা যা কিছু (অসদাচরণ) করেছে, সেজন্য দুঃখ করো না। (কেননা, এখন আল্লাহ্ তা'আলা আমাদেরকে মিলিত করে দিয়েছেন। এখন সব দুঃখ ভুলে যাওয়া উচিত। ইউসুফ (আ)-এর সাথে অসদ্ব্যবহারের কথা তো সবারই জানা। বেনিয়ামিনকেও হয়তো তারা কষ্ট দিয়ে থাকবে। যদি কষ্ট না-ও দিয়ে থাকে, তবে ইউসুফের বিচ্ছেদ কি তার জন্য কম কষ্টদায়ক ছিল? অতঃপর উভয় ভ্রাতা মিলে পরামর্শ করলেন বেনিয়ামিনকে কিভাবে রেখে দেওয়া যায়। এমনিতে রাখলে ভ্রাতারা অঙ্গীকার ও কসমের কারণে নিয়ে যেতে পীড়াপীড়ি করবে। ফলে অযথা কথা কাটাকাটি হবে। পক্ষান্তরে রাখার কারণ প্রকাশ হয়ে পড়লে গোপন ভেদ ফাঁস হয়ে যাবে। আর কারণ গোপন থাকলে ইয়াকুব (আ)-এর কষ্ট বাড়বে যে, বিনা কারণে কেন রাখা হল, কিংবা কেন রইল? ইউসুফ (আ) বললেন ঃ উপায় তো রয়েছে, কিন্তু এতে তোমার বদনাম হবে। বেনিয়ামিন বলল ঃ বদনামের পরওয়া করি না। মোটকথা, তাদের মধ্যে একথাই সাব্যস্ত হয়ে গেল। এদিকে সবাইকে খাদ্যশস্য দিয়ে বিদায় দেওয়ার আয়োজন করা হল।)

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

আলোচ্য আয়াতসমূহে ছোট ভাইকে সাথে নিয়ে ইউসুফ-ভ্রাতাদের দ্বিতীয়বার মিসর সফরের কথা বর্ণিত হয়েছে। তখন ইয়াকুব (আ) তাদেরকে মিসর শহরে প্রবেশ-করার জন্য একটি বিশেষ উপদেশ দেন যে, তোমরা এগারো ভাই শহরের একই প্রবেশ দ্বার দিয়ে প্রবেশ করো না, বরং নগর-প্রাচীরের কাছে পৌঁছে ছত্রভঙ্গ হয়ে যেয়ো এবং বিভিন্ন দরজা দিয়ে শহরে প্রবেশ করো।

এরূপ উপদেশ দানের কারণ এই আশংকা ছিল যে, স্বাস্থ্যবান, সুঠাম দেহী, সুদর্শন এবং রূপ ও ঔজ্জ্বল্যের অধিকারী এসব যুবক সম্পর্কে যখন লোকেরা জানবে যে, এরা একই পিতার সন্তান এবং ভাই ভাই, তখন কারও বদ নজর লেগে তাদের ক্ষতি হতে পারে। অথবা সংঘবদ্ধভাবে প্রবেশ করার কারণে হয়তো কেউ হিংসাপরায়ণ হয়ে তাদের ক্ষতি সাধন করতে পারে।

ইয়াকুব (আ) তাদেরকে প্রথম সফরের সময় এরূপ উপদেশ দেন নি ; দ্বিতীয় সফরের প্রাক্কালেই দিয়েছেন। এর কারণ সম্ভবত এই যে, প্রথমবার তারা মুসাফিরের বেশে এবং দুর্দশাগ্রস্ত অবস্থায় মিসরে প্রবেশ করেছিল। কেউ তাদেরকে চিনত না এবং তাদের প্রতি কারও অতিরিক্ত মনোযোগ দানের আশংকা ছিল না। কিন্তু প্রথম সফরেই মিসরসম্রাট

তাদের প্রতি অসামান্য সম্মান প্রদর্শন করেন। ফলে সাধারণ রাজ কর্মচারী ও শহর-বাসীদের কাছে তারা পরিচিত হয়ে পড়ে। সুতরাং এখন কারও কুদৃষ্টি লেগে যাওয়ার আশংকা প্রবল হয়ে ওঠে কিংবা সবাইকে একটি জাঁকজমকপূর্ণ দল মনে করে হয়ত কেউ হিংসায় মেতে উঠতে পারে। এছাড়া এবারকার সফরে ছোট পুত্র বেনিয়ামিন সঙ্গে থাকাও তাদের প্রতি পিতার অধিকতর মনোযোগ দানের কারণ হতে পারে।

কুদৃষ্টির প্রভাব সত্য ঃ এতে বোঝা গেল যে, মানুষের চোখ (কুদৃষ্টি) লাগা এবং এর ফলে অন্য মানুষ অথবা জন্তু জানোয়ারের কষ্ট কিংবা ক্ষতি হওয়া সত্য। এটা মূর্খতাসুলভ কুসংস্কার নয়। এ কারণেই ইয়াকুব (আ) এ থেকে পুত্রদের আত্মরক্ষার চিন্তা করেছেন।

রসূলুল্লাহ্ (সা)-ও একে সত্যায়িত করেছেন। এক হাদীসে তিনি বলেন ঃ কুদৃষ্টি মানুষকে কবরে এবং উটকে উনানে ঢুকিয়ে দেয়। এ কারণেই রসূলুল্লাহ্ (সা) যেসব বিষয় থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করেছেন এবং উম্মতকে আশ্রয় প্রার্থনা করতে বলেছেন, তন্মধ্যে من كل عين لامة-ও রয়েছে। অর্থাৎ আমি কুদৃষ্টি থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করি। ---(কুরতুবী)

সাহাবায়ে কিরামের মধ্যে আবূ মহল ইবনে হুনায়ফের ঘটনা সুবিখ্যাত। একবার গোসল করার জন্য পরিধেয় বস্ত্র খুলতেই তাঁর গৌরবর্ণ ও সুঠাম দেহের উপর আমের ইবনে রবীয়ার দৃষ্টি পতিত হয়। সাথে সাথে তার মুখ থেকে বের হয়ে পড়ে ঃ আমি আজ পর্যন্ত এমন সুন্দর ও কান্তিময় দেহ কারও দেখিনি। আর যায় কোথায়, তৎক্ষণাৎ মহল ইবনে হুনায়ফের দেহে ভীষণ জ্বর চেপে গেল। রসূলুল্লাহ্ (সা) সংবাদ পেয়ে প্রতি-কারার্থে আমের ইবনে রবীয়াকে আদেশ দিলেন যে, সে যেন ওযু করে ওযুর পানি থেকে কিছু অংশ পাত্রে রাখে। অতঃপর তা যেন মহল ইবনে হুনায়ফের দেহে ঢেলে দেওয়া হয়। আদেশ মত কাজ করা হলে মহল ইবনে হুনায়ফ রক্ষা পেলেন। তার জ্বর থেমে গেল এবং তিনি সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে রসূলুল্লাহ্ (সা)-র সাথে পূর্ব নির্ধারিত অভিযানে রওয়ানা হয়ে গেলেন। এ ঘটনায় রসূলুল্লাহ্ (সা) আমের ইবনে রবীয়াকে সতর্ক করে বলেছিলেন ঃ علام يقتل احدكم اخاه الا بركت ان العين حق কেউ আপন ভাইকে কেন হত্যা করে? তোমার দৃষ্টিতে যখন তার দেহ সুন্দর প্রতিভাত হয়েছিল তখন তুমি তার জন্য বরকতের দোয়া করলে না কেন? মনে রেখো, চোখ লেগে যাওয়া সত্য।

এ হাদীস থেকে আরও জানা গেল, যে, অপরের জান ও মালের মধ্যে যদি কেউ বিস্ময়কর কোন কিছু দেখে, তবে তার উচিত দোয়া করা যে, আল্লাহ্ তা'আলা এতে বরকত দান করুন। কোন কোন রেওয়ায়েতে আছে যে ঃ مَا شَاءَ اللهُ لَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللهِ বলা উচিত। এতে কুদৃষ্টির প্রভাব বিনষ্ট হয়ে যায়। আরও জানা গেল যে, কেউ চোখ

লাগায় আক্রান্ত হলে যার চোখ লাগে, তার হাত, পা ও মুখমণ্ডল ধোয়া পানি রোগীর দেহে ঢেলে দিলে চোখ লাগার অনিষ্ট বিদূরিত হয়ে যায়।

কুরতুবী বলেন ঃ আহ্‌লে সুন্নত ওয়াল-জমাআতের সব শীর্ষস্থানীয় আলিম এ বিষয়ে একমত যে, চোখ লাগা এবং তদ্দ্বারা ক্ষতি সাধিত হওয়া সত্য।

ইয়াকুব (আ) একদিকে কুদৃষ্টি অথবা হিংসার আশংকাবশত ছেলেদেরকে একই দরজা দিয়ে শহরে প্রবেশ করতে নিষেধ করেছেন এবং অন্যদিকে একটি বাস্তব সত্য প্রকাশ করাও জরুরী মনে করেছেন। এ সত্যের প্রতি ঔদাসীন্যের ফলে এ জাতীয় ব্যাপারাদিতে জনসাধারণ মূর্খতাসুলভ ধারণা ও কুসংস্কারের শিকার হয়ে পড়ে। সত্যটি এই যে, কোন মানুষের জান ও মালের মধ্যে কুদৃষ্টির প্রভাব এক প্রকার মেসমেরিজম। ক্ষতিকর ঔষধ কিংবা খাদ্য যেমন মানুষকে অসুস্থ করে দেয় এবং শীত ও গ্রীষ্মের তীব্রতায় রোগব্যাধি জন্ম নেয়, তেমনি কুদৃষ্টি ও মেসমেরিজমের প্রভাবও এসব অভ্যস্ত কারণের অধীন। দৃষ্টি অথবা কল্পনার শক্তিবলে এদের প্রভাব প্রতিফলিত হয়। স্বয়ং এদের মধ্যে কোন সত্যিকার প্রভাবশক্তি নাই। বরং সব কারণ আল্লাহ্ তা'আলার অপার শক্তি, ইচ্ছা ও ইরাদার অধীন। আল্লাহ্‌র তকদীরের বিপরীতে কোন উপকারী তদবীরে উপকার হতে পারে না এবং ক্ষতিকর তদবীরের ক্ষতির প্রভাব বিস্তার করতে পারে না। তাই ইয়াকুব (আ) বলেছেন ঃ

وَمَا أُغْنِي عَنْكُمْ مِّنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَعَلَيْهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ ۝

অর্থাৎ কুদৃষ্টি থেকে আত্মরক্ষার যে তদবীর আমি বলেছি, আমি জানি যে তা আল্লাহ্‌র ইচ্ছাকে এড়াতে পারবে না। আদেশ একমাত্র আল্লাহ্‌রই চলে। তবে মানুষের প্রতি বাহ্যিক তদবীর করার নির্দেশ আছে। তাই এ উপদেশ দেওয়া হয়েছে। কিন্তু আমি তদবীরের উপর ভরসা করি না বরং আল্লাহ্‌র উপরই ভরসা করি। তাঁর উপরই ভরসা করা এবং বাহ্যিক ও বস্তুভিত্তিক তদবীরের উপর ভরসা না করা প্রত্যেক মানুষের অবশ্য কর্তব্য।

ইয়াকুব (আ) যে সত্য প্রকাশ করেছেন, ঘটনাচক্রে হয়েছেও কিছুটা তেমনি। এ সফরেও বেনিয়ামিনকে নিরাপদে ফিরিয়ে আনার যাবতীয় তদবীর চূড়ান্ত করা সত্ত্বেও সব ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছে এবং বেনিয়ামিনকে মিসরে আটকে রাখা হয়েছে। ফলে ইয়াকুব (আ) আরও একটি আঘাত পেলেন। তাঁর তদবীরের ব্যর্থতা পরবর্তী আয়াতে স্পষ্ট করে উল্লেখ করা হয়েছে। এর উদ্দেশ্য তাই যে, আসল লক্ষ্যের দিক দিয়ে তদবীর ব্যর্থ হয়েছে, যদিও কুদৃষ্টি হিংসা ইত্যাদি থেকে আত্মরক্ষার তদবীর সফল হয়েছে। কারণ, সফরে অপ্রীতিকর কোন ঘটনা ঘটেনি। কিন্তু আল্লাহ্ কর্তৃক নির্ধারিত তকদীরে যে দুর্ঘটনা অনিবার্য ছিল, ইয়াকুব (আ)-এর দৃষ্টি সেদিকে যায়নি এবং এর জন্য কোন তদবীর করতে

পারেন নি। এ বাহ্যিক ব্যর্থতা সত্ত্বেও আল্লাহ্‌র উপর ভরসার বরকতে এ দ্বিতীয় আঘাত প্রথম আঘাতেরও প্রতিকার প্রমাণিত হয়েছে এবং পরিণামে পরম নিরাপত্তা ও ইজ্জতের সাথে ইউসুফ ও বেনিয়ামিন উভয়ের সাথে সাক্ষাৎ ঘটেছে।

পরবর্তী আয়াতে এ বিষয়বস্তুটিই বর্ণিত হয়েছে যে, ছেলেরা পিতার আদেশ পালন করে বিভিন্ন দরজা দিয়ে শহরে প্রবেশ করে। ফলে পিতার নির্দেশ কার্যকর হয়ে গেল। অবশ্য এ তদবীর আল্লাহ্‌র কোন নির্দেশকে এড়াতে পারত না, কিন্তু পিতৃসুলভ স্নেহ-মমতার চাহিদা ছিল যা, তা তিনি পূর্ণ করেছেন।

এ আয়াতের শেষভাগে ইয়াকুব (আ)-এর প্রশংসা করে বলা হয়েছে ঃ

إِنَّهُ لَذُو عِلْمٍ لِّمَا عَلَّمْنَاهُ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ۝ অর্থাৎ ইয়াকুব (আ) বড় বিদ্বান্ ছিলেন, কারণ আমি তাঁকে বিদ্যা দান করেছিলাম। উদ্দেশ্য এই যে, সাধারণ লোকদের ন্যায় তাঁর বিদ্যা পুঁথিগত ও অনুশীলনলব্ধ নয় বরং তা ছিল সরাসরি আল্লাহ্‌র দান। এ কারণেই তিনি শরীয়তসম্মত ও প্রশংসনীয় বাহ্যিক তদবীর অবলম্বন করলেও তার উপর ভরসা করেন নি। কিন্তু অনেক লোক এ সত্য জানে না এবং অজ্ঞতাবশত ইয়াকুব (আ) সম্পর্কে সন্দেহ প্রকাশ করে যে, একজন পয়গম্বরের পক্ষে এ জাতীয় তদবীর শোভনীয় ছিল না।

কোন কোন তফসীরবিদ বলেন ঃ প্রথম শব্দটি দ্বারা ইল্‌ম অনুযায়ী আমল করা বুঝানো হয়েছে। উদ্দেশ্য এই যে, আমি তাঁকে যে ইল্‌ম দিয়েছিলাম তিনি তদনুযায়ী আমল করতেন। এ কারণেই বাহ্যিক তদবীরের উপর ভরসা করেন নি বরং একমাত্র আল্লাহ্‌র উপরই ভরসা করেছেন।

فَلَمَّا دَخَلُوا عَلَىٰ يُوسُفَ آوَىٰ إِلَيْهِ أَخَاهُ قَالَ إِنِّي أَنَا أَخُوكَ فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ -

অর্থাৎ মিসরে পৌঁছার পর যখন সব ভাই ইউসুফ (আ)-এর দরবারে উপস্থিত হল এবং তিনি দেখলেন যে, ওয়াদা অনুযায়ী তারা তাঁর সহোদর ছোট ভাইকেও নিয়ে এসেছে, তখন ইউসুফ (আ) ছোট ভাই বেনিয়ামিনকে বিশেষভাবে নিজের সাথে রাখলেন। তফসীর-বিদ কাতাদাহ বলেন ঃ সব ভাইয়ের বসবাসের ব্যবস্থা করে ইউসুফ (আ) প্রতি দু'জনকে একটি করে কক্ষ দিলেন। ফলে বেনিয়ামিন একা থেকে যায়। ইউসুফ তাকে নিজের সাথে অবস্থান করতে বললেন। যখন উভয়েই একান্তে গেলেন, তখন ইউসুফ (আ) সহোদর ভাইয়ের কাছে নিজের পরিচয় প্রকাশ করে বললেন ঃ আমিই তোমার সহোদর ভাই ইউসুফ ; এখন তোমার কোন চিন্তা নেই। অন্য ভাইগণ এ যাবত যে সব দুর্ব্যবহার করেছে, তজ্জন্য মনোকষ্টে পতিত হওয়ারও প্রয়োজন নেই।

নির্দেশ ও মাস'আলা ঃ আলোচ্য দু' আয়াত থেকে কতিপয় মাস'আলা ও নির্দেশ জানা যায় ঃ

(১) চোখ লাগা সত্য। সুতরাং ক্ষতিকর খাদ্য ও ক্ষতিকর ক্রিয়াকর্ম থেকে আত্মরক্ষার তদবীর করার ন্যায় এ থেকে আত্মরক্ষার তদবীর করাও সমভাবে শরীয়তসিদ্ধ ও প্রশংসনীয়।

(২) প্রতিহিংসা থেকে আত্মরক্ষার জন্য বিশেষ নিয়ামত ও গুণগত বৈশিষ্ট্যকে গোপন রাখা দুরস্ত।

(৩) ক্ষতিকর প্রভাব থেকে আত্মরক্ষার জন্য বাহ্যিক ও বস্তুভিত্তিক তদবীর করা তাওয়াক্কুল ও পয়গম্বরগণের পদমর্যাদার পরিপন্থী নয়।

(৪) যদি কেউ অন্য কারও সম্পর্কে আশংকা পোষণ করে যে, সে দুঃখ-কষ্টে পতিত হবে, তবে তাকে অবহিত করা এবং দুঃখ-কষ্টের হাত থেকে আত্মরক্ষার সম্ভাব্য উপায় বাতলে দেওয়া উত্তম, যেমন ইয়াকুব (আ) করেছিলেন।

(৫) যদি অন্য কারও কোন গুণ অথবা নিয়ামত দৃষ্টিতে বিস্ময়কর ঠেকে এবং চোখ লেগে যাওয়ার আশংকা হয়, তবে তা দেখে مَا شَاءَ اللّٰهُ অথবা بَارَكَ اللّٰهُ বলা দরকার, যাতে অন্যের কোন ক্ষতি না হয়।

(৬) চোখ লাগা থেকে আত্মরক্ষার জন্য যে কোন সম্ভাব্য তদবীর করা জায়েয। তন্মধ্যে দোয়া-তাবীজ ইত্যাদি দ্বারা প্রতিকার করাও অন্যতম; যেমন রসূলুল্লাহ্ (সা) জা'ফর ইবনে আবূ তালিবের দু'ছেলেকে দুর্বল দেখে তাবীজ ইত্যাদি দ্বারা চিকিৎসা করার অনুমতি দিয়েছিলেন।

(৭) বিজ্ঞ মুসলমানের কর্তব্য হচ্ছে প্রত্যেক কাজে আসল ভরসা আল্লাহ্র উপর রাখা। কিন্তু বাহ্যিক ও বস্তুভিত্তিক উপায়াদিকেও উপেক্ষা করবে না এবং সাধ্যানুযায়ী বৈধ উপায়াদি অবলম্বন করতে ত্রুটি করবে না। ইয়াকুব (আ) তাই করেছিলেন এবং রসূলুল্লাহ্ (সা)-ও তাই শিক্ষা দিয়েছেন। মাওলানা রূমী বলেন ঃ

بر توکل زانوئے اشتر بہ بند

এটাই পয়গম্বরসুলভ তাওয়াক্কুল ও রাসূল (সা)-এর সুন্নত।

(৮) এখানে প্রশ্ন হতে পারে যে, ইউসুফ (আ) ছোট ভাইকে আনার জন্য চেষ্টা করেছেন এবং যখন সে এসেছে, তখন তার কাছে নিজের পরিচয়ও প্রকাশ করে দিয়েছেন। কিন্তু পিতাকে আনার জন্য কোন চিন্তাও করেন নি এবং তাঁকে স্বীয় কুশল সংবাদ অবগত করানোর কোন পদক্ষেপও গ্রহণ করেন নি। এর কারণ পূর্বে বর্ণিত হয়েছে যে, চল্লিশ বছর সময়ের মধ্যে এমন অনেক সুযোগ ছিল, যখন তিনি পিতাকে স্বীয় অবস্থা ও কুশল সংবাদ দিতে পারতেন, কিন্তু যা কিছু হয়েছে, সব আল্লাহ্র নির্ধারিত তকদীর ও ওহীর ইঙ্গিতেই হয়েছে। হয়তো তখন পর্যন্ত আল্লাহ্র পক্ষ থেকে পিতাকে স্বীয় অবস্থা সম্পর্কে অবহিত করার অনুমতি ছিল না। কারণ, তখনও প্রিয় পুত্র বেনিয়ামিনের বিচ্ছেদের

মাধ্যমে পিতার আরও একটি পরীক্ষা বাকী ছিল। এ পরীক্ষা সমাপ্ত করার জন্যই সব ব্যবস্থাদি সম্পন্ন হয়েছে।

فَلَمَّا جَهَّزَهُمْ بِجَهَازِهِمْ جَعَلَ السِّقَايَةَ فِي رَحْلِ أَخِيهِ ثُمَّ
أَذَّنَ مُؤَذِّنٌ أَيَّتُهَا الْعِيرُ إِنَّكُمْ لَسَارِقُونَ ﴿٧٠﴾ قَالُوا وَأَقْبَلُوا عَلَيْهِمْ
مَاذَا تَفْقِدُونَ ﴿٧١﴾ قَالُوا نَفْقِدُ صُوَاعَ الْمَلِكِ وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ
بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ ﴿٧٢﴾ قَالُوا تَاللَّهِ لَقَدْ عَلِمْتُمْ مَا جِئْنَا لِنُفْسِدَ
فِي الْأَرْضِ وَمَا كُنَّا سَارِقِينَ ﴿٧٣﴾ قَالُوا فَمَا جَزَاؤُهُ إِنْ كُنْتُمْ
كَاذِبِينَ ﴿٧٤﴾ قَالُوا جَزَاؤُهُ مَنْ وُجِدَ فِي رَحْلِهِ فَهُوَ جَزَاؤُهُ ۚ
كَذَٰلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ ﴿٧٥﴾ فَبَدَأَ بِأَوْعِيَتِهِمْ قَبْلَ وِعَاءِ أَخِيهِ
ثُمَّ اسْتَخْرَجَهَا مِنْ وِعَاءِ أَخِيهِ ۚ كَذَٰلِكَ كِدْنَا لِيُوسُفَ ۖ مَا كَانَ
لِيَأْخُذَ أَخَاهُ فِي دِينِ الْمَلِكِ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ ۚ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ
مَنْ نَشَاءُ ۗ وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٌ ﴿٧٦﴾

(৭০) অতঃপর যখন ইউসুফ তাদের রসদপত্র প্রস্তুত করে দিলেন, তখন পানপাত্র আপন ভাইয়ের রসদের মধ্যে রেখে দিল। অতঃপর একজন ঘোষক ডেকে বলল ঃ হে কাফিলার লোকজন, তোমরা অবশ্যই চোর। (৭১) তারা ওদের দিকে মুখ করে বলল ঃ তোমাদের কি হারিয়েছে? (৭২) তারা বলল ঃ আমরা বাদশাহ্‌র পানপাত্র হারিয়েছি এবং যে কেউ এটা এনে দেবে সে এক উটের বোঝা পরিমাণ মাল পাবে এবং আমি এর যামিন। (৭৩) তারা বলল ঃ আল্লাহ্‌র কসম, তোমরা তো জান, আমরা অনর্থ ঘটাতে এদেশে আসিনি এবং আমরা কখনও চোর ছিলাম না। (৭৪) তারা বলল ঃ যদি তোমরা মিথ্যাবাদী হও, তবে যে চুরি করেছে তার কি শাস্তি? (৭৫) তারা বলল ঃ এর শাস্তি এই যে, যার রসদপত্র থেকে তা পাওয়া যাবে, এর প্রতিদানে সে দাসত্বে যাবে। আমরা জালিমদেরকে এভাবেই শাস্তি দিই। (৭৬) অতঃপর ইউসুফ আপন ভাইয়ের থলের পূর্বে তাদের থলে তল্লাশী শুরু করলেন। অবশেষে সেই পাত্র আপন ভাইয়ের থলের মধ্য থেকে বের করলেন। এমনিভাবে আমি ইউসুফকে কৌশল শিক্ষা দিয়েছিলাম। সে

বাদশাহ্‌র আইনে আপন ভাইকে কখনও দাসত্বে নিতে পারত না, কিন্তু আল্লাহ্ যদি ইচ্ছা করেন। আমি যাকে ইচ্ছা, মর্যাদায় উন্নীত করি এবং প্রত্যেক জ্ঞানীর উপরে আছেন অধিকতর এক জ্ঞানীজন।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

অতঃপর যখন ইউসুফ (আ) তাদের (খাদ্যশস্য ও রওয়ানা হওয়ার) রসদপত্রাদি প্রস্তুত করে দিলেন তখন (নিজেই কিংবা কোন নির্ভরযোগ্য কর্মচারীর মাধ্যমে) পানপাত্র (খাদ্যশস্য দেওয়ার মাপও ছিল তাই) আপন ভাইয়ের রসদের মধ্যে রেখে দিলেন। অতঃপর (যখন তারা রওয়ানা হল, তখন ইউসুফের আদেশে পেছন দিক থেকে) একজন আহবানকারী ডেকে বলল ঃ হে কাফেলার লোকজন, তোমরা অবশ্যই চোর। তারা তাদের (অর্থাৎ অন্বেষণকারীদের) দিকে মুখ ফিরিয়ে বলল ঃ তোমাদের কি বস্তু হারিয়েছে (যা চুরির ব্যাপারে আমাদেরকে সন্দেহ করছ)? তারা বলল ঃ আমরা শাহী পরিমাপ পাত্র পাচ্ছি না (তা উধাও হয়ে গেছে)। যে ব্যক্তি তা (এনে) উপস্থিত করবে, সে এক উট বোঝাই খাদ্যশস্য (পুরস্কার হিসাবে শস্যভাণ্ডার থেকে) পাবে। (কিংবা উদ্দেশ্য এই যে, যদি স্বয়ং চোর মাল ফেরত দেয়, তবে ক্ষমার পর পুরস্কার পাবে) আমি তার (পুরস্কার আদায় করে দেওয়ার) যামিন। [সম্ভবত ইউসুফ (আ)-এর আদেশেই এ আহবান ও পুরস্কারের ওয়াদা করা হয়েছিল] তারা বলল ঃ আল্লাহ্‌র কসম তোমরা ভাল রূপেই জান যে, আমরা দেশে অশান্তি ছড়ানোর জন্য (যার মধ্যে চুরি অন্যতম) আসিনি এবং আমরা চোর নই (অর্থাৎ এটা আমাদের অভ্যাস নয়)। তারা (অনুসন্ধানকারীরা) বলল ঃ আচ্ছা যদি তোমরা মিথ্যাবাদী হও, (এবং তোমাদের মধ্যে কারও চুরি প্রমাণিত হয়ে যায়) তবে তার (চৌর্যকর্মের) শাস্তি কি? তারা [ইয়াকুব (আ)-এর শরীয়তানুযায়ী] উত্তর দিল ঃ তার শাস্তি এই যে, যার রসদপত্রের মধ্যে তা পাওয়া যায়, সে নিজেই তার শাস্তি (অর্থাৎ চুরির বিনিময়ে সংশ্লিষ্ট চোরকে গোলাম বানিয়ে নেবে)। আমরা জালিম (অর্থাৎ) চোরদেরকে এমনি শাস্তি দেই। (অর্থাৎ আমাদের শরীয়তের নির্দেশ ও কাজ তাই। মোটকথা, পরস্পরে এসব কথাবার্তা সাব্যস্ত হওয়ার পর রসদপত্র নামানো হল)। অতঃপর (তল্লাশি নেওয়ার সময়) ইউসুফ (নিজে অথবা কোন নির্ভরযোগ্য কর্মচারীর মাধ্যমে) আপন ভাইয়ের (রসদপত্রের) থলের আগে অন্য ভাইদের থলে তল্লাশি শুরু করলেন। অতঃপর (শেষে) এটিকে (অর্থাৎ পানপাত্রটিকে) আপন ভাইয়ের (রসদপত্রের) থলে থেকে বের করলেন। আমি ইউসুফ (আ)-এর খাতিরে এভাবে (বেনিয়ামিনকে) তার নিকটে রাখার তদবীর করেছি (এ তদবীরের কারণ এই যে) ইউসুফ স্বীয় ভাইকে বাদশাহ্‌র আইন অনুযায়ী নিতে পারতেন না; (কেননা বাদশাহ্‌র আইনে চুরির শাস্তি কিছু মারপিট ও জরিমানা ছিল।---তিবরানী রহুল মাআনী) কিন্তু এটা আল্লাহ্ তা'আলারই কাম্য ছিল। (তাই ইউসুফের মনে এই তদবীর জাগ্রত হয়েছে এবং তার ভাইয়ের মুখ থেকে এরূপ সিদ্ধান্তের কথা বের হয়েছে। উভয়টি মিশে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়ে গেছে। এখানে সত্যিকারভাবে গোলাম করা হয়নি বরং বেনিয়ামিনের সম্মতিক্রমে গোলামের রূপ ধারণ করা হয়েছিল মাত্র।

কাজেই এখানে استرقاق حر অর্থাৎ মুক্ত ব্যক্তিকে গোলামে পরিণত করার সন্দেহ অমূলক। ইউসুফ যদিও বড় আলিম ও বুদ্ধিমান ছিলেন, তথাপি আমার তদবীর শেখানোর প্রতি মুখাপেক্ষী ছিলেন। বরং আমি) যাকে ইচ্ছা (ইল্‌মে) বিশেষ স্তর পর্যন্ত উন্নীত করি এবং সব বিদ্বানের চাইতে বড় বিদ্বান রয়েছেন। (অর্থাৎ আল্লাহ্) সৃষ্টজীবের জ্ঞান অপূর্ণ এবং স্রষ্টার জ্ঞান পূর্ণ। অতএব প্রত্যেক সৃষ্টজীব জ্ঞান ও তদবীরের মুখাপেক্ষী। তাই إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ বলা হয়েছে। মোট কথা এই যে, তাদের রসদ বা আসবাবপত্র থেকে যখন পানপাত্র বের হয়ে পড়ল এবং বেনিয়ামিনকে আটকানো হল, তখন তারা সবাই নিরতিশয় লজ্জিত হল।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

আলোচ্য আয়াতসমূহে বর্ণিত হয়েছে যে, সহোদর ভাই বেনিয়ামিনকে রেখে দেওয়ার জন্য ইউসুফ (আ) একটি কৌশল ও তদবীর অবলম্বন করলেন। যখন সব ভাইকে নিয়ম মাফিক খাদ্যশস্য দেওয়া হল, তখন প্রত্যেক ভাইয়ের খাদ্যশস্য পৃথক পৃথক উটের পিঠে পৃথক পৃথক নামে চাপানো হল।

বেনিয়ামিনের যে খাদ্যশস্য উটের পিঠে চাপানো হল, তাতে একটি পাত্র গোপনে রেখে দেওয়া হল। কোরআন পাক এ পাত্রটিকে এক জায়গায় سِقَايَة শব্দের দ্বারা এবং অন্যত্র صُوَاعَ الْمَلِكِ শব্দ দ্বারা ব্যক্ত করেছে। سِقَايَة শব্দের অর্থ পানি পান করার পাত্র এবং صُوَاع শব্দটিও এমনি ধরনের পাত্রের অর্থে ব্যবহৃত হয়। একে مَلِك তথা বাদশাহ্‌র দিকে নির্দেশিত করার ফলে আরও জানা গেল যে, এ পাত্রটি বিশেষ মূল্যবান ও মর্যাদাবান ছিল। কোন কোন রেওয়ায়েতে রয়েছে যে, পাত্রটি 'যবরজদ' পাথর দ্বারা নির্মিত ছিল। আবার কেউ স্বর্ণ নির্মিত এবং রৌপ্য নির্মিতও বলেছেন। মোট কথা, বেনিয়ামিনের রসদপত্রে গোপনে রক্ষিত এ পাত্রটি যথেষ্ট মূল্যবান হওয়া ছাড়াও বাদশাহ্‌র সাথে এর বিশেষ সম্পর্কও ছিল। বাদশাহ্ নিজে তা ব্যবহার করতেন অথবা বাদশাহ্‌র আদেশে তা খাদ্যশস্য পরিমাপের পাত্ররূপে ব্যবহৃত হত।

ثُمَّ أَذَّنَ مُؤَذِّنٌ أَيَّتُهَا الْعِيرُ إِنَّكُمْ لَسَارِقُونَ—অর্থাৎ কিছুক্ষণ পর জনৈক ঘোষক ডেকে বলল ঃ হে কাফিলার লোকজন, তোমরা চোর।

এখানে ثُمَّ শব্দ দ্বারা জানা যায় যে, এ ঘোষণা তৎক্ষণাৎ করা হয়নি বরং কাফিলা রওয়ানা হয়ে যাওয়ার পর করা হয়েছে--যাতে কেউ জালিয়াতির সন্দেহ না করতে পারে। মোট কথা, ঘোষক ইউসুফ-ভ্রাতাদের কাফিলাকে চোর আখ্যা দিল।

قَالُوا وَأَقْبَلُوا عَلَيْهِم مَّاذَا تَفْقِدُونَ —অর্থাৎ ইউসুফ-ভ্রাতাগণ ঘোষণাকারীদের দিকে মুখ ফিরিয়ে বলল : তোমরা আমাদেরকে চোর বলছ । প্রথমে এ কথা আমাদের বল যে, তোমাদের কি বস্তু চুরি হয়েছে ?

قَالُوا نَفْقِدُ صُوَاعَ الْمَلِكِ وَلِمَن جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ

—ঘোষণাকারিগণ বলল, বাদশাহ্‌র পানপাত্র হারিয়ে গেছে। যে ব্যক্তি তা বের করে দেবে, সে এক উটের বোঝাই পরিমাণ খাদ্যশস্য পুরস্কার পাবে এবং আমি এর যামিন।

এখানে প্রথমে প্রশ্ন এই যে, ইউসুফ (আ) বেনিয়ামিনকে আটকানোর জন্য এ কৌশল কেন করলেন, অথচ তিনি জানতেন যে, স্বয়ং তাঁর বিচ্ছেদের আঘাত পিতার জন্য অসহনীয় ছিল? এমতাবস্থায় অপর ভাইকে আটকে তাঁকে আরও একটি আঘাত দেওয়া তিনি কিরূপে পছন্দ করলেন ?

দ্বিতীয় প্রশ্ন আরও গুরুত্বপূর্ণ। তা এই যে, নিরপরাধ ভাইদের বিরুদ্ধে চুরির অভিযোগ আনা, গোপনে তাদের আসবাব-পত্রের মধ্যে কোন বস্তু রেখে দেওয়ার মত জালিয়াতি করা এবং প্রকাশ্যে তাদেরকে লাঞ্ছিত করা—এসব কাজ অবৈধ। আল্লাহ্‌র পয়গম্বর ইউসুফ (আ) এগুলো কিভাবে সহ্য করলেন ?

কুরতুবী প্রমুখ তফসীরবিদ বর্ণনা করেন : বেনিয়ামিন যখন ইউসুফ (আ)-কে নিশ্চিতরূপে চিনে ফেলে, তখন সে নিজেই ভাইকে অনুরোধ করে যে, তাকে যেন ভাইদের কাছে ফেরত পাঠানো না হয়। বরং ইউসুফ (আ)-এর কাছে রাখা হয়। ইউসুফ (আ) প্রথমে এ অজুহাতই পেশ করলেন যে, তাকে এখানে রাখা হলে পিতার মনোকষ্টের অন্ত থাকবে না। দ্বিতীয়ত তাকে এখানে রাখার একমাত্র উপায় হচ্ছে, তাকে চুরির অভিযোগে অভিযুক্ত করে গ্রেফতার করে আটক রাখা। বেনিয়ামিন ভাইদের সাথে বসবাস করতে এতই নারাজ ছিল যে, সে এ জাতীয় প্রস্তাবেও সম্মত হয়ে যায়।

কিন্তু এ ঘটনা সত্য হলেও পিতার মনোকষ্ট, ভাইদের লাঞ্ছনা এবং তাদেরকে চোর বলা শুধু বেনিয়ামিনের সম্মতির কারণে বৈধ হতে পারে না। কেউ কেউ কারণ বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেন যে, ঘোষক বোধ হয় ইউসুফ (আ)-এর অজ্ঞাতসারে এবং বিনা অনুমতিতে ভাইদের চোর বলেছিল। এ উক্তি যেমন প্রমাণহীন, তেমনি ঘটনার সাথে বেখাপ্পা। এমনিভাবে কেউ কেউ বলেন : ভ্রাতাগণ ইউসুফ (আ)-কে পিতার কাছ থেকে চুরি করে বিক্রয় করেছিল। তাই তাদেরকে চোর বলা হয়েছে। এটাও একটা নিছক ব্যাখ্যা বৈ নয়। অতএব, এসব প্রশ্নের বিশুদ্ধ উত্তর তাই--যা কুরতুবী, মাযহারী প্রমুখ গ্রন্থকার দিয়েছেন। তা এই যে, এ ঘটনায় যা করা হয়েছে এবং যা বলা হয়েছে, তা বেনিয়ামিনের বাসনার

ফলশ্রুতিও ছিল না এবং ইউসুফ (আ)-এর প্রস্তাবের ফলও ছিল না ; বরং এসব কাজ ছিল আল্লাহ্‌র নির্দেশে তাঁরই অপার রহস্যের বহিঃপ্রকাশ। এসব কাজের মাধ্যমে ইয়াকুব (আ)-এর পরীক্ষার বিভিন্ন স্তর পূর্ণতা লাভ করছিল। এ উত্তরের প্রতি স্বয়ং কোরআনের এ আয়াতে ইঙ্গিত রয়েছে كَذٰلِكَ كِدْنَا لِيُوسُفَ --অর্থাৎ আমি ইউসুফের খাতিরে এমনিভাবে তার ভাইকে আটকানোর কৌশল করেছি।

এ আয়াতে পরিষ্কারভাবে এ ফন্দি ও কৌশলকে আল্লাহ্ তা'আলা নিজের কাজ বলে আখ্যায়িত করেছেন। অতএব, এসব কাজ যখন আল্লাহ্‌র নির্দেশে সম্পন্ন হয়েছে তখন এগুলোকে অবৈধ বলার কোন মানে নাই। এগুলো মূসা ও খিযিরের ঘটনায় নৌকা ভাঙ্গা, বালককে হত্যা করা ইত্যাদির মতই। এগুলো বাহ্যত গোনাহ্‌র কাজ ছিল বলেই মূসা (আ) তা মেনে নিতে রাজী ছিলেন না। কিন্তু খিযির (আ) সব কাজ আল্লাহ্‌র নির্দেশে বিশেষ উপযোগিতার অধীনে করে যাচ্ছিলেন। তাই এগুলো গোনাহের কাজ ছিল না।

قَالُوا تَاللّٰهِ لَقَدْ عَلِمْتُمْ مَّا جِئْنَا لِنُفْسِدَ فِي الْأَرْضِ وَمَا كُنَّا سَارِقِينَ

অর্থাৎ শাহী ঘোষক যখন ইউসুফ (আ)-এর ভ্রাতাদেরকে চোর বলল, তখন তারা উত্তরে বলল ঃ সভাসদবর্গও আমাদের অবস্থা সম্পর্কে ওয়াকিফহাল আছেন যে, আমরা এখানে অশান্তি সৃষ্টি করতে আসিনি এবং আমরা চোর নই।

قَالُوا فَمَا جَزَاؤُهُ إِنْ كُنْتُمْ كَاذِبِينَ--রাজকর্মচারীরা বলল ঃ যদি তোমাদের কথা মিথ্যা প্রমাণিত হয়ে যায়, তবে বল, সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির কি শাস্তি ?

قَالُوا جَزَاؤُهُ مَنْ وُجِدَ فِي رَحْلِهِ فَهُوَ جَزَاؤُهُ كَذٰلِكَ نَجْزِي الظّٰلِمِينَ ○

অর্থাৎ ইউসুফের ভ্রাতাগণ বলল ঃ যার আসবাবপত্র থেকে চোরাই মাল বের হবে, সে নিজেই তার শাস্তি। আমরা চোরকে এমনি ধরনের সাজা দেই।

উদ্দেশ্য, ইয়াকুব (আ)-এর শরীয়তে চোরের শাস্তি এই যে, যার মাল চুরি করে সে চোরকে গোলাম করে রাখবে। রাজকর্মচারীরা এভাবে স্বয়ং ভ্রাতাদের কাছ থেকে ইয়াকুবী শরীয়ত অনুযায়ী চোরের শাস্তি জেনে নিল, যাতে বেনিয়ামিনের আসবাবপত্র থেকে চোরাই মাল বের হলো নিজেদেরই ফয়সালা অনুযায়ী তাকে ইউসুফ (আ)-এর হাতে সোপর্দ করতে বাধ্য হয়।

فَبَدَاَ بِاَوْعِيَتِهِمْ قَبْلَ وِعَاءِ اَخِيْهِ ---অর্থাৎ সরকারী তল্লাশকারীরা প্রকৃত ষড়যন্ত্র ঢেকে রাখার জন্য প্রথমে অন্য ভাইদের আসবাবপত্র তালাশ করল। প্রথমেই বেনিয়ামিনের আসবাবপত্র খুলল না, যাতে তাদের সন্দেহ না হয়।

ثُمَّ اسْتَخْرَجَهَا مِنْ وِّعَاءِ اَخِيْهِ ----অর্থাৎ সব শেষে বেনিয়ামিনের আসবাবপত্র খোলা হলে তা থেকে শাহী পাত্রটি বের হয়ে এল।

তখন ভাইদের অবস্থা দেখে কে? লজ্জায় সবার মাথা হেট হয়ে গেল। তারা বেনিয়ামিনকে গাল-মন্দ দিয়ে বলল ঃ তুমি আমাদের মুখে চুনকালি দিলে।

كَذٰلِكَ كِدْنَا لِيُوْسُفَ مَا كَانَ لِيَاْخُذَ اَخَاهُ فِىْ دِيْنِ الْمَلِكِ اِلَّآ اَنْ يَّشَآءَ اللّٰهُ

অর্থাৎ এমনিভাবে আমি ইউসুফের খাতিরে কৌশল করেছি। তিনি বাদশাহ্‌র আইনানুযায়ী ভাইকে গ্রেফতার করতে পারতেন না। কেননা, মিসরের আইনে চোরকে মারপিট করে এবং চোরাই মালের দ্বিগুণ মূল্য আদায় করে ছেড়ে দেওয়ার বিধান ছিল। কিন্তু তারা এখানে ইউসুফ-ভ্রাতাদের কাছ থেকেই ইয়াকুবী শরীয়তানুযায়ী চোরের বিধান জেনে নিয়েছিল। এ বিধান দৃষ্টে বেনিয়ামিনকে আটকে রাখা বৈধ হয়ে গেল। এমনি-ভাবে আল্লাহ্ তা আলার ইচ্ছায় ইউসুফ (আ)-এর মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হল।

نَرْفَعُ دَرَجٰتٍ مَّنْ نَّشَآءُ وَفَوْقَ كُلِّ ذِىْ عِلْمٍ عَلِيْمٌ ----অর্থাৎ আমি যাকে ইচ্ছা উচ্চ মর্যাদায় উন্নীত করে দেই, যেমন এ ঘটনায় ইউসুফের মর্যাদা তাঁর ভাইদের তুলনায় উচ্চ করে দেওয়া হয়েছে। প্রত্যেক জ্ঞানীর উপরই তদপেক্ষা অধিক জ্ঞানী বিদ্যমান রয়েছে।

উদ্দেশ্য এই যে, জ্ঞানের দিক দিয়ে সৃষ্ট জীবের মধ্যে একজনকে অন্য জনের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করা হয়েছে। একজন যত বড় জ্ঞানীই হোক, তার মুকাবিলায় আরও অধিক জ্ঞানী থাকে। মানব জাতির মধ্যে যদি কেউ এমন হয় যে, তার চাইতে অধিক জ্ঞানী আর নেই, তবে এ অবস্থায়ও আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীনের জ্ঞান সবারই উর্ধ্বে।

নির্দেশ ও মাস'আলা ঃ আলোচ্য আয়াতসমূহ থেকে কতিপয় নির্দেশ ও মাস'আলা জানা যায়।

(১) وَلِمَنْ جَآءَ بِهٖ حِمْلُ بَعِيْرٍ আয়াত দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, কোন নির্দিষ্ট কাজের জন্য মজুরি কিংবা পুরস্কার নির্ধারণ করে যদি এই মর্মে ঘোষণা দান করা হয় যে, যে ব্যক্তি এ কাজ করবে, সে এই পরিমাণ পুরস্কার কিংবা মজুরি পাবে, তবে তা জায়েয হবে; যেমন অপরাধীদেরকে গ্রেফতার করার জন্য কিংবা হারানো বস্তু ফেরত দেওয়ার জন্য এ ধরনের পুরস্কার ঘোষণা সাধারণভাবে প্রচলিত রয়েছে। যদিও এ জাতীয়

লেনদেন ফিকাহ্ শাস্ত্রে বর্ণিত ইজারার সংজ্ঞানুরূপ নয়, তথাপি এ আয়াতদৃষ্টে তার বৈধতা প্রমাণিত হয়।---(কুরতুবী)

(২) اَنَا بِهٖ زَعِيْمٌ----দ্বারা বোঝা গেল যে, একজন অন্যজনের পক্ষে আর্থিক অধিকারের যামিন হতে পারে। সাধারণ ফিকাহ্বিদদের মতে এ ব্যাপারে বিধান এই যে, প্রাপক আসল দেনাদার কিংবা যামিন এতদুভয়ের মধ্যে যে কোন একজনের কাছ থেকে তার পাওনা আদায় করে নিতে পারে। যদি যামিনের কাছ থেকে আদায় করা হয়, তবে সে দেনা পরিমাণ অর্থ আসল দেনাদারের কাছ থেকে নিয়ে নেবে।---(কুরতুবী)

(৩) كَذٰلِكَ كِدْنَا لِيُوْسُفَ---থেকে জানা গেল যে, কোন শরীয়তসম্মত উপযোগিতার ভিত্তিতে যদি লেনদেনের আকারে এমন পরিবর্তন করা হয়, যার ফলে বিধান পরিবর্তিত হয়ে যায়, তবে তা আইনত জায়েয হবে। ফিকাহ্বিদদের পরিভাষায় একে حيلة (হীলা) বলা বলা হয়। এর জন্য শর্ত এই যে, এর ফলে যেন শরীয়তের কোন বিধান বাতিল না হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। শরীয়তের বিধান বাতিল হয়ে যায়---এরূপ হীলা সর্বসম্মতভাবে হারাম। যেমন যাকাত থেকে গা বাঁচানোর জন্য কোন হীলা করা অথবা রমযানের পূর্বে কোন অনাবশ্যক সফরে বের হয়ে পড়া---যাতে রোযা না রাখার অজুহাত সৃষ্টি হয়। এরূপ করা সর্বসম্মতভাবে হারাম। এ জাতীয় হীলা করার কারণে কোন কোন জাতি আযাবে নিপতিত হয়েছে। রসূলুল্লাহ্ (সা) এরূপ হীলা করতে নিষেধ করেছেন। এরূপ হীলার আশ্রয় নিলে কোন অবৈধ কাজ বৈধ হয়ে যায় না বরং পাপের মাত্রা দ্বিগুণ হয়। এক পাপ আসল অবৈধ কাজের এবং দ্বিতীয় পাপ অবৈধ হীলার, যা একদিক দিয়ে আল্লাহ্ ও রসূলের সাথে প্রতারণার নামান্তর। ইমাম বুখারী كتاب الحيل তথা হীলা অধ্যায়ে এ জাতীয় হীলার অবৈধতা প্রমাণ করেছেন।

قَالُوْٓا اِنْ يَّسْرِقْ فَقَدْ سَرَقَ اَخٌ لَّهٗ مِنْ قَبْلُ ۚ فَاَسَرَّهَا يُوْسُفُ
فِيْ نَفْسِهٖ وَلَمْ يُبْدِهَا لَهُمْ ۚ قَالَ اَنْتُمْ شَرٌّ مَّكَانًا ۚ وَاللّٰهُ
اَعْلَمُ بِمَا تَصِفُوْنَ ۝ قَالُوْا يٰٓاَيُّهَا الْعَزِيْزُ اِنَّ لَهٗٓ اَبًا شَيْخًا
كَبِيْرًا فَخُذْ اَحَدَنَا مَكَانَهٗ ۚ اِنَّا نَرٰىكَ مِنَ الْمُحْسِنِيْنَ ۝ قَالَ
مَعَاذَ اللّٰهِ اَنْ نَّاْخُذَ اِلَّا مَنْ وَّجَدْنَا مَتَاعَنَا عِنْدَهٗٓ ۙ اِنَّآ اِذًا
لَّظٰلِمُوْنَ ۝ فَلَمَّا اسْتَيْـَٔسُوْا مِنْهُ خَلَصُوْا نَجِيًّا ۭ قَالَ كَبِيْرُهُمْ

أَلَمْ تَعْلَمُوا أَنَّ أَبَاكُمْ قَدْ أَخَذَ عَلَيْكُمْ مَوْثِقًا مِنَ اللَّهِ وَ
مِنْ قَبْلُ مَا فَرَّطْتُمْ فِي يُوسُفَ ۚ فَلَنْ أَبْرَحَ الْأَرْضَ حَتَّىٰ
يَأْذَنَ لِي أَبِي أَوْ يَحْكُمَ اللَّهُ لِي ۚ وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ ﴿٨٠﴾ ارْجِعُوا
إِلَىٰ أَبِيكُمْ فَقُولُوا يَا أَبَانَا إِنَّ ابْنَكَ سَرَقَ ۚ وَمَا شَهِدْنَا إِلَّا
بِمَا عَلِمْنَا وَمَا كُنَّا لِلْغَيْبِ حَافِظِينَ ﴿٨١﴾ وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ الَّتِي
كُنَّا فِيهَا وَالْعِيرَ الَّتِي أَقْبَلْنَا فِيهَا ۖ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ ﴿٨٢﴾

(৭৭) তারা বলতে লাগল ঃ যদি সে চুরি করে থাকে, তবে তার এক ভাইও ইতি-পূর্বে চুরি করেছিল। তখন ইউসুফ প্রকৃত ব্যাপার নিজের মনে রাখলেন এবং তাঁদেরকে জানালেন না। মনে মনে বললেন ঃ তোমরা লোক হিসাবে নিতান্ত মন্দ এবং আল্লাহ্ খুব জ্ঞাত রয়েছেন, যা তোমরা বর্ণনা করছ; (৭৮) তারা বলতে লাগল ঃ হে আযীয, তার পিতা আছেন, যিনি খুবই বৃদ্ধ বয়স্ক। সুতরাং আপনি আমাদের একজনকে তার বদলে রেখে দিন। আমরা আপনাকে অনুগ্রহশীল ব্যক্তিদের একজন দেখতে পাচ্ছি। (৭৯) তিনি বললেন ঃ যার কাছে আমরা আমাদের মাল পেয়েছি, তাকে ছাড়া আর কাউকে গ্রেফতার করা থেকে আল্লাহ্ আমাদের রক্ষা করুন। তা হলে তো আমরা নিশ্চিতই অন্যায়কারী হয়ে যাব। (৮০) অতঃপর যখন তারা তাঁর কাছ থেকে নিরাশ হয়ে গেল, তখন পরামর্শের জন্য একান্তে বসল। তাদের জ্যেষ্ঠ ভাই বলল ঃ তোমরা কি জান না যে, পিতা তোমাদের কাছ থেকে আল্লাহ্র নামে অঙ্গীকার নিয়েছেন এবং পূর্বে ইউসুফের ব্যাপারেও তোমরা অন্যায় করেছ? অতএব আমি তো কিছুতেই এদেশ ত্যাগ করব না, যে পর্যন্ত না পিতা আমাকে আদেশ দেন অথবা আল্লাহ্ আমার পক্ষে কোন ব্যবস্থা করে দেন। তিনিই সর্বো-ত্তম ব্যবস্থাপক। (৮১) তোমরা তোমাদের পিতার কাছে ফিরে যাও এবং বল পিতঃ, আপনার ছেলে চুরি করেছে। আমরা তাই বলে দিলাম, যা আমাদের জানা ছিল এবং অদৃশ্য বিষয়ের প্রতি আমাদের লক্ষ্য ছিল না। (৮২) জিজ্ঞেস করুন ঐ জনপদের লোকদেরকে যেখানে আমরা ছিলাম এবং ঐ কাফেলাকে, যাদের সাথে আমরা এসেছি। নিশ্চিতই আমরা সত্য বলছি।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

তারা বলতে লাগল যে, (জনাব) যদি সে চুরি করে থাকে, তবে (আশ্চর্যের বিষয় নয়; কেননা) তার এক ভাই (ছিল, সে) ও (এমনিভাবে) ইতিপূর্বে চুরি করেছে। 'দুররে মনসূর' গ্রন্থে এ কাহিনী এভাবে লিপিবদ্ধ রয়েছে ঃ ইউসুফ (আ)-এর ফুফু তাঁকে লালন-পালন করতেন।